# যুগ্ম প্রসূন।

প্রকাশক
শ্রীকিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১৩নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১৫ সাল।

[ মূল্য ১৲ টাকা

# যুগ্মপ্রসূন।
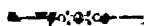
## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### শৈশবে।

এক দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটি বাল
হাত ধরাধরি করিয়া বাটী আসিতেছিল। বালকটী নানাবিধ কথা কহিতেছে, কিন্তু বালিকা বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া নীরবে অনিমেষ নয়নে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, যেন কাষ্ঠের পুতলির ন্যায় তাহার দেহে আত্মভর দিয়া চলিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা একটা প্রসস্ত দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন বালকটী বালিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "সুষমা! এখন তুমি বাড়ি যাও," সুষমার যেন চটকা ভাঙ্গিল, সে কহিল, "তুমি আমাদের বাড়ী যাবে না? যুবক বলিল "না সুষমা"। সেদিন আমি যাওয়াতে তোমার, বাবা তোমায় কত বকিয়াছিলেন। আমার ভয় হয় পাছে তোমাকে আবার বকেন তিনি বড় রাগি।"

সুষমা মুখখানি ঈষৎ ম্লান করিয়া কহিল, "তা হউক, তুমি চল আমি তোমাকে লুকাইয়া লইয়া যাইব, বাবা দেখিতে পাইবেন না। মা তোমাকে কত ভালবাসেন তুমি ত জান।"

"হাঁ জানি তিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। কিন্তু তোমার বাবা যে কেন আমার প্রতি এত বিরক্ত, তাহা বলিতে পারি না। জানি না তাঁর নিকটে আমি কি অপরাধে অপরাধী!"

সুষমা, তাহার মাতার স্নেহ, ও তাহার পিতার ক্রোধ ভাবিতে ভাবিতে এক একবার বালকের বদন বিষন্ন হইতেছে, যেন নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্রকে একখানি মেঘ আসিয়া আবরিত করিল, আবার অনুকূল আশাবায়ু সঞ্চার হইয়া সে মেঘ অপসৃত হইল, মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় তাহার বদন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ও কি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। বালিকা একদৃষ্টে সেই শোভা দেখিতেছিল; এই অবসরে অতি ধীরে বালকের নয়ন আসিয়া সুষমার মুখের উপর পতিত হইল।

সুষমাকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল "সুষমা একদৃষ্টে কি দেখিতেছ?" সুষমা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "চাঁদের সহিত তোমার মুখের তুলনা করিয়া দেখিতেছি।"

প্রমোদ এই কথা শুনিয়া হাসিল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি তুলনা করিতেছ?"

সু। কে বেশি সুন্দর!

প্র। কি দেখিলে?

সু। দেখিলাম চাঁদ অপেক্ষা তোমার মুখ সুন্দর:

প্র। কেন? আমি কি এতই সুন্দর?

সু। আমারত ঐরূপ ধারণা। তোমার কি মনে হয়?

প্র। আমার বিবেচনায় তুমি আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুন্দর।

সুষমা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল "হইতে পারে!"

প্র। হাসিলে যে?

সু। তুমি চাঁদ কি জান?

প্র। না।

সু। শোন, আমি জানি। আমি বাবার মুখে শুনিয়াছি যে চাঁদ পৃথিবীর মত একটী বৃহৎ পদার্থ। উহার নিজের কোন উজ্জলতা নাই। উহার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িলেই দূর হইতে ঐরূপ উজ্জ্বল ও মনোহর দেখায়। সূর্য্যের দিকে কেহ চাহিতে পারে না কিন্তু দেখ, তাহার জ্যোতিতে যে জ্যোতিস্মান তাহার কিরণ কত মধুর কত স্নিগ্ধ। আর সূর্য্য অপেক্ষা লোকে তাহাকে কত ভালবাসে। সেইরূপ আমি তোমার নিকট রহিয়াছি বলিয়াই তোমার চক্ষে তুমি আমাকে তোমাপেক্ষা সহস্র গুণে সুন্দর দেখিতেছ।

প্র। আমি শুনিয়াছি যে যাহাকে ভালবাসে সেই ভালবাসার বস্তু যদি অতি কদর্য্য ও কুৎসিত হয়, তথাপি তাহার চক্ষে অতিশয় সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুষমা! তুমি কি আমায় ভালবাস?

সু। আমি জানি না।

প্র। বল সুষমা আমার শুনিতে বড় সাধ, একবারটী বলিয়া আমার এ তৃষিত হৃদয় শীতল কর।

সুষমা তখন লজ্জাবনত মুখখানি প্রমোদনাথের ক্রোড়ে লুকাইয়া মৃদুস্বরে কহিল "বাসি।" লজ্জায় তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি রক্তিমাভ হইল। প্রমোদনাথের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তখন দুই হস্তদ্বারা বালিকার সেই মনোহর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অতি ধীরে অতি আদরে কপোলে একটী মধুর চুম্বন করিল। এমন সময় সুষমার মাতা ডকিলেন, "সুষমা"! সুষমা "যাই মা" বলিয়া প্রমোদ নাথের নিকট হইতে চলিয়া গেল। প্রমোদ প্রীতিমুগ্ধ হৃদয়ে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## পরিচয়।

মনোহরপুর গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বাস। তাহার মধ্যে মন্মথনাথ রায় একজন অতি সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন। জমিদারি সম্বন্ধে তাহার বিশেস পারদর্শিতা থাকায় তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় প্রচুর অর্থ ও দুই তিনখানি জমিদারি করিয়া ছিলেন। সেইজন্য রায়েদের এখন সংসারিক আয় দেড় লক্ষ টাকা। মন্মথ বাবুর দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা মাত্র। তিনি পীড়িতাবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। মন্মথ বাবু অতি সৎলোক ছিলেন। তাঁহার সহিত

একজন ব্যতিত, গ্রামে কাহারো বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না। যাঁহার সহিত মনান্তর ছিল তিনি আমাদের প্রমোদের বাল্য প্রেমাস্পদ সুষমার পিতা। কিন্তু এ মনান্তরের কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। মন্মথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর নাম কুমুদনাথ, কনিষ্ঠটীর নাম প্রমোদনাথ। দুই সহোদরে অত্যন্ত সদ্ভাব। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে যেরূপ স্নেহ করেন, কনিষ্ঠও দাদার প্রতি সেই-রূপ ভক্তি করেন। জ্যেষ্ঠ কুমুদনাথের বয়ঃক্রম পঞ্চ-বিংশতি, কনিষ্ঠের বয়স সপ্তদশ। মন্মথ বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম সরোজা। দেখিতে বেশ সুশ্রী, বয়স চতুর্দ্দশ। সরোজার খুব সঙ্গতিপন্ন লোকের বাড়ী বিবাহ হইয়াছে। কনিষ্ঠের নাম নিরোজা। নিরোজার বয়স নয় বৎসর। নীরোজার বয়স যখন সাত বৎসর, সেই সময় তাহার পিতার মৃত্যু হয়। নিরোজা পিতৃস্নেহে বঞ্চিতা বলিয়া, উভয় সহোদর তাহাকে যথেষ্ট ভাল-বাসেন। রায়েদের গৃহিনী অত্যন্ত মিষ্টভাষিণী। যাহার সহিত কথা কন সেই গলিয়া যায়। স্বতঃ-নিন্দা-স্বভাবা পরিচারিকা-দের নিকটও তাঁহার সুখ্যাতি ছাড়া অন্য কিছু শোনা যায় না। "আহা যেমন গিন্নি, তেমনি বউ", গ্রাম শুদ্ধ লোকের মুখে এই কথা। বউয়ের সুখ্যাতি তাহাদের মুখে ধরে না। সকলেই একমুখে বলে, "আহা রায়েদের বউ গুণে লক্ষ্মী, রূপে সরস্বতী, অমন বুউ কেউ কখন পাবে না। যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি কথা গুলিও মিষ্টি, হাজার হোক ভাল ঘরের মেয়ে কিনা, সেই জন্যে স্বভাব অত নরম। মন্মথ বাবু কি, না বুঝিয়াই বোসাল দের সঙ্গে কুটুম্বিতে করেছিলেন। মন্মথ বাবু যখন মারা

যান তখন সেই মৃত্যুশয্যায় গৃহিনীর হাতে ধরিয়া বলিয়াছিলেন "দেখ, আমার বড় আদরের বউ তোমরা যেন কেউ অনাদর কোরো না। তা হলে বউমা আমার মনে বড় ব্যথা পাবেন। আমি অনেক সাধ্য সাধনা করে তবে ঘোষাল মশায়ের মেয়ে পেয়েছি, তা যেন স্মরণ থাকে। আরো বলিয়াছিলেন, "আমার মনে বড় আক্ষেপ রইল, প্রমোদের বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেম্ না। তুমি রইলে, ভাল ঘরের মেয়ে এনো। বউটী যেন খুব সুশ্রী হয়: আমার এই অন্তিম সময়ের অনুরোধ, কুটুম্বের সুখ যদি নাও হয় তবুও খুব সুন্দরী মেয়ের চেষ্টা কোরো। কুৎসিৎ মেয়ের সঙ্গে কখন বিয়ে দিও না। আমার শেষ অনুরোধটী রেখ, যেন চাঁদে গ্রহণ লাগাইও না।" গৃহিনী স্বামীর শেষ সময়ের কথা--অন্তিম অনুরোধের কথাগুলি বলিয়া আজিও পর্য্যন্ত অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে পুত্র কন্যা পুত্রবধূর মুখ দেখে কতক শোক সম্বরণ করেন। মন্মথ বাবুর সংসারে যেরূপ সুখ ও সদ্ভাব, তাহা অন্য পরিবারে দুর্লভ।—

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## কামিনীর মুখ।

রাত্রি চারি দণ্ড অতীত হইয়াছে। প্রমোদনাথ একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া সবে একখানি পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় সহসা কে আসিয়া তাঁহার গৃহের দ্বার ঠেলিল। প্রমোদনাথের চিন্তা ভঙ্গ হইল, পুস্তকখানি উন্মুক্তাবস্থায় রহিল, পাঠ করা আর হইল না। সুষমার মুখখানি তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া আকুল করিতেছিল প্রমোদ চকিতভাবে বলিলেন, "কেও, কি চাও?" "কিছুই চাহি না, প্রয়োজন আছে দোর খোলো। স্বর পরিচিত; প্রমোদনাথ দ্বার খুলিলেন। বউ ঠাকুরাণী গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রমোদনাথ বলিলেন, "বউ ঠাক্রুন্ কি মনে কোরে?"

"কিছুই মনে করে না, তবে ভাবচি তুমি এ নির্জ্জনে বোসে কার ধ্যান করছ—সুষমার?" এই বলিয়া বউ ঠাকুরাণী মৃদু হাসিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, দিবানিশি তন্ময় পুরুষের আবার বিবাহ না করার পন! বলিলেন "ছোট্ঠাকুর, সুষমা হউক সুন্দর কিন্তু তদপেক্ষা আরো সুন্দরীর চেষ্টা তোমার দাদাকে করতে বলেছি, কিন্তু ভাই তুমি আগে সম্মত হও বিবাহ করবে?"

প্রমোদনাথ বধূ ঠাকুরাণীর হাসিতে মনে মনে বড় অপ্র-

স্তিভ হইলেন। বলিলেন, "বউ ঠাক্‌রুন্ মিছে কথায় আমার সময় নষ্ট কোরোনা, জানতো সংস্কৃত শিখ্‌ছি। তুমি এখন যাও।"

বউ ঠাকুরাণী কিন্তু নাছোড়, বলিলেন, "ছোট ঠাকুর! খুব সুন্দরী, সুন্দর যাকে বলে। সে মুখ দেখ্‌লে তোমার আর ও অটুট প্রতিজ্ঞা টিক্‌বে না। তোমার দাদাকে বোলে যাতে এ কাজ হয় আমি তার বিশেষ চেষ্টা দেখব। তোমার মুগ্ধ বোধের সূত্রে এ বিষয়ে কি বলে পাত উল্‌টে দেখো। এখন আমি চল্লেম, খুকী কাঁদ্‌চে।" বউ ঠাকুরাণী চলিয়া গেলেন। প্রমোদনাথ দ্বার বন্ধ করিয়া মুগ্ধবোধ সম্মুখে করিয়া বসিলেন। পুস্তকের দিকে চাহিলেন তাহার এক বর্ণও নয়নগোচর হইল না। চক্ষু মুদিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, মুদিত নেত্রের অন্ধকার রাশির মধ্যে, সুষমার মুখখানি সহস্র প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। সে আলোকে সব অন্ধকার অপসারিত হইল। যারা বলে, চাঁদের আলো বড় স্নিগ্ধ, তারা ভুল বলে। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে চাঁদের আলোতে তাপ আছে। কথাটা ঠিক। নতুবা রমণীর মুখচন্দ্র পুরুষের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ করে না কেন? সময়ে সময়ে বরং বড় বেশী রকম তাপ প্রদান করিয়া থাকে। যখন তুমি বিদেশে বান্ধবহীন স্থানে অন্ধকার হৃদয়ে বড় কষ্ট পাইতেছ, একবার তোমার গৃহিণী ঠাকুরাণীর মুখ চন্দ্রমা সে হৃদয়ে উদিত হইয়া সব অন্ধকার দূর করে বটে, কিন্তু উত্তপ্ত হয় নাকি? হৃদয় মধ্যে সকলেই এ তাপ অনুভব করে। কবে দেখিব তাহারে,

এ আকুল বাসনা প্রবল হয়। বসন্ত বৈকালে দলে দলে কামিনীকুল গাত্র ধৌত জন্য পুষ্করিণীতে যায়। পথিক! তুমি সে মুখচন্দ্রমা দেখিয়া, পথশ্রম ভুলিয়া যাও, হৃদয়ে শ্রান্তি অন্ধকার বিদূরিত হয় বটে, কিন্তু তাপ অনুভব নিশ্চয়ই কর নাকি? ঐ যে জানালার ধারে যুবতীর একখানি মুখচন্দ্রমা উদিত হইয়াছে, আইস দেখিয়া যাও, তোমার হৃদয়ের কষ্ট, প্রাণের অন্ধকার দূরে যাইবে, পরন্তু, তাপ অনুভব করিতেই হইবে। আমি, তুমি, রাজা, মহারাজা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলেরই হৃদয়ে কামিনী বদনচন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাপ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে।

প্রমোদনাথ আজ সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকের সহিত তাপ অনুভব করিতেছেন। তাঁহার পুস্তকের দিকে নজর নাই কোন দিকে মন নাই সুধু ধ্যান ধারনা—"সেই একখানি মুখ।"

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### অমরেন্দ্র বাবুর কাহিনী।

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোহরপুরে বহুকাল অবধি বাস। তাঁহার বিষয়পত্র কিছুই ছিল না ও এখনও নাই, কেবল মনোহরপুরে একখানি পৈতৃক ভদ্রাসন আছে।

পরিবারের মধ্যে অন্য কেহ নাই, বাঁড়ুয্যে মহাশয়, তাঁহার স্ত্রী ও একটী মাত্র কন্যা। কন্যা আমাদের প্রমোদনাথের প্রণয়-পাত্রি সুষমা।

সুষমা মাতার বড় আদরের একমাত্র স্নেহের আধার কন্যা। গৃহিনীর অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই। পঁচিশ বৎসর বয়সে একটী কন্যা প্রসব করেন, সেই জন্য বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের স্ত্রী মেয়েটীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। কিন্তু অমরেন্দ্র বাবু বড় রুক্ষ্য মেজাদের লোক। গৃহিনীর অন্তসত্বা জানিতে পারিয়াই, মনে অত্যন্ত ভাবনার উদ্রেক হইয়াছিল, তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ, পুত্র না হইয়া কন্যাই হইবে। অদৃষ্টক্রমে তাহাই হইল। একে কোন ক্রমে উপার্জ্জিত সামান্য অর্থে কষ্টে দিনাতিপাত করেন, তাহার উপর আবার মেয়ে। মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে ভাবিয়া তিনি গৃহিনীকে দেখিলেই একেবারে জ্বলিয়া যাইতেন। সেই জন্য মেয়েটীকে সকল সময়েই যথোচিত তিরস্কার করিতেন। সুষমা, গৃহিনীর বড় আদরের মেয়ে; সুষমার চক্ষে জল দেখিলে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত। তিনি কর্ত্তার, কন্যার প্রতি এই-রূপ অন্যায় ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইতেন।

সুষমা বড় হইতেছে, আর অমরেন্দ্র বাবুর ভাবনা ক্রমেই বাড়িতেছে। তিনি দিবারাত্রি ভাবেন, মেয়েটীর ক্রমেই বয়স হইতেছে কোথায় বিবাহ দিব। আর দুই এক বছরের ভিতর বিবাহ দিতে না পারিলে মান সম্ভ্রম যাইবে, জ্ঞাতিতে ঠেলিবে, তখন মুখ দেখান কঠিন হইবে। অনেক ভাবিয়া অমরেন্দ্র

বাবু গৃহিণীকে ডাকিলেন, "ওগো একবার শুনে যাও"। গৃহিণী ব্যস্ত ত্রস্ত ভাবে আসিলেন বলিলেন, "কি বলিতেছ শীঘ্র বল? আমার অবসর নেই। রায়েদের মেয়ে সরোজা এসেছে, তাই রায়-গিন্নি সুষমাকে নিতে পাল্কি পাঠিয়েছেন, পাল্কি বেহারা দাঁড়াচ্ছে না।"

অ। দেখ অত ব্যস্ত হলে হবে না, আমি যা বল্‌ছি শোন।

গৃ। তা শুনব এখন, আগে সুষমাকে পাঠিয়ে দিয়ে আসি।

অ। না, না, রোজ রোজ অত পাঠাবার আবশ্যক কি? মন্মথ বাবুর সঙ্গে আমার সদ্‌ভাব ছিল না, তাঁদের বাড়ি আমার মেয়েরা যেতে যাবে কেন?

গৃ। তাতে আর হয়েছে কি? তোমার সঙ্গে মনান্তর ছিল, তাই বলে ত আর মুখে ঝগড়া বিবাদ ছিল না! তা গিন্নি কত রাগ করবেন।

অ তা রাগ করেন, করবেন। ঘরের ভাত বেশী করে খাবেন, তাতে আমার কি?

গৃ। ও মা সে কি কথা গো! অনেক দিন তো গেছে, আর কত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হয়েছে, কত গিয়েছি খেয়েছি, তখন তো কিছু বলনি।

অ। তখন বলিনি সে আমার ইচ্ছে। তাই বলে কি তু কোরে ডাকলেই দৌড়ে যাবে।

গৃ। তা আজকের মতন যেতে দাও। তারপর না হয় বলব যে রোজ রোজ অমনি যাবে কেন, কর্ত্তা বলেছেন, নিমন্ত্রণ না হলে যাবে না।

অ। কেন অত ভয় কিসের? বলগে যে একেবারেই যাবে না। আমরা না হয় সামান্য লোকই আছি, তাই বলে তো কারো আটচালায় ঘর করিনি।

গৃ। তা তুমি তো বল্লে। মনে কর মানুষের আপদ বিপদ আছে, ওরা হোলো গ্রামের বর্দ্ধিষ্ট লোক, তুমি তো আর চিরস্থায়ী নও, ওদেরি আশ্রয় আমার নিতে হবে।

অমরেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিয়া রাগে আগুণ হইয়া উঠিলেন। রাগতঃ-স্বরে বলিলেন, "কি বল্লে আমি চিরস্থায়ী নই, আমার মরণ টেঁকে কথা কও। আচ্ছা বড় লোকদের বাড়ীই যাও। তারাই তোমায় খেতে দেবে। মনে কর আমি নেই।" গৃহিনী দুঃক্ষে, ভয়ে একেবারে কেঁদে ফেলিলেন, বলিলেন, আমি কি অমন কথা বল্‌তে পারি; আমার হাতের নোয়া বজায় থাক, তবে বলছিলুম কি মেয়েটা বড় হচ্চে তো, ওর তো একটা বিয়ে দিতে হবে। আর তোমার তো তেমন অবস্থা ভাল নয়, তাই বলি ওদের সঙ্গে হৃদ্যতা থাকলে কিছু উপকার হতে পারে, এমন কি বিয়ের সময় কিছু টাকার দরকার হলে ওরা সাহার্য্যও করতে পারে।

অ। তা আমি বুঝি সব, তাই বলে যে, জাত কুল যাবে সে আমি থাকতে হবে না। তুমি বোঝ না, আমার একটী মেয়ে, আমি কি তাকে ভালবাসিনে, তবে যা বকি, তা ভালর জন্যই। তাতো আসলে বোঝ না। ঐ রায়েদের ছোট ছেলেটা, সুষমাকে যখন তখন একটা বাগানে, একলা ডেকে নিয়ে যায়। এর পর যদি বেশী আলাপ জমায় তখন দুজনেই

মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী কে? পাঠকগণ ও পাঠিকাবৃন্দ আমার দোষ গুণ ধরিবেন না। আমি কবির ন্যায়, কল্পনা চক্ষে রূপ বর্ণনা করিতে বসি নাই, ও জানি না। তবে প্রকৃত যে যেমন দেখতে তাহাই বলিতে হইবে ও বলিব। কে সুশ্রী না কে কুৎসিত তাহা আপনারা বিচার করুণ, সে ভার আপনাদের উপর ন্যস্ত করিলাম। অধীন লেখকের অপরাধ লইবেন না। ভাল মন্দ যাহা হউক, নিজেদের মহত্বগুণে, সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

বৌঠাকুরাণীর চেহারা খানিকে স্বভাবৎ সুশ্রী বলা যায়। কারণ যে সৌষ্টবগুলি দেহে থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার সকল গুলিই বিদ্যমান। তাঁহার রং ফরসা, গঠন মাঝারি, চুলগুলি চিক্কণ, চুলের মাঝখানে একটা সরু সাদা সিঁতে। মখ খানির মধ্যে কোন খুঁত বাহির করা যায় না। চক্ষু দুটী ডাগর ডাগর, ভাসা ভাসা, চক্ষে চাহনিও খুব সরল। ভ্রূদুটী জোড়া নয় তথাপি চক্ষুর উপরিভাগে আধবাঙ্কমভাবে অবস্থিত। নাসিকা বাঁশির ন্যায় না হইলেও অনিন্দনীয়। ঠোট দুখানি নরুণদাকাটা পানের রং এ লাল, তাহার মধ্য সরু সরু দন্তশ্রেণী। সর্ব্বদাতে হাসি লাগিয়াই আছে। বউয়ের গায়ে বেশী গহনা নাই সুধু এয়োস্ত্রীর এয়োত বজায় থাকিবার জন্য একগাছি হাতে নোয়া ও দুইগাছি পালিসবালা। পরণে একখানি কালাপেড়ে শাড়ি, তাহাতেই তাঁর রূপ ফুটিয়া পড়িতেছে উনি বেশী সাজ গোজ প্রিয়ও নন। অলঙ্কার বিহীনা হইলেও একখানি শুভ্র কালাপাড় শাড়িতেই তাঁহার প্রকৃতি সুলভ রূপ উচ্ছলিয়া পড়িতেছে।

সরোজা কবি কল্পিত দেবী প্রতিমা না হইলেও মন্দ নহে। কপালে কুঞ্চিত কেশরাশি. মুরগীর ঝোঁটনের মত গুচ্ছ গুচ্ছভাবে পড়িয়া মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। একেই কোঁকড়া কোঁকড়া কেশের রাশি, তাহাতে আবার সুমুখের কেশ গুলিন পেনসীট করা। ভ্রূদুটি স্বতন্ত্র ও সরু। চক্ষু দুইটী ডাগর ডাগর। কথা গুলি মিষ্টি, হাসিটি বড় মধুর। নাকটী বেশ টিকোলো। কপালটী মাঝারি; নাতি ক্ষুদ্র বা নাতি দীর্ঘ। তথাপি সরোজা তাহার কপাল খানিকে বড় মনে করে, সেইজন্য কপালের উপর চুল গুলি পেনসীট করিয়াছে। সরোজার গঠনটী মেয়েলী মেয়েলী। যাহা যেখানে থাকা আবশ্যক, বিধাতা যেন সেই সমস্ত গুলিই দিয়াছেন।

সরোজার বড় লোকের বাড়ি বিবাহ হইয়াছে। গহনা না পরিলে নয় তাই পরে কিন্তু গহনাতে ততো অনুরাগ নাই। সরোজা বলিত "গহনা পরে আমার রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। কি করবো উপায় নেই, কেবল শাশুড়ির অনুরোধে পরিয়াছি।"

সরোজার হাতে তিরকাটা চুড়ি, পায়ে চারগাছি হীরে কাটা মল। গলায় একছড়া গাডচেন, কানে একজোড়া তারা প্যাটনের দুল। গায়ে একটী সেমীজ। পরণে একখানি শান্তিপুরের গানপেড়ে শাড়ি। ইহাতেই লাবণ্যের অভাব ছিল না।

সরোজার গীত বাদ্যে খুব পারদর্শিতা ছিল। যে গান যখন শুনিত তাহাই সহজে শিখিয়া ফেলিত। নিরজা নয় বৎসরের বালিকা। তাহার রূপের কথা অধিক বলা বাহুল্য।

নিরজা খুব সুন্দর। চলিত কথায়, যাকে "টুক্ টুকে মেয়ে" বলে। মুখ চোখ ততো নিখুঁত না হইলেও শুধু একমাত্র রংয়ের জেল্লা বা চটক এত যে তাহাকে সাধারণতঃ সুন্দরী ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। নিরজা স্বভাবতই হাস্য প্রিয়। নবম বর্ষে এত স্মরণশক্তি যে ইহার মধ্যেই ছয় সাতখানি ইংরাজি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছে। মুখে কথা আটকায় না, খুব দ্রুত যেন "খই ফোটার" মতন। অধিকাংশ বাঙ্গলা নাটক, নভেল, ইত্যাদি পড়িয়া তাহার অর্থ বুঝিত। কখন কখন আপনার মনে গান গাহিয়া গাহিয়া বেড়াইত; কিন্তু বৌ ঠাকুরাণী গাহিতে বলিলে আর গাহিতে চাহিত না, ছুটিয়া দূরে পলাইয়া যাইত।

এইবার সুষমা। সুষমার রূপ অতুলনীয়। তবে সাধ্য-মত বলিতে চেষ্টা পাইব। সুষমাকে দেখিলে মনে হয় মানুষ নয় "যেন কোনো গগনের তারা" দৈবাত ভূতলে খসিয়া পড়িয়াছে। মুখখানি প্রশান্ত, অথচ মৃদু হাস্যময়ী। যেমন সুন্দর ছোট গঠন, তেমনি সূক্ষ্ম নাসিকা। ভ্রূদুটি টানা টানা কিন্তু জোড়া নয়। ভ্রমর কৃষ্ণ গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের রাশি, ক্ষুদ্র পৃষ্ট দেশের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। আ মরি মরি কি রূপ রে। কেশগুলি যেমন চিক্কণ, তেমনি নরম যেন কালো রেশমের গোছা কে খুলিয়া দিয়াছে। বরষার ফুটন্ত গোলাপের মতন দুইখানি গণ্ডস্থল লজ্জায় সর্ব্বদাই রক্তিমাভ। চক্ষু দুটি পটল চেরা, যেন বড় পটল একটী চিরিয়া দুইফালা করিয়াছে। সজল কৃষ্ণতার যুক্ত নয়নের কি চাহনির ভঙ্গিমা। মনে হয় রূপের বালাই লইয়া মরি। মুখখানি এত সুন্দর যে এমন কি

কাঁদিলেও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। হেমন্তের শিশির সিক্ত কুসুমের ন্যায় প্রতিভাত হয়। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর। চলন অত্যন্ত ধীর ও মৃদু। মুখখানি এমনি সরলতা মাখানো যে, ভাল বাসিতে বাসনা করে না এমন লোক অতি বিরল। প্রমোদনাথ যুবক! তাহাকে দেখিয়া যে মুগ্ধ হইবেন বা ভাল বাসিবেন তাহার আর বিচিত্র কি? এমন নয়নানন্দকারিণী শ্রী বিধাতা খুব অল্পই গড়িয়া থাকেন। যাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন সেই মানবই এইরূপ স্ত্রী রত্ন লাভ করেন।

সুসঙ্গিনী তিন বৎসরের বালিকা, বউ ঠাকুরাণীর একমাত্র কন্যা, তাহার রূপের কথা লেখা বাহুল্য। শিশু সুলভ সৌন্দর্য্যের অভাব তাহার কিছুমাত্র ছিল না। তাহার হাসিতে সুধা ঝরিত, কাঁদিলে মুক্তা পড়িত। সুসঙ্গিনীর কচি মুখের আধো আধো কথায় ব্যথিতের হৃদয়ও শীতল করে। সেরূপ অবর্ণনীয়।

আর বিনোদিনীর রূপ বসন্তানীল। যেমন কষ্টি পাথরের মতন রং তেমনি নাসিকাটী খেঁদা। ভ্রূদুইটী জোড়া হইলেও অত্যন্ত চওড়া। চক্ষু দুটি খুব বড় বড় কিন্তু ভাঁটার মত গোল। পরন্তু নাসিকার জন্যই সব চাইতে বেশী কদর্য্য দেখায়। গায়ের বর্ণে ও মাথার কেশে যেন মিশিয়া গিয়াছে। দেখিতে অতিশয় কৃশ, ও অত্যন্ত লম্বা, যেন বুস কাট বলিয়া ভ্রম হয়। রূপতো এই, ইহাতেই বিনোদিনীর গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না, কেননা তিনি রোগা, তাঁর চোখ বড় বড়। বিনোদিনীর চাহনি অসরল ও বেশ্যা সুলভ। কিশোরি, মন্মথ বাবুর বাড়ির বৃদ্ধা পরিচারিকার কন্যা। তাহার রূপ

যৌবন আছে। সে বিনোদিনী অপেক্ষা ফরসা। তাহার মুখের নিকট কেহ তিষ্টিতে পারে না। তাহার রঙ্গ রসে রায়েদের বাড়ি মাতাইয়া তুলিত।"

বিনোদিনীর পিতার নাম হরিচরণ দত্ত। মনোহর পুরেই বাস। মন্মথ বাবুর সাহায্যে একখানি একতলা বাড়ি করিয়াছিল। তাহার এক অংশে বিনোদিণী ও তাহার পিতা মাতা বাস করিত। অপর অংশে খান দুই তিন ঘর অন্য লোককে ভাড়া দিয়া সেই টাকায় সংসার চালাইত। বিনোদিনীর ভাই বোন আর কেহই ছিল না। সেই পিতা মাতার একমাত্র কন্যা। বিনোদিণীর স্বামী হরমোহন, বিনোদিনীর ভরণ পোষণের ভার লইতে পারেনি বলিয়া, বিনোদিনীর মাতা জামাতাকে সদা সর্ব্বদাই গালি দিত।

হরমোহন যাত্রার দলে কাজ করিত। সময়ে সময়ে দলের লোক অভাবে "সীতার বনবাস" নামক পালায় বাঁদর সাজিত। সেই জন্য বিনোদিনীর স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। বিনোদিনীর ছোঠ বেলা হইতেই সরোজার সঙ্গে খুব ভাব, সেইজন্য সরোজা শ্বশুরবাড়ী থেকে আসিলেই বিনোদিনীকে ডাকিয়া পাঠাইত। আজ আসিয়াই বিনোদিনীকে ডাকিবার জন্য সরোজা লোক পাঠাইল, লোক যাইবা মাত্র, বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ হাটিয়া আসিল। বিনোদিনীদের বাড়ী ও মন্মথ বাবুর বাড়ি চার পাঁচ খানি মাত্র বাড়ীর ব্যবধান, সেই জন্য বিনোদিনী প্রায় সর্ব্বদাই যাওয়া আনা করিত। বিনোদিনী সরোজার মাকে মাসিমা বলিত। কিন্তু সরোজা বিনোদিনীর মাকে কিছুই বলিয়া সম্বোধন করিত না। সরোজা

বিনোদিনীর সহিত জুঁইফুল পাতাইয়াছিল, সেই জন্য কেহই কাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিত না। বউঠাকুরাণীর গৃহেই এই সুন্দরীদের মেলা হইয়াছে।* আমার সাধ্যমত ও যতদূর সম্ভব বলিলাম। রসিকা পাঠিকা ও সুরসিক পাঠক এইবার বিচার করুন ও বলুন, কে কিরূপ সুন্দরী! একজনের সম্বন্ধে আমি আপনাদের বিনা আদেশে ও মতের অপেক্ষা না করিয়া একটী কথা বলিব কেহ রাগ করিবেন না। ইন্দ্রের নন্দন-কাননে একটী ফুল আছে সেটীর নাম পারিজাত। আমার বোধ হয় সেই ফুলটী স্বর্গ হইতে খসিয়া পড়িয়া অমরেন্দ্র বাবুর গৃহে সুষমা নামে পরিচিত হইয়াছে। বলুন, এমন অনুমান অন্যায় হইল কি? "সুষমা! সুষমা! স্বর্গফুল সমা, সোণার প্রতিমা খানি"! সরোজা বৌঠাকুরাণীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "বউ-ঠাকুরুণ মা বল্‌ছিলেন, ছোটদা নাকি রাত্রি দিন কি ভাবেন, ভালকোরে খান্ না, চেহারা এত খারাপ হয়েছে যে তাঁর দিকে চাইলে কষ্ট হয়।

বৌঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন, তা ভাই আমি অনেক দিন জানি, ছোটঠাকুরের চেহারাও দেখেছি, কি করবে বল? আমাদের তো আর হাত নেই, তোমার ছোটদাদার ধনুক-ভাঙ্গা পন, তিনি বিয়ে করবেন না।

সরোজা। মা বলেন আমার সোণার চাঁদের মতন ছেলে জানি না কি ভেবে ভেবে এত কালী বর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

বউ। আমি তো ভাই তোমার দাদাকে বলেছি একটী সুন্দর মেয়ের চেষ্টা দেখতে, তা তিনি বলেন, "মেয়ে দেখে কি হবে, প্রমোদ বিয়ে করতে নারাজ; সে আগে রাজি হোক্

তবে চেষ্টা দেখা যাবে। ' এমন সময় বৌঠাকুরাণীর তিন বৎ-সরের মেয়ে সুসঙ্গিনী আধ আধ কথায় বলিল, "মা তোল অত কথায় কাদ কি। কাকাল ছঙ্গে ছোতো পিতিমার বিয়ে হোক না, আমাল ছোতো পিতিমা তো বেত সুন্দল মেয়ে। কাকাল কেন পতন্দ হবে না।" এই কথা শুনিয়া, ঘর সুদ্ধ সকলে হাসিয়া উঠিলেন। নিরজা সুসঙ্গিনীর গোলাপি গণ্ড টিপিয়া ধরিল, এবং বলিল, "দুষ্টু মেয়ে ছি। ও কথা কি বলতে আছে"!

সুসঙ্গিনী বলিল "তুই আমায় মাল্‌বি কেন"?

সরোজা বলিল, "ছি! নিরজা, ভাইঝিকে কি অমন কোরে গাল টিপে দেয়; দেখ দেখি ওর কচি গাল লাল হয়ে উঠল যে"। নিরজা বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া ঘর হইতে দৌড়িয়া চলিয়া গেল। বউ ঠাকুরাণী এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এইবার বলিলেন, "ঠাকুরঝি তুমি ভাই একটি গান গাও, অনেক দিন তোমার গান শুনি নি, আর বিনোদিনী তুমিও ভাই একটী গাও।

সরোজা। আচ্ছা তা গাচ্ছি কিন্তু ভাই তোমারও গাইতে হবে।

সরোজা এইবার গাহিতে লাগিল।

"মিলনের যে কত সুখ সে জানিবে কেমনে।
যে জন না জ্বলিয়াছে বিচ্ছেদেরি জ্বলনে॥"

গান শেষ না হইতে হইতেই বিনোদিনী বলিল, আহা জুঁইয়ের আমার বড় বিরহ হয়েছে, তাই ঐ গান ছাড়া অন্য গান খুঁজে পেলেন না। গানে বাধা পাইয়া সরোজা অপ্রতিভ

হইয়া কহিল, যাও ভাই তোমরা অমন কোরে হাঁসবে জানলে আমি গাইতাম না।

বৌঠাকুরাণী বলিলেন, না ভাই আর হাসবো না। আমার মাথা খাও এবার একটি গাও, আর কেউ কিছু বল্‌বে না। বিনোদিনী তুমি ভাই ভারি মজার লোক; নিজেও গাইবে না আর কাউকেও গাইতে দেবে না। তুমিই না হয় গাও।

বিনোদিনী। আচ্ছা তা নয় গাইব, তাই বোলে সত্য কথা বল্‌ব তা ভয় কি?

বউ। আচ্ছা তুমিই গাও, ঠাকুরঝি গাইবে না। তোমার এইবার প্রেমের পালাটা গাও শুনি।

বিনোদিনী আর বাঙনিস্পত্তি না করিয়া গাহিল ;—

"আমার মন মজিল সখিরে,
ঐ কালার পিরীতে।
কালার পিরীতে সখি কালার পিরীতে।
মনে করি ভুলে থাকি,
ভোলা নাহি যায় সখী,
যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে।"

বিনোদিনীর গান সমাপ্ত হইলে, বৌ ঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন, "বিনোদিণী তোমার মন কোন কালার পিরীতে মজেছে ভাই?

বিনো। "যাহার পিরীতেই আমার মন মজুক না তাতে তোমার কি?"

এতক্ষণ সুষমা একধারে চোরের মতন চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এইবার সুবিধা পাইয়া কথা কহিল।

বলিল, সরোজ! তোমাতে বিনোদিনীতে একটী গান গাওনা ভাই ?

সরোজা কহিল, আচ্ছা তা যেন গাইব, কিন্তু ভাই তোমার মনটী এখন কোনখানে রেখে এসেছ বল দেখি ?

সুষমা। মন আবার কোথায় রেখে আসব! এই খানেই ত নিয়ে বোসে আছি।

এমন সময় হঠাৎ সেই ঘরের সম্মুখ দিয়া প্রমোদনাথ নিজের গৃহে যাইতে ছিলেন। বৌ ঠাকুরাণী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ছোট্ ঠাকুর একবার শুনে যাও।"

প্রমোদনাথ দ্বারের নিকট আসিয়া, বলিলেন, "বৌ ঠাক্‌রুণ! আমায় ডাক্‌ছো কেন" ?

বউ হাসিয়া বলিলেন, "একবার এই ঘরের ভেতর এস না! শুণে যাও একটা কথা আছে''।

এই অবসরে প্রমোদনাথ সুষমাকে দেখিতে ছিলেন, বউ ঠাকুরাণীর হাসিতে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, কথা কহিতে গিয়া কেমন গলার আওয়াজ লজ্জা জড়িত হইয়া এড়াইয়া গেল, বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "অ্যা কি বলবে বল না" !

বউ। তোমার চোখের দৃষ্টি আগে কোন দিকে বল দেখি ?

প্র। "বেশ! তুমি আমায় নিয়ে রঙ্গ করবে বোলে ডাকলে বুঝি ? তা জানলে আমি আসতেম না।"

প্রমোদনাথকে দেখিয়া, লজ্জায় সুষমার মুখ রক্তবর্ণ হইল, সে জড়সড় হইয়া অন্যদিকপানে চাহিয়া রহিল। প্রমোদ-

নাথ আর সে স্থানে দাড়াইলেন না। মনে মনে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন—

"চঞ্চল অঞ্চল খানি লাজে বুকে টানিছে। সলাজ নয়ন দুটী মোর বুকে হানিছে।"

সরোজা হাসিয়া বলিল, বৌঠাকরুণ, আজ বড় মজা হয়ে গেল। এই সময় দাসি আসিয়া কহিল "সুষমা দিদি তোমার পাল্কি এসেছে।"

সুষমা লজ্জার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত এস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলের পানে চাহিয়া কহিল, আজ আসি তবে!

সকলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সুষমা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তোমরা হাস্‌ছ কেন ভাই?

বিনো। "সুষমা ভাগ্যি তোমার এই সময় পাল্কি এলো, নইলে আজ তুমি মাটি হয়ে গিছ্‌লে আর কি!

সরোজা। তুমি যে আমাদের গান শুনতে চাইলে শুন্‌বেনা।

সুষমা। আর একদিন তখন শুন্‌বো, আজ ভাই আসি।

সরোজা ও বিনোদিনী বাক্যব্যয় না করিয়াই হাসিতে হাসিতে গাহিল।

"কাঁদায়ে আমারে যেও না।
তুমি গেলে প্রাণ রবে না।
ভাল বাস না বাস সুখে থেকো,
এস না এস মনে রেখো,
পারো যদি ভুলে থেকো,
আমি তো ভুল্‌তে পার্‌বো না।

হৃদয়ে রেখেছি মূরতি লিখি,
বাসনা হইলে চেয়ে দেখি,
দেখেও তোরে যে সুখে থাকি,
সে সাধে বাধ সেধ না ॥"

গান শুনিতে শুনিতে সুষমা পাল্কিতে গিয়া উঠিল ॥

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### দম্পতি যুগল।

প্রাগুক্ত ঘটনার সাত আট দিন পরে রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় দম্পতি যুগলে কথা হইতেছে।

দম্পতি কুমুদনাথ ও কুমুদনাথের স্ত্রী, আমাদের পরিচিতা বউ ঠাকুরাণী।

বউ ঠাকুরাণী বলিলেন, "সে মেয়ে সুন্দরী হোক্ আর যাই হোক্ ছোট্ ঠাকুর কিন্তু বিয়ে কর্‌বেন না।

কুমুদ। আমার অদৃষ্ট! লেখা পড়া শেখালুম, অর্থও যথেষ্ট আছে, নিরোগ শরীর, অথচ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও এমন কোন যে একটা মতাদি ধরে সন্ন্যাসীর মতন ভাব, তাওতো দেখ্‌তে পাই না, তবে বিয়েতে যে এত অমত কিসে তাতো বুঝি না।

বউ। তুমি বোঝ না কিন্তু আমি সব বুঝেছি।

কুমুদ। এ জগতে বুঝ্‌তে যে তোমার প্রায় কিছুই বাকি থাকে না, কি বুঝেছ বল দেখি?

বউ। বুঝেছি ছোট্ ঠাকুর বিয়ে কর্‌বে না।

কুমুদ। বাহবা! এত বুদ্ধি গা? এতদূর পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পেরেছ, ছোট্ ঠাকুর বিয়ে কর্‌বে না—বটে!

বউ ঠাকুরাণী হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—কেন কর্‌বে না তাও জানি।

কুমুদনাথও মৃদু হাসিলেন,বলিলেন—ঐ রকম জান তো?

বউ। না! অমরেন্দ্র বাবুর মেয়ে নইলে, ছোট্ ঠাকুর বিয়ে কর্‌বে না।

কুমুদ। তোমার সঙ্গে কথা কহাই বিষম বিপদ। কেন? অমরেন্দ্র বাবুর মেয়ের কি চার হাত?

বউ। বুদ্ধি আমার চেয়ে যে তোমার বড় বেশী তা মনে ভেবনা। মেয়ে মানুষের চার হাত হলে কি পুরুষে বড় পছন্দ করে নাকি?

কুমুদ। তবে অমরেন্দ্র বাবুর মেয়ে বলে কি তার বিশেষ কোন গুণ আছে?

তদুত্তরে বউ ঠাকুরাণী মৃদু হাসিয়া, আকর্ণ বিশ্রান্ত ডাগর চোখের এক কটাক্ষ করিয়া কুমুদনাথের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া বলিলেন—

এতেই আমার বুদ্ধি নেই বল. আর নিজের বড় বুদ্ধি আছে বোলে অহঙ্কার কর! অমরেন্দ্র বাবুর মেয়ের গুণ নেই?

কুমুদনাথ বলিলেন,—হার মান্‌লুম। বল অমরেন্দ্র

বাবুর মেয়ের এমন কি গুণ আছে যাহা অন্য কারোও মেয়ের নেই।

বউ। স্বীকার কর যে তুমি বোকা, আর আমি বুদ্ধিমতী।

কুমুদ। ভালো তাহাই করলুম। পরে মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তা তুমি কেমন কোরে এ সব জানতে পারলে ?

তখন বধু ঠাকুরাণী আদ্যপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া কুমুদনাথ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "এ কাজ যে হবে এমন তো আশা করা যায় না। অমরেন্দ্র বাবু সে প্রকৃতির লোক নহেন। যদি শিক্ষিত হতেন, তবে মেয়ের সুখের জন্যে সব করতে পারতেন, কিন্তু তা হবার নয়।

বউ। আমার মাথার দিব্য। তোমার পায়ে পড়ি যাতে এ কাজ হয় তা তোমার করতেই হবে। ছোট বেলা থেকে ওদের দুজনে ভাব, যদি দুজনে দুজনকে না পায় তবে হয় ত একটা মহা বিপদ হবে। মেয়েটী দিব্যি সুশ্রী, আর ছোট্ ঠাকুরোও ঐ মেয়ে না পাবার ভয়ে বিয়ে করতে চায় না। ওকে পেলে সব দিক বজায় হবে। যেমন ছিল তেমনি হবে। তুমি যেমন কোরে হোক দুহাত এক কোরে দিতেই চাও, নইলে আমি তোমার বুদ্ধির দৌড় বুঝে নেবো।"

কুমুদনাথ একটু মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন—সাধ্য মত চেষ্টা কোরে দেখব। পরে উভয়ে অন্যান্য কথা বার্তার পর নিদ্রিত হইলেন॥

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## চপলা বালিকা।

একটী গৃহে বসিয়া একটী চপলা ও একটী বালিকা পদ্য বলিতেছিল। একটী বলিতেছে অপরটী শিখিতেছে। যে বলিতেছে সে আমাদের কুমুদ বাবুর কনিষ্ঠ সহোদরা নিরজা। যে শিখিতেছে সে কুমুদ বাবুর একমাত্র স্নেহাধার, নয়ন পুত্তলি কন্যা সুসঙ্গিনী।

নিরজা, মাসিক পত্র "সখা" পড়িয়াছিল। তাহাতে একটী দুরাকাঙ্ক্ষ ব্রাহ্মণের গল্প ছিল, তাহা হইতে এই ছোট পদ্যটী নিরজা শিখিয়াছিল। আজ তাহার বড় আদরের বড় দাদার মেয়ে—শিশু ভাইঝি--সুসঙ্গিনীকে সেই কবিতাটী শিখাইতেছিল। আর সুসঙ্গিনী আধ আধ কথায় তাহাই শিখিতেছিল। কতক বলিতেছে, কতক বা অস্ফুট স্বর কচি মুখের মধ্যেই মিলাইয়া যাইতেছে। বালিকা স্বভাব সুলভ মধুর ভাষা বড় মিষ্ট, বড় হৃদয় আনন্দকারি; যে শুনে সে মুগ্ধ হয়। এমন প্রাণারাম স্বরলহরী বুঝি অপ্সরার বীণাধ্বনিতে নাই— যাহা এই মরজগতে বিধাতা শিশুর মুখে, অস্পষ্ট, অস্ফুট মৃদু বাক্য দিয়া মানবকে মুগ্ধ করিয়াছেন। মনে হয়, শতকান হইয়া শুনি, শত সহস্রবার শুনি, তবু বুঝি সাধ মিটে না। যে সংসারে শিশু অনাদরে ও অযত্নে পালিত হয়, সে সংসার সংসার নহে, পশুত্বের—অস্নেহের—নিষ্ঠুরতার লীলাভূমি।

নি। "শিমুল গাছে সোণার পাখি"।

সু। "ছিমুল গাতে থোনার পাকি"।

নি। "মাথায় হীরের ফুল"।

সু। "মাতায় হিলেল ফু"।

নি। "আমার সনে কও না কথা"।

সু। "আমাল ছনে কনা কতা"।

নি। "হোয়ে অনুকুল"।

সু। "হোয়ে অনুকু"।

নি। "নীল আকাশে গেয়ে গেয়ে"।

সু। "নীল আকাতে দেয়ে দেয়ে"।

নি। "ঘুরে বন ভুমি"।

সু। "ঘুলে বন ভুনি"।

নি। "কাতর হয়ে এই এনেছি"।

সু। "কাতল হয়ে এই এতেতি"।

নি। "কে ডাকো গো তুমি"।

সু। "কে দাকো গো তুনি"।

নিরজা হাসিতেছিল, সুসঙ্গিনী তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "ছোত পিতিমা, আমি এই ছলাটী বাবাল কাতে বোবো, বাবা ছুলে কত আদল কলবে, পয়তা দেবে"।

নিরজা। দেখ্ ভাই! তোর মা বলে যে তোর শশুরের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে। আমি তোর শাশুড়ি হব।

সুসঙ্গিনী কিয়ৎক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া নিরজার মুখের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল কি উত্তর দিবে, যখন কিছুই

ভাবিয়া পাইল না তখন বহুকষ্টে বাল্যস্বভাব সুলভ বুদ্ধিতে প্রশ্ন করিল, ছাছুলি কি ভাই ?

নিরজা। তোর যে ভাই বর হবে, তার একটা বাপ থাকবে। তার মাগটা মরে যাবে, আর তোর মা, তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে। দেখ দিকি ভাই, আমি কি বুড়ি যে তোর শাশুড়ি হব! আমার এমনি রাগ হয়, মনে হয় তোর মাটা মরে যায় তো বেশ হয়, তা হোলে আর আমার তোর শশুরের সঙ্গে কে বিয়ে দেবে।

সুসঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদ কাঁদ স্বরে ধরা ধরা গলায় বলিল, আমাল মা মল্‌বে কেন বাই ? তুই আমাল ছাছুলি হনা তা হলে তো আমাল মা মলবে না।

এমন সময় বউ ঠাকুরাণী ও সরোজা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরোজা সুসঙ্গিনীকে কাছে টানিয়া মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, সুসো তোরা এখানে দুজনে কি করছিলি ? তোকে বুঝি নিরজা মেরেছে ?

সুসঙ্গিনী সরোজার আদরে আরো কাঁদিয়া ফেলিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, না আমায় মালবে কেন, ও বোলতে ও আমার ছাছুলি হবে না। আমাল মা ওকে ছাছুলি হোতে বলে বোলে, আমাল মাকে ও মল্‌তে বলতে।

সরোজা। তুই কাঁদছিলি কেন মা ?

সু। ওল বিয়ে দিদে আমাল মা দদি মলে দায়।

এই কথায় বৌ ঠাকুরাণী হাসিলেন। সরোজার দিকে চাহিয়া সুসঙ্গিনীকে বলিলেন "তা তোর পিসি মা বেশ তে,

বলেছে, আমি মলে, তোর আবার টুক্‌টুকে মা হবে তোর বাবার আবার রাঙ্গা টুক্‌টুকে মাগ হবে। আমি মরলুমই বা!

সরোজা বৌ ঠাকুরাণীর গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, কেন ওর বাপের কালো মাগ আছে কিনা, তাই তার চেয়ে সুন্দরী মাগ হবে। এই বলিয়া উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া হাসিলেন। সুসঙ্গিনী যে ছড়াটি ছোটপিশিমার কাছে শিখিয়েছিল, তাহাই আবার পুনরাবৃত্তি করিয়া সরোজা ও তাহার মাতাকে শুনাইতে লাগিল। বউঠাকুরাণী, মেয়ের মুখে পদ্যটী শুনিয়া সুসঙ্গিনীকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে, সস্নেহে কন্যার গোলাপি গণ্ডে বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### নির্জ্জনে।

প্রমোদ নাথ একটী সুসজ্জিত গৃহে বসিয়া, আনমনে কি ভাবিতেছিলেন। আর নীলিমার পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন, ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের সঙ্গে চন্দ্রমা কেমন লুকাচুরি খেলিতেছেন। নিজের হৃদয়ের সঙ্গে সেই সুদূর গগনবিহারী সুধাকরের তুলনা করিয়া দেখিতেছিলেন—তুলনায় সমালোচনা করা যায় কি না! দেখিলেন, মানুষের মন যেমন

চঞ্চল, পলে পলে ভিন্নভাব ধারণ করে.; তেমনি নীল নীলিমা-পটে চাঁদের ও মেঘের সঙ্গে লুকাচুরি খেলা। এই অপ্রকাশ—এই প্রকাশ! সরিয়া সরিয়া যাওয়া, আবার প্রকাশ হইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া মেঘের কোলে থাকিয়া থাকিয়া মুখবাহির করা। আবার মুচকি মুচকি হাসি; আবার মেঘের কোলে ঢলিয়া পড়া। মধুরতা বড় স্নিগ্ধ, বড় তিব্র। যে সুখি তাহার কাছে এ ভাব বড় মধুর বড় স্নিগ্ধ; কিন্তু বিরহীর নিকট এভাব এসৌন্দর্য্য প্রাণান্তকারি। গৃহখানি বৈটকখানা। গৃহটী বিবিধ সরঞ্জাম সজ্জিত। মেঘের সহিত চাঁদের খেলা আর দেখিতে ভাল লাগিল না। প্রমোদ উদাস ভাবে চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া. গৃহের দেয়ালে বিলম্বিত অয়েলপেণ্টের দিকে চাহিয়া. যেন কাহাকে দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। যথার্থই গৃহসজ্জার পরিপাট্য আছে। গৃহখানি নয়নানন্দকারি আসবাবে সাজান।

গৃহের দেয়ালে বড় বড় অয়েলপেণ্ট; মাঝখানে একটী গ্যাসের ঝাড় ঝুলিতেছে। মেজে ঢালা ফরাস। চারিধারে তাকিয়া; এক পার্শ্বে একটী টেবিল হারমোনিয়ম. তদ নিকটে এক খানি চেয়ার। সেই চেয়ারের উপরেই প্রমোদ নাথ বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছিলেন! গৃহের অপর পার্শ্বে একটি রাইটিং টেবিল; সম্মুখে একখানি বেতের চেয়ার। সামনে টেবিলের উপর একখানি "ফরগেট-মি-নট" কাগজ, তাহারই নিকটে একটী শুভ্র কাঁচের দোয়াত ও একটি আইভরির কলম অবস্থিত।

প্রমোদ ভাবিতে ভাবিতে ( স্বগত বলিলেন ) কি করব অদৃষ্টের গতিরোধ করা যায় না, তা'বলে সর্ব্বক্ষণ যে নিশ্চেষ্ট হোয়ে বসে থাকা বড় কষ্টকর; তার চেয়ে একটা কবিতা লিখি। প্রমোদনাথের হৃদয় শৈশবকাল হইতে কিছু প্রেম প্রবল। গীত বাদ্যে, সাহিত্য-চর্চ্চায়, কবিতা লেখায় খুব অল্প দিনের মধ্যেই পারদর্শি হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই জন্য সময়ে সময়ে বেশির ভাগ কবিতাই রচনা করিতেন ও নিজের কবিতা পাঠ করিয়া, নিজেই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন। "কিন্তু কি লিখি?" তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; অনেকক্ষণ ভাবিবার পর সম্মুখস্থ কাগজখানি নিজের কোলের উপর রাখিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

"হতাশ পরাণে, কাঁদিয়া যে জন,
বহিছে জীবন ভার,
অমৃতের খনি, উপরে গরল,
হরিষে বিষাদ তার।
যতনে যতনে, লইতে রতনে,
কার না বাসনা মনে,
তবুও কণ্টক, নেহারি মৃণালে,
যায় না কমল বনে।
নহে কে কোথায়, কাঁদিয়া ভ্রমিত,
সাধের সংসারে র'য়ে,
দুখভরা ধরা, কেবা তা জানিত,
যতন যাতনা সয়ে।

স্বরগের হাসি, প্রেয়াসি সদাই,
আশায় নাচায় প্রাণ,
সে হাসি দেখিলে, কিছু নাহি চাই,
ছুরে যায় অভিমান।
প্রণয় রতনে, অতি সযতনে,
রেখেছিনু হৃদি মাঝে,
কে জানে এমন, হইবে কেমন,
সাজাইবে কিবা সাজে।"

কবিতা লেখা সমাপ্ত হইল। আবার ভাবিতে লাগিলেম, "সুষমাকে কি বলিয়া লিখি? তাহার সহিত তো আমার কোন সম্পর্ক নাই। আবার ভাবিলেন, নিজের প্রাণের জিনিষকে কি বলিয়া লিখিতে হয় তাহা আবার ভাবিতেছি! ছি! ছি! আমি কি মূর্খ, আমি কি অবুঝ! এখনো ভাবিতেছি—যাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি তাহাকে কি বলিয়া লিখিব? তা' আবার মনকে জিজ্ঞাসা করতে হোল? যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখি। হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া সুষমাকে দেখাই যে, আমার হৃদয়ের মধ্যে তাহার জন্য কি হইয়াছে।

সাবধান! প্রমোদনাথ সাবধান হও! আর সুষমার প্রণয়ে অগ্রসর হইও না। তাহার প্রাণে গরল ঢালিও না। অনেক প্রণয় দেখিয়াছি, অনেক প্রেমিক দেখিয়াছি কিন্তু আপনার স্বার্থ পুরিলেই তাহাকে আর চায় না। অনেক প্রেমিক অকালে কুসুম মুকুলে ছিন্ন করে। পুরুষ তুমি ভ্রমর জাতি। নানা ফুলের মধু আস্বাদন করিতে চাও। তোমার

জ্ঞান নাই, প্রাণে মায়া মমতা নাই—তুমি আপনার স্বার্থের জন্য অবলা রমণী-কুসুমকে মুকুলে ছিন্ন করিয়া ফেল। কিন্তু তুমি পুরুষ! তোমার আবার প্রণয় হবে, ভালবাসা হবে; তুমি আবার আর একটী কুসুম পাইতে চেষ্টা করিবে। ভ্রমর হইয়া নানা ফুলে মধুপান করিয়া বেড়াইবে; কিন্তু ছিন্ন কুসুম অবলা রমনির দশা কি হইবে? তাহার আর অন্য উপায় নাই সে চিরদিনের মত জ্বলিয়া মরিবে। তাহার হৃদয় তোমাকে পাইবার জন্য কত উৎসুক তাহা কি তুমি একবারও মনেও ভাবিবে? পুরুষ! তুমি নীচ ও হেয়। যাহাকে পাইবার জন্য পৃথিবীতে এমন কার্য্য নাই যাহা তুমি না করিতে পার। কঠিন হৃদয় আবার পরপ্রেমে অনুরক্ত হইয়া, সেই প্রাণের জিনিষ, হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রি দেবীকে পদে দলিত কর। তোমার পাপ-প্রেমে মজিয়া, কত শত রমনি, পুড়িয়া মরিতেছে, তাহা একটীবারও মনে ভাবিয়া দেখ কি?

তাই বলিতেছি, প্রমোদ তুমি যুবক! না বুঝিয়া সুষমাকে মুকুলে ছিন্ন করিও না। তুমি যুবক! তোমার প্রাণে কত আশা, কত উদ্দম, হৃদয়ে কত প্রেম! তুমি ভালবাসা পাইবার জন্য উৎসুক। সুষমা বালিকা; সে যদি তোমায় সে ভালবাসা না দিতে পারে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে হৃদয় হইতে অন্তর করিতে চেষ্টা করিবে। আবার বিবাহ করিবে। বালিকার প্রাণে অত ব্যথা সহিবে কি?

সে তোমায় ভাল বাসিয়াই সুখী হউক। হৃদয়ে চিরদিন দেবতাস্বরূপ পূজা করুক। তাহাকে ভালবাসার আশায়,

প্রেমের কুহকে নাচাইও না। যদি প্রকৃতই ভাল বাসিয়া থাক তবে বিবাহ কর। বিবাহে যদি অক্ষম হও তবে ভালবাসার মিছা প্রলোভনে কাঁজ কি? তুমি মনে মনে ভালবাসিয়াই সুখী হও, কুসুমে কীট প্রবেশ করাইও না। স্বর্ণপ্রতিমা অকালে বিসর্জ্জন দিও না!

অনেকক্ষণ ভাবিয়া, যুবক প্রমোদনাথ আর হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যাহা মনে আসিল তাহাই লিখিয়া ফেলিলেন। কবিতাটীর নিম্নে লিখিলেন ;—

আমার প্রাণের—

সুষমা! তোমায় কি বলিয়া লিখিব কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া "প্রাণের" সম্বোধন করিলাম। তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে নিজগুণে মার্জ্জনা করিও। আমার হৃদয় বেগ উপসম করা আমার ক্ষমতাধীন নহে। তাই যাহা মনে আসিল লিখিলাম। আমার একটী মাত্র অনুরোধ রাখিবে কি? আমার বড় ইচ্ছা তোমার সহিত নির্জ্জনে একবার দেখা করি। কিন্তু বলিতে সাহস হয় না পাছে তুমি কিছু মনে কর। যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাগানে যাও তাহা হইলে অত্যন্ত বাধিত হই। তোমার কি মত শীঘ্র লিখিবে। আমি একরূপ জীবন্মৃত হইয়া আছি। তুমি কেমন আছ লিখিবে। ইতি,

তোমার প্রমোদ।

পত্রখানি লিখিয়া প্রমোদ একখানি খামে মুড়িলেন। তাহার পর ঘরের সম্মুখে একটী বারাণ্ডা, সেই বারাণ্ডায় গিয়া

বেল দিলেন। বারান্দার নিম্নেই সদর দরজা, সেইখানে দ্বারবান ও বেহারারা থাকিত। তৎক্ষণাৎ একজন বেহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "ছোট বাবু হামায় ডেকে-ছেন?"

প্র। হাঁ ডেকেছি দরকার আছে।

বেহারা। যে আজ্ঞে।

প্র। দেখ্ আমার এই চিঠিখানা নিয়ে তুই অমরেন্দ্র বাবুর বাড়ি যা, অমরেন্দ্র বাবুর মেয়েকে দিয়ে আয়। আর কাহারোও হাতে দিস্‌নে; যদি তোকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে কেন এসেছিস্; তা হোলে তুই বলিস্ যে আমি তোমাদের বেহারার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বেহারা "যো হুকুম" বলিয়া পত্রখানি লইয়া চলিয়া গেল। প্রমোদনাথ হারমোনিয়মের কাছে গিয়া বসিলেন; হার-মোনিয়মটী খুলিয়া বাজাইতে লাগিলেন, বাজাইয়া একটী গান গাহিলেন,—

"জানি না কেন যে ভালবাসি।
যতনে যাতনা বাড়ে তায় মন অভিলাষী॥
দেখি বা না দেখি ভাল,
ভালবেসে থাকি ভাল,
কি হোল বিফল আশা যাতনা সাগরে ভাসি॥"

গান সমাপ্ত হইল। প্রমোদ বিষন্ন মনে উঠিয়া, ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

---

# নবম পরিচ্ছেদ।

## জামাইবাবুর আগমন।

রায়েদের বাড়ি আজ ভারি গোল পড়িয়া গিয়াছে। আজ অনেক দিন পরে সরোজার স্বামী আসিয়াছে। বাড়ি শুদ্ধ লোকের আজ আহ্লাদ রাখিবার স্থান নাই। বউঠাকুরাণী খাওয়ার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিনোদিনীকে আনিতে লোক পাঠান হইল। কিশোরি ঠাট্টা করিবার পান সাজিতে গেল। পানের ভিতর ঢিল পাটকেল দিয়া পান সাজিয়া রাখিল। কিশোরি, বউঠাকুরাণীকে বলিল, "আজ বড় দিদিমণীকে কোন্ ঘরে শুইতে দেবে গো?

বউঠাকুরাণী বলিলেন, "কেন, ঘরের ভাবনা কি? আমার ঘরেই বাসর হবে এখন।

কিশোরি বউঠাকুরাণীর পানে একটা বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়া, তাম্বুল রাগে রঞ্জিত নিজের অধরোষ্ঠ করপুটে ধরিয়া টানিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিল—কেমন রাঙা হইল।

সরোজার মুখে আর হাসি ধরে না। সরোজা যাহার দিকে চায় তাহাকে দেখিয়াই হাসিয়া ফেলে। জামাই বাবু আসিয়াছেন কিন্তু এখনো অন্দর মহলে আসেন নাই। বাহিরে বৈঠকখানায় শ্যালকদের নিকট বসিয়া আছেন।

এমন সময় বেহারা আসিয়া গৃহিনীকে কহিল, "মাজি। জামাই বাবুকো ভুখ্ লাগা, নিদ্ আয়া।"

গৃহিণী ঠাকুরাণী বেহারার কথা আদৌ বুঝিতে পারিলেন না। সেইখানে কিশোরি দাঁড়াইয়াছিল; তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওকি বোল্‌ছে রে কিশোরি? কিশোরি হাসিয়া বলিল, "ও বলছে, তোমার জামাইয়ের ক্ষীদে পেয়েছে, খুন এসেছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা তুই যা এখনি খাবার দিয়ে ডেকে পাঠাচ্ছি।" বেহারা বাহিরে চলিয়া গেল। বৈঠকখানায় গিয়া বলিল, "মাজি বোলেসেন খাবার হোনেমে দের আছে।" জামাইবাবু এই কথা শুনিয়া চটিয়া গেলেন। প্রমোদনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিহে? এখনো খাবার হোতে দেরি আছে নাকি? তবেই হয়েছে। যা আজ আর খেয়েই কাজ নেই। দেখ না—তুমিই একবার ভিতরে গিয়ে খাওয়ার চেষ্টাটা দেখ না।" প্রমোদনাথ মনে মনে অত্যন্ত চটিলেন। কি করিবেন, সে রাগ তৎক্ষণাৎ চাপিয়া বলিলেন, "কি করবে ভাই, আজ একটু দেরি হবে।' জানতো পাঁচ রকম তৈয়ারি করতে গেলেই একটু দেরি হয়। তাহাতে আজ আবার বউঠাকরুণ্ স্বহস্তে তোমার জন্যে কষ্ট করে তৈয়ারি করিতে গিয়াছেন, সেই জন্যই একটু দেরি হচ্ছে।" জামাইবাবু মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইবার লোক নহেন। তাহাতে আবার তিনি গরিবের ছেলে নন যে, পাঁচ রকম খেতে পাবেন শুনে আহ্লাদে গলিয়া যাবেন। তাঁর স্ত্রীর সহিত কতক্ষণে দেখা হবে তাহাই ভাবিতেছেন; আর ঘড়ির দিকে ঘন ঘন কেবলি চাহিতেছেন। ঘড়িতে দেখিলেন, রাত্রি তখন এগারটা

বাজে। তিনি একবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমোদনাথকে বলিলেন, "ওহে আর আমার খেয়ে কাজ নেই, এখন ভালয় ভালয় ঘরটা দেখাইয়া দাও, আমি শুয়ে পড়ি।"

প্র। কেন তোমার রাগ হোল নাকি ?

জা বাবু। নাহে, না, রাগ টাগ হয়নি। শেষকালে তোমাদের বাড়িতে খেয়ে কি একটা ব্যায়রাম বাধাবো ?

প্র। তুমি একটু বোস। আমি বাড়ির ভিতর থেকে আস্ছি।

জামাইবাবু রাগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "যদি খেতেই হয় তবে তুমি যেয়ে বলগে যে, আমার পাঁচ রকমে কাজ নেই; যা' হোয়েছে তাই দিন। আমার এক রকমই যথেষ্ট„ প্রমোদনাথ আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন "বাবুর রাগটাও আছে, আবার খেতেও হবে।"

প্রমোদনাথ বাটীর ভিতর আসিয়া মাতাকে বলিলেন, "মা তোমার জামাই যে রকমের লোক, তার সঙ্গে তো আমি কথায় পেরে উঠিনা!" এই বলিয়া জামাইবাবুর আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী একটু চটিলেন। কি করিবেন, মেয়ের জন্য সব সইতে হয়, এই ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। প্রমোদনাথ বাহিরে গিয়া জামাইবাবুকে ডাকিয়া আনিলেন। জামাইবাবুর মুখে আর হাসি ধরে না। হাস্যোৎফুল্ল বদনে কহিলেন, দেখ্লে হে, আমার কতবড় বুদ্ধি! আমি তোমায় ব্যস্ত কোরে এত শীঘ্র খেতে পেলুম, তা নইলে হয়েছিল আর

কি। দেখ্‌লুম তোমাদের বাড়ি খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে বড় খারাপ বন্দোবস্ত। তোমরা বেশী রাত্রে খেয়ে হজম কর কি কোরে?

প্র। "আমাদের আশৈশব ঐ রকম অভ্যাস।"

জা, বাবু। "আমাদের হোলে ভারি অসুখ হোয়ে যেত। বাস্তবিক্ ভাই রাগ কোরনা, তোমরা একতর লোক, অনিয়মেই তোমাদের খুব বাহাদুরী দেখ্‌তে পাই। কেন যে তাতো বুঝি না।''

প্রমোদনাথ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, ধীরে ধীরে, জামাইবাবুর সহিত অন্দরমহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একখানি কারপেটের আসন পাতা, এবং রূপার বাসনে খাবার দেওয়া। থালার চারি পার্শ্বে রূপার বাটীতে তরকারি ও রাবড়ি। তাহার নিকটেই আসনের আর এক পার্শ্বে, একটী পিত্তলের চিলিঞ্চি, একটী গাড়ুতে করা এক গাড়ু জল, তাহারি কাছে, তোয়ালে ঘাড়ে একজন খানসামা দাঁড়াইয়া আছে। কেবল রূপার গ্লাসে জল দেওয়া হয় নাই। তাহা বৌঠাকুরাণী ইচ্ছা পূর্ব্বকই দেন নাই। জামাইবাবু সেই কারপেটের আসন খানিতে বসিলেন, বসিয়া কি খাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর চাহিয়া দেখিলেন গ্লাসে জল নাই। সেখানে বউ ঠাকুরাণী দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার পানে কুটিল কটাক্ষ করিয়া, বলিলেন, "আপনাদের এ কিরূপ ব্যবস্থা? সব দিয়াছেন কেবল জল দেন নাই কেন?" বৌ ঠাকুরাণী অবগুণ্ঠন একটু বেশি করিয়া টানিয়া দিয়া, মুচকি

হাসিয়া বলিলেন,—"কেন ? আপনি খাবারের জন্য তাড়াতাড়ি করিয়াছিলেন, জল চাহিয়া ছিলেন কি ? জল চাহিলে, জল পাঠাইয়া দিতাম।" জামাইবাবু একটু লজ্জিত হইলেন। প্রমোদনাথকে বলিলেন, "ওহে, ঠাট্টা তামাসা রাখ, এখন জল নিয়ে এসো।"

তৎক্ষণাৎ খানসামা, কর্পূর বাসিত জল আনিয়া গ্লাসে ঢালিয়া দিল। জামাইবাবু আস্তে আস্তে সমস্ত লুচি গুলি উদরস্থ করিলেন। কেবল খানসামা দাড়াইয়া আছে বলিয়া লজ্জার খাতিরে তিনখানি লুচি পাতে অবশিষ্ট রাখিয়া উঠিলেন। বোধ হয় খানসামা না থাকিলে সে তিনখানিও উদরস্থ করিতেন। আহার শেষ হইলে, বউ ঠাকুরাণী বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন,—

"ঠাকুর জামাই, তোমার ভাই ভালো করে খাওয়া হোল না। তুমি নিশ্চয় লজ্জা করে খেয়েছ"। জামাইবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বাস্তবিক, আজ আমার ততদূর ক্ষুধার উদ্রেকটা ভাল ছিল না। যা খেয়েছি সে কেবল তোমাদের অনুরোধে।"

বউ। কেমন তরকারি খেলে ?

জা বাবু। রাঁধুনী মহাশয়া যে আমার লঙ্কা দগ্ধ করেন নি ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়।

আহার সমাপ্ত হইল। বউ ঠাকুরাণী নিজের শয়ন প্রকোষ্ঠে জামাইবাবুকে লইয়া গেলেন। বউয়ের গৃহখানি বেশ সাজান গোছান। দক্ষিণ খোলা, হুহু শব্দে দিবারাত্রি

হাওয়া আসিতেছে। ঘরটী বেশ প্রশস্ত। গৃহ পার্শ্বে এক-খানি কৌচখাট। তাহাতে দুগ্ধ ফেননিভ বিছানা পাতা। খাটের উপরে একটী নেটের মসারি টাঙ্গানো। মসারিটী হাওয়ায় ফুর্ ফুর্ করিয়া নড়িতেছে, দুলিতেছে, উড়িতেছে। নিজের সৌখীনতার ও গৃহ কর্ত্রীর সৌখিনত্বের পরিচয় দিতেছে। ঘরের চারিপার্শ্বের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো ফটো ঝুলিতেছে। গৃহের চারি কোনে চারিটী হোয়াটনট, তাহাতে নানাবিধ জিনিস সজ্জিত রহিয়াছে। খাটের সম্মুখে মেজেয় পাতা একটী বসিবার ঢালা বিছানা। চারি ধারে প্রাচীর আকারে তাকিয়া ও গাল বালিস দেওয়া। বউ ঠাকুরাণী সেই বিছানায় জামাইবাবুকে বসিতে বলিলেন। জামাইবাবু বসি-লেন। কিশোরি এক কৌটা পান আনিয়া জামাইবাবুর নিকট রাখিল। জামাইবাবু মুখে দিবামাত্র কট করিয়া একটী ঢিল চিবাইলেন। অমনি মুখের পান ফেলিয়া দিয়া গম্ভীর হইয়া বসিলেন।

বৌঠাকুরাণী সরোজাকে ডাকিয়া আনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনী ও আসিল। জামাইবাবু বিনোদিনীকে আর দুই একবার দেখিয়া লিলেন। তখন বিনোদিনীকে দেখিয়াই বলিলেন, "কিহে কালাচাঁদ বাবু আপনার এ বাটীতে শুভা-গমন কি কারণ ?"

বিনোদিনী মনে মনে একটু চটিল, বলিল, "এই আপনার এ বাড়ীতে পদধূলি পড়িবার জন্যই।" কিশোরি খুব পল্লী-গ্রামের রসিকতায় মজবুত। সে অনেক ছড়া জানিত।

সে জামাইবাবুকে জানাইতে চাহে যে সে অতিশয় রসিকা ; মনের ইচ্ছা এই প্রকার। এক গাল হাসি হাসিয়া বলিল, "জামাইবাবু তুমি ভাই বিনোদিনীকে একটা 'ছড়া' বলবে ?"

জা, বাবু। আচ্ছা তুমিই না হয় আমার হোয়ে এক হাত বলে দাও না। কিশোরি দ্বিরুক্তি না করিয়া, বিনোদিনীর পানে চাহিয়া বলিল,

"দাঁতে মিশি মুচকে হাসি
তায় খেয়েছ ছাঁচি পান!
আর মেরোনা আর মেরোনা
ঘুরিয়ে নয়ন বাণ,
কাঁকে কলসি বয়েরে প্রাণ ॥"

বলিয়া কিশোরি আপনা আপনিই হাসিয়া ভুমিতে গড়াইয়া পড়িল।

জা. বাবু। এ ছড়াটী কোথায় শিখেছিলে? তোমায় কেউ বলেছিল বুঝি ?

কিশোরি। যাও, তোমার হোয়ে বল্লেম, আর তুমিই আবার আমায় তামাসা কচ্ছো।

বিনো। বেশ হোয়েছে, মশা মারতে গালে চড়।

জা, বাবু। (বিরক্তি সুচক স্বরে) বলি তোমরা আজ আমায় ঘুমুতে টুমুতে দেবে, না সমস্ত রাত বসিয়ে রাখবে। তোমাদের মতলব কি ?

বউ। আচ্ছা আমরা যাচ্চি। আমরা রয়েছি বলে তোমার বুঝি রাগ হচ্চে ?

জা, বাবু। হাঁ তাতো হবারি কথা। নীজের স্ত্রী বোসে রইল, আর পরের স্ত্রী নিয়ে কার্ আমোদ ভাল লাগে বলুন তো ?" বউ অপ্রতিভ হইয়া, কহিলেন, "মা ভাই ঠাকুর জামাই আমরা যাচ্ছি, তুমি রাগ কোর না।"

জা, বাবু। বলি ঠাকৃরুনটী রাগ কোরে তো যাচ্ছ, আজ শয়ন হবে কোথায় ?

বউ। ( কৃত্রিম ক্রোধের ভান করিয়া ) "তোমার মাথায় !"

জা, বাবু। "আজ্ঞে আপনার ঠাকুরঝিকে তো মাথায় করে রেখেছি। একলা দুজনকে পারব কেন ? বলেন তো আর একটা লোক ডেকে আনি।"

বউ ঠাকুরাণী আর কোনো কথা কহিলেন না। বিনোদিনী ও কিশোরিকে ডাকিয়া চলিয়া গেলেন। তাহারাও উভয়ে বউ ঠাকুরাণীর ইঙ্গিৎ মাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল। জামাইবাবু স্মিত মুখে উঠিয়া, দ্বার বন্ধ করিলেন।

পাঠক, আপনারা সকলেই জানেন যে, জামাতাগণের শ্বশুরালয়ে উত্তমরূপে আহার হয় না ও লজ্জার খাতিরে ভাল করিয়া খাইতেও পারেন না। আপনারাও কাহার না কাহার জামাতা হইয়াছেন। আপনাদেরও একদিন না একদিন উদরজ্বালা সহ্য করিতে হইয়াছে। সেই জন্য বলিতেছি আপনারা এ বিষয়ে বিশেষ ভুক্ত ভোগি। আপনারা অনুভব করিতে পারিবেন, রায়েদের জামাইবাবুর কিরূপ দশা হইয়াছে। "পেটে ক্ষীদে মুখে লাজ," সকল জামাইই করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় জামাই বাবুদের উদরজ্বালা উপস্থিত

হইলে স্ত্রীর প্রতি অযথা তাড়না করিয়া থাকেন। কোথায় কত দিন পরে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, দুটো মিষ্ট কথা বলিবেন, আমোদ আহ্লাদ করিবেন, তাহা না করিয়া স্ত্রীকে বাক্য বানে দগ্ধিভুত করেন। সরল স্বভাবা রমণী তাহা অকাতরে সহ্য করিয়া আবার স্বামীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিষ্ঠুর পুরুষ জাতি তাহাও মানে না। আপনার জলিত ও ক্ষুধিত উদরের প্ররোচনায় স্ত্রীকে কাঁদাইয়া হৃদয় জ্বালা উপসম করে, ক্ষুধার শান্তি হয়। যাঁহারা হয়তো নিজের বাটিতে অর্দ্ধসের ময়দার রুটি বা পরেটা খান, তাঁহাকে হয় তো শ্বশুর গৃহে, আধপোয়া ময়দার আটখানি লুচি দিল। পরন্তু তাহাতে কি তাঁহার উদরজ্বালা প্রসমিত হয়? কাজেই স্ত্রীকে ক্ষুধার তাড়নে তাড়না করেন, কেননা তাহার পিত্রালয়ে আসিয়াই তো এত জ্বালা যন্ত্রনা সহ্য করিতে হইল! স্ত্রী মনে করেন, আমার স্বামীর কত আদর হইয়াছে, আহারে কত যত্ন হইয়াছে, তবুও স্বামী আমার প্রতি এত চটিলেন কেন? তবে বুঝি আমার বাপের বাড়িতে তাঁর কোন রূপ আদরের অভাব হইয়াছে!

স্ত্রী জাতী সরল! আপনার স্বামী নিন্দায় অক্ষম বলিয়া বাপের বাড়ির নিন্দা করা ছাড়া উপায় নাই। ছি! ছি! রমণী, তুমি সরল ও নির্ম্মল চরিত্র। তুমি পাষাণ কঠিন পুরুষকে এতো ভালোবাসো কেন? ( কেন তাহা কে জানে! ) নির্ম্মম হৃদয় পুরুষের এত বাক্য যন্ত্রনা সহ্য কর কেন? রমণী স্বামী নিন্দা সহিতেও পারে না, করিতেও পারে না;

স্বামী নিন্দুকা রমণী সকলের ঘৃণার পাত্রী। স্ত্রী লোক স্বামীর দোষ গ্রহণ করে না। দোষ দেখিলেও তাহা দোষ বলিয়া গণ্য করে না। বরঞ্চ নিজের অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে। কাহারো স্বামীর চরিত্র দোষনীয় হইলে তাহার স্ত্রী, স্বীয় পতির দোষ না দিয়া, দোষী অপর জনকে যথোচিত গালি প্রয়োগ করিয়া থাকে। একটী স্ত্রী লোকের সমুখে যদি অন্য রমণী তাহার স্বামীর গ্লানি করে, তাহা হইলে অমনি তাহার মুখখানি রক্তবর্ণ ধারণ করে। অপমানে লাল হইয়া উঠে। কেহ বা রাগে চুপ করিয়া থাকে। কেহ, যেখানে নিন্দা হইতেছে সে স্থান হইতে প্রস্থান করে। কেহ বা রাগ সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বামী নিন্দুকাকে যথাবিহিত অপদস্থ করে। আর যে নারি কলহে পটু, তিনি ঝগড়া করিয়া সপ্ত ভুবন মাৎ করিয়া স্বামীকে উর্দ্ধে স্থান দিতে চেষ্টিতা হন। কিন্তু, স্ত্রী লোক তুমি অবুঝ! পাষাণ হৃদয় পুরুষ কি তোমার জন্য এত দূর করিয়া থাকেন? তুমি স্বামীর দোষ ঢাকিতে সাধ্য মতে চেষ্টা কর। কিন্তু তোমার স্বামী যদি তোমার সম্বন্ধে যুনাক্ষরেও কিছু শুনিতে বা জানিতে পারেন, অমনি তাহার ভালো রূপ অনুসন্ধান না করিয়াই, রাগে অন্ধ হইয়া হয় তোমায় মারিতে উদ্যত হন; নয় তো চিরদিনের তরে মুখ দেখা দেখি বন্ধ হয়। কিন্তু ভাই পাঠিকে! কিন্তু রমণী, কখন— কখন—তুমি কি তোমার স্বামীর প্রতি সন্দিহান হইয়া এরূপ ব্যবহার ও এরূপ চির অবিশ্বাস করিতে পারিয়াছ বা পারিবে? না। তোমার সে রূপ প্রকৃতি নহে, তোমার

পক্ষে তাহা অসম্ভব। আমাদের জামাইবাবু, সরোজার স্বামী, সরোজাকে বলিলেন, "দেখ তোমাদের বিছানায় বড় ছারপোকা হইয়াছে, আমায় কেবলি কামড়াচ্ছে। আমার দেখছি এ বিছানায় শুয়ে ঘুম হবে না।"

সরোজা স্বামীর স্বভাব সুন্দররূপ অবগত ছিল, সে হাসিয়া বলিল "তোমার যদি এখানে আসিলে ঘুম হয় না জানো, তবে আসিলে কেন?"

জামাইবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন "এমন ছারপোকার কামড় জান্‌লে কোন শালা আন্‌তো।"

সরোজা। ছারপোকা পেটে কামড়ায় নিতো?

জামাইবাবু সরোজার উপহাস প্রশ্ন বুঝিলেন না। বলিলেন "পেটে কামড়াইয়াছে বলিয়াই ত ঘুম হচ্ছে না। অন্য কোথাও হইলে তো ঘুমাইতে পারিতাম।"

সরোজা। তোমার মতন লোক আর একটি আছে কিনা সন্দেহ!

জা, বাবু। আচ্ছা ভাই, আমায় না পছন্দ হয় আর একটী স্বামী ঠিক করে নিলেই পারো। আজ এসেছি বলে, রাগ করিলে কি হবে?

সরোজা। তুমি যেমন, সবাইকেও সেই রকম ভাবো।

জা, বাবু। সত্যি ভাই আমি তোমাদের এখানে এসে ভারি ঝকমারি করেছি। একে তোমাদের বাড়ী বেশী রাত্রে খাওয়া তাতে আবার ঘুম হচ্ছে না। বাস্তবিক আমার ভাই ভারি অসুখ হবে দেখছি।

সরোজা কাহার নিন্দা সহিতে পারিত না। বাপের বাড়ীর নিন্দা স্বামীর মুখে শুনিয়া ভাবিল, "আমার মরণ হওয়াই ভাল। স্বামীর নিকট এইরূপ বাপের বাড়ীর নিন্দা শুনিতে হয়, আবার মা ভাইয়ের নিকট স্বামীর নিন্দা শুনিতে হয়। ইহাপেক্ষা আমার মৃত্যু হইলে আর কিছুই শুনিতে হবেনা।"

সরোজা অনেক কথা ভাবিয়া মনে মনে স্থির করিল, আর স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করিব না। কথা কহিলেই ঝগড়া হইবে। স্বামীর উপর মান করিয়া স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া শুইল।

জামাই বাবু ভাবিলেন, "স্ত্রীকে এতটা বলা ভাল হয় নাই। এখন কিরূপে মান ভঙ্গ হয়?" এমন সময় জামাই বাবুর ভাগ্যক্রমে, গৃহের পিছনের রাস্তা দিয়া একটী লোক গাহিল।

"মান ত্যজ মানিনী লো, যামিনী বিফলে যায়!"

একে গ্রীষ্মকাল, রাস্তায় ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগাইয়া লোকটী গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। জামাই বাবু হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, হাসিতে হাসিতে ভাবিলেন, আহা, আমার অসময়ে অপরিচিত বন্ধুটী আর একটু গাহিল না কেন? তা হ'লেই ত মানময়ীর মান ভাঙ্গিয়া যাইত। জামাই বাবু দেখিলেন সরোজা পড়িয়া পড়িয়া বিছানায় মুখ লুকাইয়া হাসিতেছে। জামাই বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দেখলে লোকটার কত বড় বুদ্ধি হে। জামাই বাবু "হে" কথাটা স্ত্রী পুরুষের প্রতিই ব্যবহার করিতেন। অভ্যাসের দোষ। তিনি "হে" না বলিলে কথার রসাস্বাদন করিতে পারিতেন না।

সেইজন্য সকলের প্রতিই "হে" বলিয়া কথার উপসংহার করিতেন। লোকটা কি জান্ হে? আমার মনের কথা টেনে বলেছে, লোকটা নিশ্চয়ই আমার বন্ধু। আজ ঐ গানটা না গাইলে, তোমার মান ভাঙ্গানো দায় হতো। সরোজার আর মান করা হইল না। সে ঐ রাস্তার লোকটার গানের কথায় সব ভুলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কতক্ষণে রাত প্রভাত হবে, বৌঠাকুরাণীর নিকট এই সব রহস্য বলবো। জামাই বাবুর মুখে আর হাসির স্থান হইতেছে না, ভাবিতে লাগিলেন, মান ভাঙ্গাভাঙ্গির পালাটা বেশ পরের ঘাড় দিয়া হইয়া গেল। রাগাইলাম আমি, আর সাধিল রাস্তার লোক। রাস্তার ধারে বাড়ী হওয়ায় লাভ আছে। অনেক সময় নিজের আর কষ্ট পেতে বা কথা কহিতে হয় না। নেপথ্যে মনোভাব প্রকাশিত হয়। এই সকল ভাবিবার পর, সরোজার সেই হাস্য মুখরিত সুন্দর মুখখানি ধরিয়া বলিলেন—(মৃদু গম্ভীর স্বরে)

"সাধে কি প্রেয়সী শশী তোমায় এত ভালবাসি।
কে কোথা দেখেছে হেন, নিরুপম রূপরাশি॥
এত যে দিতেছ দুখ, তথাপি তোমারি মুখ,
শয়নে, স্বপনে, মনে হৃদে জাগে দিবানিশি॥

গান সমাপ্ত হইলে, সরোজার অধরপ্রান্তে, হাস্যানুরাগ ভরা একটি চুম্বন করিলেন। সরোজা রাগ অভিমান সমস্ত ভুলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইল। জামাই বাবু ধীরে ধীরে প্রভাতি

হাওয়ায় স্থূল কলেবর দোলাইতে দোলাইতে প্রস্থান করিলেন।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### রুগ্ন-শয্যা।

অমরেন্দ্রবাবু আজ তিনমাস হইল রুগ্ন-শয্যায় শায়িত; আর উঠিবার শক্তি নাই। চাকরী ছাড়িয়া বাড়ীতে পড়িয়া আছেন। সংসার আর চলে না। যাঁহারা চাকরীর দ্বারা সংসারের ভরণ পোষণ করেন, তাঁদের ঘরে বসিয়া থাকিলে সংসার কয়দিন চলে? অমরেন্দ্রবাবুর আজ তিনমাস উত্থান-শক্তি রহিত হইয়াছে; কাজেই সংসার চলা ভার হইয়াছে। চাকরী গিয়াছে। স্ত্রীর যাহা কিছু যৎসামান্য গহনা ছিল তাহাও এক একখানি করিয়া সব গিয়াছে। আজ অমরেন্দ্র বাবু একটু ভাল আছেন কিন্তু তাঁহার হৃদয় ভাবনার অকুল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহার কুল কিনারা খুঁজিয়া পাই-তেছেন না।

গৃহিণী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত। সেইসময় একজন বেহারা আসিয়া সুষমাকে খুঁজিতেছিল। সুষমা একটী নিভৃত গৃহে নীরবে একা বসিয়া কার্পেট বুনিতেছিল। বেহারা সেই গৃহে যাইয়া

উপস্থিত হইল। কেহ কোথায় নাই দেখিয়া, ধীরে ধীরে পত্রখানি বাহির করিয়া সুষমাকে দিল। সুষমা দেখিল, পত্রখানি প্রমোদনাথের লিখিত। তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল। বেহারাকে দাঁড়াইতে আদেশ করিয়া, সে পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। একবার, দুইবার করিয়া কতবার পড়িয়া কি লিখিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। অনেক কথা ভাবিবার পর একটী বাক্সের নিকট গিয়া বসিল, তাহার পর একখানি অমরেন্দ্রবাবুর দেওয়া তাঁর আফিসের কাগজ ছিল, তাহাতেই লিখিতে লাগিল।—

প্রিয়তম !

তোমার পত্রখানি পাইয়া আমি যে কত সুখী হইয়াছি, তাহা ক্ষুদ্র লেখনী দ্বারা লিখিয়া জানাইতে নিতান্তই অক্ষম। তুমি আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছ; কিন্তু তোমার বাগানে গিয়া দেখা করিতে ভয় হয়, যদি কেহ জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তবে তুমি যখন বলিয়াছ তখন অন্যায় হইলেও আমি তাহা করিতে বাধ্য। আর বেশী কি লিখিব, আমি ভাল আছি ইতি।

তোমার—সুষমা।

পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে, একখানি চৌক লেফাফায় মুড়িয়া, বেহারার হাতে দিল। বেহারা তৎক্ষণাৎ পত্র লইয়া চলিয়া গেল। বাড়ীর কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। সুষমা যে গৃহে তাহার মাতা ছিলেন, ধীরে ধীরে সেইখানে গিয়া

দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। গৃহিণী বলিলেন এতক্ষণ কোথায় ছিলি মা? তোকে কত ডাকলুম, কোন উত্তর পেলুম না মনে ভাবলুম তুই বোধ হয় ঘুমিয়েছিস্।

সুষমা। আমায় ডাকছিলে কেন মা?

গৃহিণী। ডাকছিলুম, তোর বাপের কাছে কেউ নাই. তাই তোকে তাঁর কাছে বসতে বলব বোলে।

সুষমা আর দাঁড়াইল না। মাতৃবাক্য পালনার্থে, পিত যে গৃহে ছিলেন. সেই গৃহে যাইয়া বসিল। অমরেন্দ্রবাবু চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, সেইজন্য সুষমাকে দেখিতে পান নাই।

এমন সময় হঠাৎ টেক্স আফিসের লোক আসিয়া বেহারাকে বলিল, "বাবু বাড়ি আছেন?"

বেহারা তদুত্তরে কহিল, "বাবুকো বড়ি বেমার হুয়া বাবু খানে পীনেকো নেহি উঠনে সেকৃতা।"

টেক্স আফিসের লোক বেহারার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "বাবু যে ঘরে আছেন. সেইখানে আমায় লইয়া চল্. আমি বাবুর সহিত দেখা করিব।"

বেহারা অমরেন্দ্রবাবুকে গিয়া খবর দিল। তিনি শুনিয়াই ত একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁর এতদিন একেবারেই একথা স্মরণ ছিল না যে বাড়ীর টেক্স দেওয়া হয় নাই। তাহা হইলে তিনি না খাইয়াও টাকা রাখিয়া দিতেন। কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁর তখন মনে পড়িতে লাগিল যে, গৃহিণী যে বলিয়াছিলেন, "যে সময় অসময় রায়েদের সাহায্য লইবে। আহা আজ যদি রায়েদের সহিত আমার

সদ্ভাব থাকিত তাহা হইলে আজ আমায় সামান্য লোকের নিকট অপমানিত হইতে হইত না। কি করিব সে সকল পথ আপনার দোষেই ঘুচাইয়াছি। এখন গৃহিণীকে ডাকিয়া সৎ-পরামর্শ লইতে হইবে। তাঁর বুদ্ধি আমাপেক্ষা অনেকাংশে ভালো।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অমরেন্দ্রবাবু সুষমাকে গৃহিণীকে ডাকিয়া আসিতে বলিলেন ;—

সুষমা গৃহিণীকে ডাকিয়া আনিল। হাস্যমুখী গৃহিণী নাকের নথ্ দোলাইয়া, কর্ত্তার নিকট আসিয়া হাজির হই-লেন। অতি নিকটে যাইয়া বসিয়া বলিলেন, "কিগো আজ আমায় আবার এখন কি দরকার ?"

অ, বাবু। তোমার কথা না শুনেই আমার যথা সর্ব্বস্ব গিয়াছে। এখন তুমি ভিন্ন আমার সহায় সম্বল কিছুই নাই। তোমার কথা পূর্ব্বে শুনিলে, আজ আর সামান্য বিল সরকারের নিকট অপদস্থ হইতে হইত না। যা হবার হইয়াছে। এখন কি করিলে পৈতৃক ভিটেখানি থাকে তার উপায় বলে দাও।

এই বলিয়া অমরেন্দ্রবাবু গৃহিণীর পায়ে ধরিতে গেলেন। গৃহিণী "কি কর কি কর" বলিযা সসব্যস্তে একটু সরিয়া যাইয়া বলিলেন,—বাড়ীর আবার কি হয়েছে, বাড়ী যাবে কেন ?

অ, বাবু। তা তুমি মেয়ে মানুষ, ওসব খবর জানবে কেমন করে! কিন্তু তা বোলে ত কোম্পানির লোক ছাড়বে না। এই আমি যে তিনমাস ব্যারামে বাড়ীতে পড়ে আছি, একটী পয়সাও হাতে নেই, টেক্স দিই কি প্রকারে ? আজ টাকা

দিতে না পারলে, কোম্পানি বাড়ী নিলেম ক'রে টাকা আদায় করবে। এখন উপায় কি করি? তাতো কিছুই ভেবে স্থির করতে পারলুম না।

গৃহিণী ব্যস্ততা সহকারে, ভয়ার্ত্তস্বরে কহিলেন, "ওগো! তবে আমাদের কি হবে? আজ হোতে আমরা যে রাস্তায় দাঁড়ালুম!

অমরেন্দ্র। আর ভাবলে কি হবে গিন্নি; এখন যা বলি তাই কর।

"দেখ! তুমি তোমার মেয়েটীকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাও; আর আমি যা হোক করে কারোও বাড়ী পড়ে থাকবো। আবার আমার চাকরি বাকরি হলে, তোমাদের নিয়ে আসব তখন।" এই কথা শুনিয়া, গৃহিণী একেবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো মাগো এমন লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে ছিলে গো, যে নিজের স্ত্রী, কন্যাকে খেতে দিতে পারেনা গো। তুমি ম'রে স্বর্গে গেছো গো, একবার এসে দেখে যাও তোমার মেয়ের কি দশা হবে গো।" এই সকল কথা শুনিয়া শুনিয়া সুষমাও কাঁদিয়া ফেলিল। এ দৃশ্যে আজ পাষাণও গলিল! অমরেন্দ্রবাবুও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গৃহিণী বলিলেন, "আমার যে মা, বাপ কেউ বেঁচে নেই, আমি কার বাড়ী যাবো? যম যে আমায় ভুলে আছে, নইলে আমি তার বাড়ীই যেতুম গো।" এমন সময় টেক্স আফিসের সেই লোক বলিল, "অমরেন্দ্র বাবু, আমি আর নীচে কতক্ষণ দাঁড়াবো? এখন

কাঁদবার সময় নয়, মেয়েদের থামিতে বলুন। আপনি আজ টাকা দিতে পারিবেন কিনা সাফ জবাব দিন্।” অমরেন্দ্র বাবু গৃহিণীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, দেখ এখন তো আর কাঁদবার সময় নেই, কি উপায় স্থির করিলে তাহাই বল, আমি উহাকে বলিয়া, বিদায় করিয়া দিয়া আসি।” গৃহিণী তখন অশ্রু সম্বরণ করিয়া, অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, ধরা ধরা গলায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, “উপায় আমার মাথা আর মুণ্ডু, তবে তুমি যদি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিতে পারো, তা হলে এক উপায় আছে।”

অমরেন্দ্র বাবু যেন হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে পাইলেন আহ্লাদে গদ গদ হইয়া, ত্রাস্তে কহিলেন, “তা তা গিন্নি তুমি যা বল্‌বে আমি তাই করতে রাজি আছি। এমন কি আমি চির শত্রুরও পায় ধরিতে পারিব। আজ থেকে লজ্জায় জলা-ঞ্জলি দিলুম। যার বাড়ী নিলেম হতে চোল্ল, সে তো আজ পথের ভিখারি, তার আর মান সম্ভ্রম কি রইল। এখন কি করলে ভিটে খানা থাকে তাই বল ?”

গৃহিণী। “আজ ঐ লোকটাকে যেতে বল, তারপর যা হয় উপায় স্থির করা যাবে এখন।”

অ, বাবু। তবে কবে আসতে বোলব বল ?

গৃহিণী। যাঁদের ভরসায় বল্‌ছি, তাঁরা তো আর আমার খানা বাড়ির রেওত্ নন যে এক কথায় টাকা দেবেন। আর দেবেন কি না দেবেন তাই বা কে জানে! এখন তো আর আমাদের কিছুই নেই, যে তাই বন্ধক দিলে টাকা পাওয়া যাবে।

শুধু মুখের কথায় আজ কালকার লোক, কে কাহাকে বিশ্বাস করে? তুমি কারুর সঙ্গে সদ্‌ভাবও রাখ নাই, যে তাই তোমার সেই খাতিরে দেবে। আমি মেয়ে মানুষ, আমি কার কাছে চাইতে যাবো। আমায় দেবেই বা কেন?

অ, বাবু। তা কার কাছে গেলে পাওয়া যাবে বল না; আমি তারই নিকট গিয়ে চেষ্টা দেখি।

গৃহিণী। তুমি রায়েদের বড় বাবুর কাছে যেতে পারবে? পারতো বল? বড় বাবু খুব ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, তোমার কাকুতি মিনতি শুন্‌লে দিতে পারেন বোধ হয়।

অ বাবু। আর যদি না দেয়, তখন আমি কি করে শুধু হাতে ফিরে আসবো, তাদের বাড়ি শুদ্ধ লোক যে হাসবে।

গৃহিণী। অত মান অপমান ধরতে গেলে চল্‌বে না। আপনার কার্য্য উদ্ধারের জন্য, সব বুক পেতে সইতে হবে; তবে তো উপায় হবে। আর হাসি ঠাট্টার ভয় করতে গেলে উপায় কি করে হবে।

অমরেন্দ্র বাবু তাহাই ভাল বিবেচনা করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে যে ঘরে টেক্স আফিসের লোকটী বসিয়াছিল, সেই খানে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তাহাকে বলিলেন, মহাশয় আজ আপনি যান। আমি সাত আট দিনের মধ্যে টাকার যোগাড় করিয়া রাখিব, আপনি আসিলেই টাকা পাইবেন।

কোম্পানির চাকর, কথার কামড়ানী না কামড়াইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা যেন অন্য বিধাতার সৃষ্ট, তাহাদের জগতের অন্য মানুষ অপেক্ষা যেন চারিটা হাত বেশী।

তাহারা ভাবে, "আমরা কোম্পানীর চাকর, আমাদের এক কথায় পায় কে!" বাবুরা গোলামি অবস্থায় ধরাকে সরা জ্ঞান করেন. কিন্তু যখন চাকরি চ্যুত হয়, তখন দাঁড়কাক ও ময়ূর পুচ্ছের' গল্প তাহাদের জীবনে স্পষ্ট হইয়া উঠে। সকলেই তখন তাদের ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করে। টেক্স অফিসের বাবুটী একটু কড়া সুরে অমরেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, —"দেখবেন মহাশয়, আপনার কথার যেন না খেলাপি হয়। আমরা কোম্পানীর লোক, রোজ রোজ ফির্‌তে পারিব না। সে দিন যদি ফিরিতে হয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন, আপনার বাটী নিশ্চয়ই নিলামে উঠিবে।"

অমরেন্দ্র বাবু বিরক্তি সূচক স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা বাপু স দিন যদি তোমায় ফিরিতে হয়, তবে কোম্পানীর যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাই করিও। টেক্স আফিসের সরকার বাবুটী স্থূল-কলেবর অহঙ্কারে দোলাইয়া একটুখানি বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া, গজগতিতে চলিয়া গেলেন।

অমরেন্দ্র বাবু, ধীরে ধীরে গৃহিণীর নিকট উপরে আসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, 'কিগো সে লোকটা গেছে তো?'

অ, বাবু। গেছে কিন্তু আমায় যথেষ্ট অপমানিত হইতে হইয়াছে। ভগবান আমার কপালে অ্যাতোও লিখিয়াছিলেন।

গৃহিণী সুষমাকে গৃহ হইতে উঠিয়া অন্য গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন, সুষমা চলিয়া গেল। তাহার পর অমরেন্দ্র

বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক জটিল জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন।

গৃহিণী উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "টাকার কথা তো আগেই বড় বাবুকে বলিবে। তাহার পর সুষমার বিয়ের সম্বন্ধেও দু একটী কথা বলিয়া দেখ, তাহাতে যদি বড় বাবুর কোনো কথার আভাস পাও; তা হোলে বিয়ের কথায় পাকা-পাকি করিয়া আসিতে ভুলিও না।

অ, বাবু। তা আর আমায় শিখিয়ে দিতে হবে না। সে বিষয় আমি তোমার বল্‌বার পূর্ব্বেই মনে মনে একরূপ স্থির করিয়া ছিলাম। সুষমা যত বড় হচ্ছে আর আমার ভাবনা ততোই বাড়ছে। কি করবো মনের ভাব চেপে এক প্রকার কষ্টে, সৃষ্টে, দিনযাপন করিতে ছিলাম, তা আর বিধাতার চক্ষে সইল না। যা হোক্, যা কিছু পরমেশ্বর করেন তা মানুষের মঙ্গলের জন্যই করেন।

গৃহিণী। আহা, প্রমোদনাথের সঙ্গে যদি আমার সুষমার বিয়ে হয়, তা হলে বাছা আমার সুখী হয়। নইলে বাছার এ জন্মই মিথ্যে। আহা! আমি কি অমন জামাই পাবো! অভাগী আমি, এমন কি তপস্যা করেছি যে অমন চাঁদ পারা ছেলে আমায় মা বলে ডাক্‌বে। সুষমা আমার রাজরাণী তুল্য সুখে থাক্‌বে, দীনবন্ধু! তোমার যা মনে আছে তাই হবে! তুমি প্রমোদনাথের সঙ্গে সুষমার যাতে বিয়ে হয়, তার চেষ্টা করিতেই চাও।

অমরেন্দ্র বাবু গৃহিণীর কথায় সম্মত হইলেন।

গৃহিণী গৃহ কর্ম্ম করিতে চলিয়া গেলেন। অমরেন্দ্র বাবু বিষণ্ণচিত্তে সংবাদ পত্র পড়িতে লাগিলেন।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### প্রমোদ উদ্যান।

মন্মথবাবুর মৃত্যুর পর, কুমুদনাথ একখানি বাগান কিনিয়া সংস্কার করেন। বাগানখানি প্রমোদনাথের অত্যন্ত মনোনীত হওয়ায়, কুমুদনাথ কনিষ্ঠ সহোদরকে সেইখানি দান করেন। সেই জন্য বাগানটীর নাম "প্রমোদ উদ্যান" রাখা হইল। উদ্যান বাটীকাখানি বসত বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে। বাগানটী প্রমোদনাথের মনোমত সাজান। বাগান খানি যত বড়, আবার তাহাতে তত বড় তদুপযোগী একখানি গোলাপী রঙ্গের ইষ্টকের অট্টালিকা। বাগান খানি নিজ সৌন্দর্য্যে মুনির মন হরণ করে—মানুষ তো কোন ছার। মানুষের দেখিলে ভাল লাগিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? উদ্যানের সম্মুখে সিংহদ্বার; তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে আস্তাবল। গেট থেকে বরাবর বাড়ী পর্য্যন্ত সুরকী ফেলা টুকটুকে লাল প্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ ফুলের গাছ, যেন সৈন্য শ্রেণী দণ্ডায়মান। বাটীর বাম পার্শ্ব দিয়া একটী ঝিল; তদু-

পরি পারাপারে যাইবার জন্য একটী সাকোঁ। বাগানের মধ্যস্থানে একটী দীর্ঘ পুষ্করিণী, তাহার ঘাটটী মর্ম্মর প্রস্তর বাঁধান। বাড়ীখানি গোলাপী রঙের, তাহাতে গ্রীন রঙের খড়খড়ি জানালা। সম্মুখে গাড়ি বারাণ্ডা। বাগান হইতে বাড়ীতে উঠিতে মর্ম্মর রচিত তিন ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই একটী লম্বা দালান। দালানে একটী কাঁচের কেসে, বিবিধ বর্ণের লাল, নীল বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার পর দ্বিতলে উঠিবার সোপানাবলী। সে সিঁড়িটীও প্রস্তর নির্ম্মিত। সিঁড়ির অগণিত ধাপ। প্রতি ধাপে পাশাপাশি সাদা ও কাল পাথর বসান। যেন গঙ্গা যমুনা সঙ্গম। সঙ্গীতবিদের চক্ষে দূর হইতে ইংরেজি বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়মের রিড্‌স বলিয়া প্রতিভাত বা ভ্রম হয়। বাড়ী খানি দ্বিতল, উপর তলায় পাঁচখানি ঘর, একটী গাড়ি বারাণ্ডার একপার্শ্বে ক্ষুদ্র একটী ছাদ, অপর পার্শ্বে একটী ছোট বারাণ্ডা। ঐ ছোট বারাণ্ডা দিয়া পুষ্করিণী দেখা যায়। নিম্নেও পাঁচখানি ঘর। চারি ধারে দালান। উপর নীচে সকল ঘর গুলিই পাথর বসান মেজে। একটী বড় হল, একটী খাবার ঘর, একটী শয়ন প্রকোষ্ঠ। শয়ন গৃহের পার্শ্বে বাথরুম ও ড্রেসিং রুম। নিম্নের গৃহগুলিও ঠিক উপরের কায়দায় অধিষ্ঠিত। হল ঘরখানি খুব ভাল রকমের আসবাবে সাজান। মেজেয় কারুকার্য্য খচিত, ভেল্‌ভেটপাইল কার্পেট পাতা। সব দেয়াল গুলিতে ( অস্‌লার কোম্পানির ) বড় বড় আয়না টাঙ্গান। আয়নার নীচে বসিবার জন্য ভেল্‌ভেটের কোমল কৌচ। দরজা

গুলিতে কিংখাপের পরদা। জানলায় গাজের পরদা কুঞ্চিত ভাবে ঝুলান। আবার পার্শ্বের গৃহের ও হলের দরজার মধ্যে স্ক্রীন ডোর। স্ক্রীন ডোরগুলি পাখী আঁকা ও আরসি বসানো। হলের মধ্যস্থলে একটী শ্বেত পাতরের টেবিল। গৃহময় নীল সাটীন মোড়া কৌচ, চেয়ার, সোফা ও নানা আসবাব। মাঝখানের কড়ি হইতে একটি বারডেলে বেলোয়ারি কাট গ্লাসের ঝাড় ঝুলিতেছে। তাহার নিম্নে এক জোড়া মধ্য স্থান কাটা, বড় সিল্ক-ঝালর দেওয়া টানা পাখা। তাহার নিচেই বড় টেবিল, তদুপরি একটা রূপার পরী দেওয়া ফোয়ারা। সেই ফোয়ারায় জলের পরিবর্ত্তে গোলাপ জল পূর্ণ। ফোয়ারাটীতে দম দিলে পরীর মুখ হইতে ঝির্ ঝির্ করিয়া গোলাপ বারি বহির্গত হয়। তাহার নিম্নে মস্তক রাখিলে সুগন্ধ গোলাপ সলিলে মস্তিষ্ক শীতল ও স্নিগ্ধ হয়। ছোট দুইটী পাশের টেবিলে দুইটী রূপার গোলাপপাস। শোবার ঘরখানির সার্সিগুলিতে নীল বর্ণের ফুল কাটা কাঁচ বসান। মেজেটী মার্ব্বেল খচিত বলিয়া আবরণ শূন্য, কিছুই পাতা নাই। মুছিয়া বা ধুইয়া দিলে তক্ তক্ করে ঝক্ ঝক্ করে। আমরি মরি! কি কর্ম্ম নিপুণতা, কি কার্য্য দক্ষতা। যুবার পছন্দের মনোহারিত্ব উপলব্ধি করিলে, প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। গৃহের এক পার্শ্বে একখানি ছোট খাট, তাহার মস্কিটো কার্টেন কড়ি কাষ্ঠে টাঙ্গান। তাহাতে একটী ফিতে বাঁধা নীল ঝালর ঝোলান, গাজের মশারি। খাটে দুগ্ধ-ফেন-নীভ শয্যা পাতা; চারিটী মাথার বালিস;

দুটী পার্শ্বের বালিস; তাহাতে ফুলকাটা ওয়াড় পরান, যেন গাছে কদম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। পার্শ্বের দেওয়ালে একটী বেলোয়ারি কাচের হ্যাণ্ডেল দেওয়া রাইটীং টেবল। তাহাতে দুইটী ড্রয়ার। তাহার ভিতরে নানাবিধ ফুল পাতা ও মোনো দেওয়া, প্রাণের জনকে লিখিবার ফ্যান্সি ফ্যান্সি চিঠির কাগজ ও লিখিবার অন্যান্য আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জাম অধিষ্ঠিত। খাটের গদিটা স্প্রীং দেওয়া, তাহাতে উঠিয়া বসিলেই দেহে আন্দোলন এবং নর্ত্তন উপস্থিত হয়। পার্শ্বের বাথরুমের মেজে মর্ম্মর বাঁধান, উপরে একটি সাওয়ার বাত। কাঁচের সাবানদানিতে একখানি ভিনোলিয়া সোপ্, কিন্তু সেখানি দু একদিনের ব্যবহার মলিন সেই নিমিত্ত তাহার ইংরাজি হরপ গুলিন অস্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বাথরুমের পাশে একটি ক্ষুদ্র ঘর, সে ঘরখানি ম্যাটিং মোড়া। প্রমোদনাথ ইংরেজ না হইলেও সেটা ইংরাজি প্রিভি। এবং ইংরাজি কায়দা করণ ও ধরণের। একটী কমোড বসান, ম্যাথরের ব্যবহারের জন্য পার্শ্বে কয়টী বেতের দ্রব্য। ভোজনাগারের মধ্যস্থলে একটা পাতরের বাদামি টেবিল, চারিধারে চেয়ার সজ্জিত। টেবিলের উপর মধ্যভাগে একটা বড় ব্লু-ডুম দেওয়া কেরোসিন ল্যাম্প; আলোটা জ্বালিলে ঠিক ইলেক্ট্রীক লাইটের মতন উজ্জ্বল আলোকে বিভাসিত গৃহ, লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। উপরে সাদা সিল্ক ঝালরমণ্ডিত টানা পাখা। টেবিলের চারিধারে রূপার ও এলুমিনিয়ম ধাতুর, কাঁটা, চামচ, ছুরি, প্লেট, গ্লাস, ডিস,

কাপ ইত্যাদি আবশ্যকীয় ও কর্ম্ম উপযোগী নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ। ছোট বারন্দায় কয়খানি বেণ্টউড-চেয়ার পাতা। বারান্দায় নীল বর্ণের চিক টাঙ্গান; সে গুলি মধ্যাহ্ন সৌরকর রাশিকে ম্লান ও স্নিগ্ধ করিবার জন্য। ড্রেসিং রুম থানিতে পাতরের ড্রয়ার শুদ্ধ একখানি ফুল—লেখ দাড়ান মিরার। নিকটে বসিবার জন্য একখানি চেয়ার। ড্রয়ার মধ্যে চিরুণী, ব্রাস, পমেটম, গ্লিসিরিন, এসেন্‌স, আতর, কুন্তলীন, ইউডিকলন ল্যাভেণ্ডার এবং আরও বিবিধ আবশ্যকীয় জিনিস রহিয়াছে। তাহারি কাছে পাশের দেওয়ালে একটী প্রকাণ্ড হ্যাণ্ডেলযুক্ত আয়নার আলমারি। তন্মধ্যে নানাবিধ হরেক রকমের পরিধেয় বস্ত্র, সার্ট পাঞ্জাবী, গেঞ্জি, কোট, প্যাণ্ট, কমফার্টার ইকিন, হ্যাণ্ডকারচিপ্ শোভিত। অপর পার্শ্বে একটা আলনা তাহার উপর বড় টারকিস্ টাওয়েল, নীচে স্লিপার, পামসু, বুট, এবং পশমি রেশমি কাজ করা বিনামা। ঐ গৃহের সম্মুখে অপর একখানি গৃহ। তাহাতে ঢালা বিছানা পাতা, চারিধারে তাকিয়া; একপাশে একটী টেবিল হারমোনিয়ম, নিকটে একখানি চামড়া মোড়া কেদারা। সে খানি বসিয়া বাজাইবার জন্য। কাছেই একটী বক্স হারমোনিয়াম, দেখিলে একটী দেবদারু কাঠের ছোট সিন্দুক বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার উপর দুটী ডাহিনা বাঁয়া। বাজনার মধ্যে এই। নীচের ঘর গুলিও উপরের ন্যায় সাজান। কেবল হলখানিতে টেবিল তিনটির অভাব। তাহা ছাড়া সোফা, চেয়ার, কৌচ, কার্পেট, সকলই বিদ্যমান। মধ্যস্থলটী বাইনাচের জন্য ইচ্ছা ক্রমেই

রাখা হইয়াছে। ছাদে দু তিনখানা ইজিচেয়ার বা আরাম কেদারা রহিয়াছে। উপরে উঠিবার সিঁড়ির কোণে একটী ব্রোন্‌জের ফেয়ারি ষ্ট্যাচুর হস্তে আলোক উপাদান। পাঠক আপনারা মনে করিবেন এ সমস্তই লেখকের কল্পনা প্রসূত মিথ্যা কথা লিখিয়া আড়ম্বর করিয়াছে। কিন্তু তাহা নয় যথার্থ সত্য। আপনারা যদি মনোহরপুরে মন্মথবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র প্রমোদনাথের "প্রমোদ-উদ্যান" দেখিতেন, তাহা হইলে চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইত ও লেখকের কথা মিথ্যা কথার সমষ্টি কিনা, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। মন্মথ বাবুর বাড়ী, বাগানের নিকট নিকৃষ্ট হইলেও মন্দ বলা যায় না। কেননা মন্মথবাবুও সৌখিন লোক ছিলেন। সেকালে যেমন সৌখিনত্ব ও পছন্দ ছিল, তদনুযায়ীই সজ্জিত ও পরিষ্কৃত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠপুত্র কুমুদনাথ আপনার পছন্দ মত বাড়ী নূতন করিয়া মেরামত করিয়া, নূতন ধরণে সাজাইয়াছেন। বাড়ীর সম্বন্ধে প্রমোদনাথ কোন কথায় কথা কহেন না। জ্যেষ্ঠ যাহা করেন তাহাই হয়। বাগানের তত্ত্বাবধানের ভার সম্পূর্ণ নিজের উপর ন্যস্ত। বাগানখানি প্রমোদনাথের অত্যন্ত প্রিয়। বাগানে চারিটা মালী, একজন দ্বারবান, দুইজন বেহারা এবং দুজন ধাঙ্গড় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। কাজের শৃঙ্খলাও বেশ দৃষ্ট হয়। যখন প্রমোদনাথের মন খারাপ হইত তখনি বাগানে আসিতেন। বাড়ীর অল্প দূরে হইলেও, বাড়ীর গাড়ী থাকিতে কেন হাঁটিবেন? তাই গাড়ী করিয়া বাগানে আসিতেন। কিন্তু যাঁরা বড়লোক, তাঁদের

মন খারাপ হইলে, বাগান বেড়াইতে আইসেন সত্য, পরন্তু তাঁদের কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয় কি?

বরঞ্চ বাগানে আসিয়া, কোকিলের কুহু রবে এবং মুক্ত বায়ু গায়ে লাগাইলেই প্রান হুহু করিয়া উঠে। আরো সেই জন্য প্রণয়িনীর সেই মধুর মুখখানি মনে পড়িয়া মনোপ্রাণ আকুল করিয়া, নয়ন-প্রান্তে অশ্রুবারি ঝরিতে থাকে। তবু লোকে বাগানে যায় কেন? কেন তাহা কে জানে! সে কেবল অন্তর্যামীই জানেন। মানুষের যার যাহা ধারনা, সেই ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত মত লইয়া, সকলেই একটা কারণ নির্দ্ধারণ করে। বাগান থাকা এবং বেড়াইতে যাওয়া, একটা বড় মানুষী খেয়াল। এইরূপ গরিবের ধারনা। অপর পক্ষে, "আমি বড় লোক, আমার বাগান আছে, আমি যাইব, আমার মন খারাপ হইলে আমি তাহা ভাল করিবার সাধ্য মতে চেষ্টা করিব। কেনইবা না করিব? আমার কিসের অভাব! পয়সা থাকিলে কি না হয়।" কিন্তু যাদের বাড়ি ভিন্ন অন্য গতি নাই, তাদের আবার মন খারাপ হওয়া কেন? সখ! সকলেরি তো সখ আছে, কাজেই বিধাতা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। যিনি গরিব, তাঁর মন খারাপ হইল, তিনি বাড়ি হইতে মন ভাল করিবার জন্য রাস্তায় ঘুরিতে গেলেন। মন ভাল হউক আর নাই হউক, লাভের মধ্যে কেবল রাস্তার ধুলো একপেট খেয়ে বাড়ি ফিরিলেন। রাস্তা বেড়িয়ে যে পায়ে বেদনা হইয়াছে, তাহা বাড়ির কারুর নিকট প্রকাশ না করিয়া, কেবল শয্যায় পড়িয়া ছট্‌পট্‌ করিতে লাগি-

লেন। এবং বাড়ির সকলের নিকট কৃত্রিম আড়ম্বর করিয়া কবির ন্যায়, রাস্তার শোভা বর্ণন করিতে লাগিলেন। ভাগ্যিস তিনি বেড়াইতে বেরিয়ে ছিলেন," নচেৎ তাঁর মন একবারেই মাটি হোয়ে যেতো আর কি! না বেরুলে কি করে ভাল হইত? তাহারি কথা এবং নিজ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া অহঙ্কার করিতে লাগিলেন।

যথার্থ ভগবান যাঁকে বড় করিয়াছেন, তাঁর সব সাজে। যিনি বড় লোক, তাঁর মান মর্য্যাদা আছে, পয়সা আছে, বুদ্ধি আছে,—রূপ থাকিলে তো কথাই নাই। না থাকিলেও সৌখিনত্ব আছে, মোসাহেব আছে, বন্ধু বান্ধব আছে, দাস দাসী আছে, আত্মীয় কুটুম্ব আছে, ঘরে স্ত্রী আছে, বাহিরে লুকানো প্রণয়িনী আছে, বাগান আছে, বাড়ি আছে, ঘড়ি আছে, ছড়ি আছে, জুড়ি গাড়ি আছে, আবার চক্ষু থাকিতেও চোখের শোভা চশমা আছে, আর আছে নিজ হস্ত সেবিত একজোড়া গোঁফ; এবং অহঙ্কার মিশ্রিত বাক্য চাতুর্য্য; আর আছে মধুর হাসি। সে হাসি সকলেরই প্রিয়। হায়রে পয়সার কি মহিমা? যাঁর পয়সা আছে, তিনি যাহা করেন তাহাই শোভা পায়। কিন্তু তুমি গরিব, তোমার অত সখ কেন? তুমি খাবে কি তাহার সংস্থান নাই, মান মর্য্যাদা নাই, কপর্দ্দক শূন্য তুমি, তোমার আবার মন খারাপ হওয়ার আবশ্যক কি বাপু? হইলে কি হয় সকলেরি তো মন আছে। মন আছে সত্য কিন্তু যাহার পয়সা আছে তাহারি মন খারাপ হওয়া সাজে, কেননা তাঁহার মন বড়। মনের সখ্ বাদ-

সাই ধরনের। গরিবের মনও গরিব, কেননা তাহার রুচি ও চাল চলন, আচার ব্যবহার সবই স্বতন্ত্র। যাহার পয়সা নাই তাহার সখ করা অনুচিত। 'এই জন্যই "উত্থান হৃদিলিয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথা" কথার সৃষ্টি। যার যেমন অবস্থা ভগবান দিয়াছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা সকলেরই অনুচিত।

গ্রীষ্মকালে, দুপরে রৌদ্রে কাট ফাটিয়া যাইতেছে মাটি তাতিয়া আগুন হইযাছে, রাস্তায় বাহির হয় কার সাধ্য। কচিৎ বাহির হইলে পা পুড়িয়া যায়। সেই সময় এবং তখনকার সে কষ্ট অনুভব করিতে বড় লোকদের আব-শ্যক হয় না। কেননা তখন বাবুরা বৈঠকখানায় দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যায় শায়িত। এবং বাহিরে বসিয়া বেহারায় টানা পাখা অনবরত টানিতেছে, তাহার বিরাম নাই বিশ্রাম নাই। গৃহ মধ্যে নিকটেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য, গ্লাসে বরফ জল রহিয়াছে, তৃষ্ণা হইলেই ঢুক ঢুক করিয়া পান করিতেছেন। দ্বারে দ্বারে খস্ খসের টাটি ফেলা তাহাতে কক্ষ গুলি অন্ধকার করিয়া, রাত্রি কালের ন্যায় স্নিগ্ধতা দান করিতেছে। খানিক অন্তর তাহাতে বেহারায় জল দিয়া ভিজাইয়া দিতেছে আর তাহারি গন্ধে গৃহ আমোদিত হইতেছে। এমন ধারা সুখ যাঁহারা দিবারাত্র ভোগ করিতেছেন তাঁদের গ্রীষ্মকালের কষ্ট আর কি জানিতে হইবে? বাবুর ঘুম ভাঙ্গিলেই হয়তো একটু মন খারাপ হইল, আর কি অমনি বাগান আছে, বাগানে চলিয়া গেলেন। পরন্তু গরীবের তো

তাহা নাই তবুও মন খারাপ হওয়া চাই। ও একটা বাবুগিরি সখ বটে। হয়তো কারোর বাড়ি পায়রার খোপের মতন ক্ষুদ্র, তাহাতে বৃহৎ পরিবারের সংকুলান হওয়া দুঃসাধ্য. কায় ক্লেশে দিনাতিপাত হয়। কাজেই বাবুদের গরম হইলে বাড়ির সমুখে রাস্তায় ঘুরিতে লাগিলেন। রৌদ্রের গরম হাওয়া গায়ে লাগিয়া গাত্র দাহ উপস্থিত হইল; সেইজন্য তৃষ্ণাও অত্যন্ত। এমন পয়সা নাই যে বরফ কিনিয়া খান সেই সময় সেই রাস্তায় আর পাঁচজন দীন দরিদ্র বাবু আসিয়া জুটিলেন, তাঁহাদিগের বাড়ি, ঘর, চাল চুলা কিছুই নাই। এমন কি কোন্ দিন কোথায় থাকেন তার স্থীরতা নাই। তবুও লম্বাই চওড়াই দেখে কে! কেহ মেসে থাকেন, কেহ হোটেলে খেয়ে রাত্রে মুদির দোকানে চোখ কান বুঁজে নিশি যাপন করেন, আর দিনের বেলা কারুর বাড়ির সম্মুখে রাস্তায় পাঁচজন ভবঘুরে, লক্ষ্মিছাড়া, বেশ্যা তাড়িত বাবু সমবেত হইয়া গাঁজাখুরি গল্প জুড়িয়া দেন। "এবার কোথায় কংগ্রেস হবে। কেমন লেকচার সে বারে কে দিয়াছিল। কশো ও কত হাজার ডেলিগেট আসিবে। সুরেন বন্দ্যো ভাল দেখ্‌তে কি উমেশ বন্দ্যো ভাল দেখ্‌তে। মন মোহন ঘোষের নাকটা বড় মোটা তার নাকে চসমা মানায় না,।" ইত্যাকার আন্দোলন হইতে লাগিল। আদার ব্যাপারির এত জাহাজের খপরে কাজ কি হে বাপু?

বাবুদের বসিবার তো স্থান নাই তথাপি পরচর্চ্চা করিতে পটু। যাহাঁর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই সকল গল্প গুজব

হইতেছিল, তিনি বেগতিক দেখিয়া, মনে মনে ভাবিলেন, হয়-তো ইহারা পান কি তামাক খাইতে চাহিবে, তাহা হইলেই তো আমার বিপদ, আমি এতো জনকে পান তামাক দিব কোথা হইতে? এই সময় সরিয়া পড়ি। এই সকল সাত পাঁচ ভাবিয়া, গরিব কৃপণ বাবুটী হয়তো লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলেন, "ওহে আমি একটু বেড়িয়ে আসি। আমার হেল্‌থ্ বড় ভাল নেই।" আজ কালকার লোক, দুইপাত ইংরাজি পড়িয়াই, ইংরাজি বুক্‌নি না দিয়া কথা কহিতে পারেন না। যেন বিশুদ্ধ বাংলা কহিতে শিখেন নাই। একটু ইংরাজি একটু বাংলায় মিশ্রিত কথা আজ কাল সভ্য সমাজে সভ্য বভ্য বলিয়া গণনীয়, সেই জন্য আপামর সাধারণের এই চাল চলন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যিনি প্রথম ভাগ পড়িতে একগা ঘামিতেন; তিনটে স, এবং ব ও র, অক্ষর কি রকম স্মরণ থাকিত না তিনিই আবার ফাষ্টবুক পড়িয়া ইংরাজিতে বুলি আরম্ভ করি-লেন।

কৃপণ বাবুটী বেড়াইবার অছিলা করিয়া প্রস্থান করিতে-ছেন দেখিয়া, আর পাঁচজন বাক্য বাগীশ বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। কি করিবেন কোন উপায় নাই ভাবিয়া, একে একে সকলে সভাভঙ্গ করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। গরীব গৃহস্থের এই রূপ দশা প্রত্যহ ঘটিয়াছে ও আজ পর্য্যন্ত ঘটিতেছে। দরিদ্র সমাজের এই রূপ শোচনীয় অবস্থা কি কোন কালে উন্নতির আলোকে আলোকিত হইবে না? এবং কেহ কি ইহার প্রতিবিধান করিতে সচেষ্ট হইবেন না? চির

কালই কি সমাজ "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" ডুবিয়া রহিবে? ইহার প্রতিকারে সকল মানবেরই বদ্ধ পরিকর হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং উচিত।

প্রমোদনাথ বাগানে আসিলেন, আসিয়াই, দ্বারবানকে গাড়ি লইয়া, অমরেন্দ্র বাবুর বাড়ী, সুষমাকে আনিতে আদেশ করিলেন।

দ্বারবানকে সঙ্কেত করিয়া দিলেন, যে, যদি কেহ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাহা হইলে বলিবে, নরোজা, সুষমাকে লইতে গাড়ি পাঠাইয়াছে।

দ্বারবান বাবুর আজ্ঞা মত তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

বসন্তের বৈকাল বেলা উদ্যান গুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। এক প্রকার অপূর্ব্ব শ্রী ধারন করে। ঝির ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতেছে, আর সেই মৃদু পবনান্দোলনে বৃক্ষের পত্র গুলি সির্ সির্ করিয়া নড়িতেছে। ফুল কলি সকল একবার হেলিতেছে, দুলিতেছে, উল্লাসিত অন্তরে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। মলয়ানীল কোন্ সুদূর হইতে এক হৃদয় উন্মত্তকারী, কুসুম সৌরভ ভার বহিয়া আনিয়া, লোক নাসারন্ধ্রে স্নিগ্ধতা দান করিতেছে।

ফল বৃক্ষে বসিয়া, পক্ষিগণ নীজ কণ্ঠ মিলাইয়া, সুস্বরে গীত গাহিতেছে। সে স্বর বড় মধুর, বড় আনন্দ দায়ক, যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়। সেই নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে স্বর্গের অপ্সরা কণ্ঠধ্বনিশ্রুতিবৎ মন প্রাণ পূর্ণ করিয়া, ঐ অসীম আকাশ পানে, অনিমেষ নয়নে চাহিয়া, চাহিয়া, আপনাকে হারাইয়া

ফলে। যেন স্বর্গের অলৌকিক শোভা দর্শন করিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে বহুদিনের বহু পুরাতন স্মৃতি মনে উদিত হইয়া, চক্ষু দিয়া পুতবারি দরবিগলিত ধারে গড়াইতে থাকে। আ মরি! মরি! কি নয়নানন্দকারী দৃশ্য, যে দেখে সেই ভোলে, যে দেখে সেই মজে। বিশ্বশিল্পির কি সুন্দর শিল্প নিপুনতা!

ধীরে ধীরে প্রমোদনাথ, পুকুর ধারে পাষান বেদির উপর গিয়া বসিলেন। এমন সময় গাড়ির শব্দ শ্রুতি গোচর হইল। তিনি আসিয়া, গাড়ি বারাণ্ডার নীচে সিড়ির উপর দাড়াইলেন; গাড়ি মন্থর গতিতে আসিয়া গাড়ি বারাণ্ডার মধ্যে উপস্থিত হইল। প্রমোদনাথ আনন্দ স্ফীত বক্ষে, সুষমাকে হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইলেন। সুষমা লজ্জায় মুখনত করিল, প্রমোদের দিকে চাহিতে পারিল না। অসাড় অস্পন্দ দেহলতা প্রিয়তমের উপর ভর দিয়া, নির্ব্বাক নির্নিমেষ নেত্রে ভূমি পানে চাহিয়া রহিল। গাড়ি চলিয়া গেল। উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া দ্বীতলে উঠিলেন; হলে আসিয়া, দুইজনে দুইখানি স্বতন্ত্র চেয়ারে বসিলেন। কিছুক্ষণ কেহই কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর প্রমোদনাথ সুষমাকে টানিয়া আনিয়া, একখানি সোফায় উভয়ে একত্রে বসিলেন। সুষমা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল, কথা কহিবে কি চাহিতে পারিল না। এই অবসরে প্রমোদনাথ সুষমাকে গাড় আলিঙ্গন করিলেন। এবং তাহার সুন্দর সুগোল লজ্জা রক্তিম গণ্ডে অতি আদরে, অতি সোহাগে চুম্বন করিলেন। সুষমা লজ্জায় আরক্ত মুখি হইয়া উঠিল; এবং ঘামিতে লাগিল। এতদূর

হইবে জানিলে সে কখনই আসিত না। একে সে অবিবাহিতা তায় যুবতী, যদি বিবাহ না হয় তবে প্রমোদনাথই আবার স্বপ: করিবেন, এই সব ভাবিয়া ভয়েও বিস্ময়ে ঘামিতে ছিল। প্রমোদনাথ একে যুবক, তায় আবার বড় ঘরের সন্তান, বিলাসিতায় ও রসিকতায় পটু এবং প্রেম প্রবন হৃদয় লইয়া সেই চির বাঞ্ছিতার সহিত নিভৃতে মিলিত হইয়াছেন, আর কি থাকিতে পারেন। "বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে, কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?"

সেইরূপ চুম্বন বন্যায় সুষমাকে ভাসাইয়া আকুল করিয়া তুলিলেন। সুষমা কিন্তু চুম্বন বিনিময় করিতে শঙ্কুচিত হইল।

আধুনিক কবিরা বলেন, যে, প্রেমের প্রথম চুম্বনে যে সুখ অনুভব হয়, তাহা স্বর্গ সুখ হইতেও সুখ জনক। এবং চির দিন স্মরণীয়। এমন সুখ লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ইহা মর্ত্তে পরের কথা স্বর্গেও দুর্ল্লভ।"

তাহার পর প্রমোদনাথ, সুষমার সেই মধুর মুখখানি সযত্নে স্বহস্তে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,

"লাজে অবনত মুখী তনু খানি আবরি।
মেঘেতে চপলা হাসি, তায় বড় ভালবাসি,
কে চাহেরে প্রজাপতি? পেলে হেন ভ্রমরী" —

আবার চুম্বন করিলেন।

আ, ছি! ছি! করিলে কি? প্রমোদ তুমি যুবক, সুষমা যুবতী, নিভৃতে দেখা সাক্ষাতই দোষণীয়। তারপর আবার অনুঢ়ার মুখে চুম্বন। সুষমা এখনো তোমার পরিনীতা স্ত্রী

হয় নাই, তুমি তাহাকে কেন স্পর্শ করিলে ? কালে সে যদি পরস্ত্রী হয় তাহা হইলে তোমার পাপ স্পর্শিবে ।.

উন্মত্ত হৃদয়-বেগ সংযত করিতে পারিলে না যুবক! তুমি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া, আ, ছি ! ছি ! করিলে কি ?

সুষমা কিন্তু নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে সজল চক্ষে বসিয়া রহিল । কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিল ; তাহার পর প্রমোদনাথ সুষমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুষমা আজ তোমার পিতা তোমাকে আসিতে নিষেধ করিলেন না ?"

সুষমা বহু কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া লজ্জা নম্র মুখে, ধরা ধরা আওয়াজে, জড়িত কণ্ঠে কথা কহিল ; কথা কহিতে তাহার হৃদপিণ্ড তাল মারিতে ছিল । কণ্ঠোরোধ হইতে ছিল, কি করিবে অতি কষ্টে কহিল, "না" ।

প্র । কেন ?

সু । কেন, জানি না ।

প্র । তবে কি তোমার মা পাঠিয়েছেন ?

সু । তাহাও নহে ।

প্র । তুমি নিজে আসিলে ?

সু । হঁ্যা ।

প্র । তুমি কি বোলে নিজে আসিলে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না ?

সু । সে বারে আমায় তোমাদের বাড়ি যাইতে, বাবা নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মা কি বলিয়া ছিলেন জানি না, বাবা সেই থেকে আর আমাকে তোমাদের বাড়ি যেতে কিছু

বলেন না। আজ তাই গাড়ি যাবামাত্র আসিয়াছি।

প্র। সুষমা আমি তোমায় বার বার জিজ্ঞাসা করাতে তুমি আমার প্রতি নিশ্চয় চটিতেছ?

সু। কেন চটিব!

প্র। তুমি আমার কথায় আমার জন্য আসিলে, আর আমি সেই আসা পর্য্যন্ত তোমাকে কেবল প্রশ্ন করিয়া করিয়া বিরক্ত করিতেছি।

সুষমা যথার্থই বিরক্ত হইতেছিল, এতক্ষণ পরে তার লাজের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল; সে মুক্তকণ্ঠে গ্রীবাস্ফীত করিয়া কহিতে লাগিল,"তোমার কাছে, আমার এরূপ ভাবে আসা অন্যায় সত্য, কিন্তু তোমায় যখন আমি স্বামী বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন লোক চক্ষে অন্যায় হইলেও, আমার এ একেলা আসা অন্যায় হয় নাই। স্বামীর আদেশ স্ত্রী কখন অবহেলা করিতে সমর্থ হয় না। স্বামীর বাক্য পালনে স্ত্রী কিনা করিতে পারে; স্বামীর আদেশানুসারে সীতা বনে গিয়াছিলেন, অগ্নি পরীক্ষা দিয়াছিলেন, এবং বার বার কত না নিগ্রহ সহ্য করিয়া শেষে প্রাণপাত করিয়াছিলেন। স্বামীর কথায় কুন্তি, সতী বলিয়া বিখ্যাত। তখন ত আমি কোন ছার! তোমার কথায় আমি কি না করিতে পারি। তোমায় আমি স্বামী বলিয়া জানি; জীবনে মরনে স্বামী বলিয়াই জানিব। যদি বিধাতার ইচ্ছা অন্য রূপ হয়, যদিই ঘটনা ক্রমে আমি অন্যের স্ত্রী হই, তা' হোলে, তুমি স্থির যেন, সেই দিন আমার মৃত্যু নিশ্চিত। আমি এ জীবনে, তোমা ছাড়া অন্য কাহাকে স্বামী বলিতে পারিব না।

তোমায় ভাল বাসিয়াছি, তোমাকে স্বামী বলিয়া না পাইলে, এ জীবনই বৃথা জানিন। তুমি যদিই আমাকে বিবাহ না কর কিম্বা আর কাহাকেও বিবাহ কর, তাহাতেও আমি অসুখী হইব না। এ জন্মে যদিই তোমায় স্বামী বলিতে না পাই পরজন্মে সে সাধ মিটাইব। এ জন্ম তোমাকে দেবতা জ্ঞানে, স্বামী জ্ঞানে, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে পূজা করিয়াই সুখী হইব।''

বালিকার মুখে জ্ঞানের কথা শুনিয়া, প্রমোদনাথের জ্ঞান হইল। তিনি মর্ম্মাহত হইলেন এবং লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"যদি যথার্থ প্রেম বলে কোন বস্তু থাকে, তাহা নারী হৃদয়েই বিদ্যমান ; এবং হিন্দু রমণীরই তাহাতে বিশেষ ভাবে চরিত্র গঠিত ও মার্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। পরের জন্য এমন আত্মত্যাগ ও স্বার্থ ত্যাগ অপর জাতিতে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল জাতিতেই একের অভাবে, অন্য আর এক জনকে স্বামী বলিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না। কিন্তু হিন্দু রমণী মাত্রেই, কি সধবা, কি বিধবা, সকলেই আজীবন এক জনকে স্বামী বলিয়া জানে ও তাহারি অভাবে ও অদর্শনে নিজের জীবন পাত করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত নহে। ইহা হিন্দু জাতির গৌরব, এবং সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। আবহমান কাল সেই একই নিয়ম, সেই একই প্রথা ; তাহার আর অন্য ভাব নাই, অন্যরূপ বৈচিত্র পরিদৃষ্ট হয় না। ইহাতে সমাজের এবং প্রতি মানব মাত্রেরই গৌরবান্বিত হওয়া নিতান্ত

কর্ত্তব্য। অনেক কথা ভাবিয়া, প্রমোদনাথের হৃদয় মথিত হইল এবং চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া, ব্যথিত হৃদয় অধিক ব্যথিত করিয়া, ঝরিয়া পড়িল।

প্রমোদনাথ সুষমার হাত দুইখানি অতি আদরে ধরিয়া বলিলেন,

"সুষমা! আমি না বুঝিয়া তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা দিয়াছি, তুমি এ অভাগা ও কাতর হৃদয় ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবে না, কি?"

সুষমার চক্ষেও জল দেখা দিল, আর রাখিতে পারিল না। দুই ফোটা জল প্রমোদনাথের হস্তোপরি পতিত হইল। প্রমোদনাথ চাহিয়া দেখিলেন, সুষমা কাঁদিতেছে। তাহাতে তাঁহার অন্তঃস্থল ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি মনে ভাবিলেন—না জানিয়া বালিকার হৃদয়ে কত ব্যথা দিয়াছি, এ পাপ আমায় ভূগিতে হইবে। আমি সুষমাকে যদি পাই তবেই বিবাহ করিব; নচেৎ আর এ জন্মে কাহাকেও বিবাহ করিব না। যদি বুক চিরিয়া দেখাবার হ'তো, তা' হ'লে দেখাইতাম যে তাহার জন্য আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে কিনা। অনেক কথা ভাবিবার পর, সুষমাকে প্রকৃতিস্থ করিবার উদ্দেশে, নিজ ভাব গোপন করিয়া, কৃত্রিম হাসি হাসিয়া, কহিলেন,

"ছি! সুষমা তুমি এখনো বালিকা। তুমি সামান্য কথায় কাঁদবে জানিলে, আমি তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতাম না।"

সুষমা চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া, কহিল, "না, আমি তোমার কথায় কাঁদিব কেন? আমার চখে কি পড়িয়াছে, তাই চখে জল এল।"

সুষমার কথায় প্রমোদনাথ হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন "সুষমা! আমরা এইখানে অনেকক্ষণ বসিয়া আছি, বাগানটা বেড়ান হ'লো না। চল একটু বেড়িয়ে আসি। সুষমা লজ্জিত ভাবে কহিল, "তোমার হাত ধ'রে বেড়াইলে যদি কেহ কিছু মনে করে?"

প্রমোদ। "কেহ কিছু মনে করিবে না। আর যাদের ভয়ে তুমি শঙ্কুচিত হ'চ্চ, তাহারা আমার বেতন ভোগী চাকর মনে কিছু হইলেও বলিতে সাহস করিবে না।"

সুষমা আর কোন কথা না বলিয়া, ধীরে ধীরে, প্রমোদনাথের সহিত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, উভয়ে গিয়া, পুকুর ধারে পাষাণ বেদির উপর উপবিষ্ট হইলেন। রাজহাঁস গুলি পুকুরে কেমন খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। ফুটোন্মুখ ফুল কলির পর, ভ্রমর কেমন নির্ব্বিঘ্নে মধুপান করিতেছে। গাছের উপর, থাকিয়া থাকিয়া, পাপিয়া নীজের স্বর লহরী সপ্তমে তুলিয়া জগৎ মাতাইতেছে। আবার সেই গীত ধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া, প্রতিবেশী কোকিল, কুহু কুহু রবে ঝঙ্কার দিতেছে। মৃদু মন্দ সমীরণে, ফুল্ল কুসুম দল, ঢলিয়া ঢলিয়া লতার গায়ে পড়িতেছে। বসন্তের বৈকালে ধরা কিবা সুন্দর সাজে সজ্জিত আপনার শোভায় আপনি ত্রিভুবন জয়ী হইতেছে। কি

অপূর্ব্ব নয়নানন্দকারি প্রাণারাম সময়। আ মরিরে! এ শোভা যে না দেখিল, যে না উপভোগ করিল, তাহার জন্মই বৃথা। এই সকল প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া, প্রমোদনাথের ভাব-প্রবণ হৃদয়ে, এক অনির্ব্বচনীয় ভাব উপস্থিত হইল. সেই ভাবের ঘোরে, একটী মধুর ভাষায় একটী মধুর অথচ প্রেম প্রদীপ্ত কবিতা প্রণয়ন করিলেন এবং নির্জ্জনে বলিবার লোক পাইয়া আজ মুক্তকণ্ঠে. সুষমার গোলাপ বিনিন্দিত চিবুক ধরিয়া. বলিতে লাগিলেন।

"বলদেখি সখী, পবন পরশে
ওই যে কুসুম হাসিছে হরষে,
মত্ত মধুকর তুষিছে উল্লাসে
কি গুণে উহার ভুলেছে অলি?
হাস দেখি সখি হাসনা আবার
ভুলেছি ও হাসি দেখিয়া তোমার
কি লাগি এখন লুকাও বদন?
দেখনা চাহিয়া মু'খানি তুলি।
তোমায় আমায় শুন সুবদনে,
অন্তরে অন্তরে মিলেছে দুজনে,
তোমার যা কিছু হাসি, রূপ, গুণ,
সকলি সুন্দর আমার কাছে।
আমার নিকট তোমার মতন.
সার্ব্বাঙ্গ সুন্দর রমণী রতন,
লাজে অলঙ্কৃতা. গুণে বিভূষিতা,

মধুর ভাষিনী ভুবনে নাই।
অমন সুন্দর সরল হৃদয়,
অমন লাবণ্য হাসি মধুময়,
অমন ললিত সুকোমল দেহ
বলদেখি সখি কাহার আছে?
সকলের চেয়ে মনটী তোমার,
ভাল বাসি বড় প্রেয়সী আমার,
হেন সরলতা দেখিনি কোথায়;
নিমেষে মানস মোহিত হয়।
সাধে কি ভুলেছি দেখিয়া তোমায়!
সাধে কি ওরূপ জীবন জুড়ায়?
আমি কোন ছার! তোমার ও রূপ,
পারে লো করিতে জগৎ জয়!
নয়নে নয়নে চাহ একবার
নয়নে নয়নে তোমার কথার
প্রত্যুত্তর পাবে, বুঝিতে পরিবে
কেন যে ও রূপে মোহিত হই।

সুষমা একমনে, অনিমেষ নয়নে, প্রমোদ নাথের পানে চাহিয়া চাহিয়া, আপন হারাইতেছিল।

কবিতা সমাপ্ত হইলে, প্রমোদনাথ সুষমার লজ্জারক্তিম ওষ্ঠাধরে, বার বার সস্নেহে চুম্বন করিলেন। সুষমা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, একাগ্রচিত্তে এতক্ষণ কবিতা শুনিতে ছিল। সন্ধ্যা হইয়াছে, কোথায় বসিয়া আছে, কি করিতেছে, কি শুনিতেছে

তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল। কেবল ভাবিতেছিল, "প্রমোদ কি আমায় যথার্থই ভালবাসে? না, মৌখিক? যদি যথার্থই হয়, তবে এ ভালবাসা কি আমাদের চিরস্থায়ী হবে?" এইরূপ কত কি ভাবিতেছিল; হঠাৎ তাহার চট্‌কা ভাঙ্গিল। মনে পড়িল,—একি করিতেছি, বাড়ি যাইব কখন, সে কথা একেবারে স্মরণ নাই—ভাবিয়া ভয় হইল; পিতাকে মনে পড়িল। হয়তো আজ এই গর্হিত কর্ম্মের জন্য, পিতার নিকট যথোচিত তিরস্কৃত হইতে হইবে। সাত পাঁচ ভাবিয়া, প্রমোদ নাথকে, অতি শঙ্কুচিত ভাবে কহিল, "সন্ধ্যা হয়েছে, এইবার আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

তদুত্তরে প্রমোদ বলিলেন, "ইহারি মধ্যে যাবে? আর একটু থাকিবে না?"

সুষমা। "না আজ আর থাকলে অন্যায় হবে, পরমেশ্বর যদি দিন দেন, তা হলে তখন তোমার কাছে চির দিন থাকবো।"

প্রমোদ। "তবে আর আমার বলিবার কিছুই নাই, অনুরোধ, এই হতভাগ্যকে স্মরণ রাখিও।"

সুষমা। "জীবন থাকতে তোমায় ভোলা আমার অসাধ্য। এখন আমায় পাঠিয়ে দাও।"

প্রমোদ নাথ অতি আদরে, সুষমার হাতখানি ধরিয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে একটি ফুলের তোড়া দিব বলিয়া, মালিকে বাঁধিতে বলিয়াছি, সে আসিলেই তোমায় পাঠাইয়া দিতেছি।" তৎক্ষণাৎ মালি ফুলের তোড়া লইয়া হাজির

হইল, এবং সাদরে বাবুর সম্মুখে তোড়াটী ধরিল। প্রমোদনাথ মালির হস্ত হইতে তোড়াটি লইয়া তাহাকে গাড়ি আনিতে কোচমানকে বলিতে বলিলেন। মালি বিদায় হইল বাবুর আদেশানুসারে গাড়িবারাণ্ডার নিম্নে গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রমোদনাথ ফুলের তোড়াটি সুষমার হস্তে সমর্পন করিয়া, হাত ধরিয়া, গাড়িতে সুষমাকে উঠাইয়া দিলেন। এবং সতৃষ্ণ নয়নে উভয়ে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহিস গাড়ির দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। বিসন্ন বদনে প্রমোদ নাথ সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোচম্যান গাড়ি হাকাইয়া দিল। প্রমোদনাথ একদৃষ্টে গাড়ির পানে তাকাইয়া রহিলেন, সুষমাও গাড়ির ভিতর হইতে প্রমোদনাথকে দেখিতে ছিল।

ক্রমে গাড়ি দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল। আর কেহই কাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

## পরিচারিকার পার্লিয়ামেণ্ট।

সন্ধ্যা উত্তির্ণ হইয়াছে; মন্মথ বাবুর বাড়ির গৃহে গৃহে ও প্রাঙ্গণে আলো জ্বলিতেছে। এমন সময় একটি অন্দর মহলের

প্রশস্ত দালানে বাড়ির পরিচারিকাগণ সমবেত হইয়াছে। মন্মথ বাবুর বাড়ি, অনেক গুলি, দাস দাসি, বামনি (রাধুনি) প্রভৃতি যাহা কিছু বড়লোকের বাড়ি থাকা কর্ত্তব্য, তাহাই নিযুক্ত রহিয়াছে। সোণা এবং আহ্লাদী, লক্ষী দাসী, বহু-কালের পরিচারিকা। সোণা তাঁতির মেয়ে, তারকেশ্বরের দশ ক্রোশ দূরে সজনগঞ্জে বাড়ি। দেখিতে বুড়ী, কিন্তু কলহে বিশেষ পটু। আহ্লাদি, মুরসিদাবাদের লোক। জাতিতে কৈবর্ত্ত। মন্মথ বাবুর বাড়ি বহুকাল চাকরি করিতেছে এবং সেই জন্য অঙ্গে দুখানা সোণাদানা শোভা পাইতেছে। তাই তার অহঙ্কার পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত এবং সে দাসি মহলে বুদ্ধিমতী নামে অভিহিত। কেন না সে মুনিবদিগের প্রিয়পাত্রি। অন্যান্য আরও অনেক গুলি দাসি আছে; কাহারো নাম কুসুম, কাহারও নাম যাদু, কাহারও নাম মালতী, কাহারও নাম মতী, এই সকল নামে অনেক গুলি পরিচারিকা আছে, বিস্তৃত নামের তালিকা দেওয়া বাহুল্য মাত্র। সকলের মধ্যে আহ্লাদী ও সোণা, বাড়ির (হেড্) মুখপাত্র ও বড়দরের পরিচারিকা। তাহারা যাহা বলিত ও যাহা করিত তাহাই হইত। মুনিবের খুব দরদ বুঝিত। এমন কি নুতন দাসি রাখিতে হইলে, তাহাদের পছন্দে রাখা হইত সোণা ও আহ্লাদীর কথা গুলি একটু উল্টা ধরণের। তাহা-দের সহিত যাহারা অনেক কাল বাস করিয়া আসিতেছে, তাহারাই তাহাদের কথা বুঝিতে সক্ষম। নতুবা অন্য নূতন লোকের বুঝিবার সাধ্য নাই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; গ্রীষ্মকালের বেলা, বহু কষ্টের পর সকলের একটু বিশ্রাম করিবার অবসর হইয়াছে, তাই পার্লিয়ামেণ্ট সভা করিয়া সকল দাসি গুলি একত্র হইয়াছে। পার্লিয়ামেন্টের বিচার হইতেছে, সভাপতি আহ্লাদী। কথা কি, না, কোন মুনিব কেমন দেখতে, কে কাহাকে বেশি ভালবাসেন, কাহাকে দেখিতে পারে না কে কেমন খান, কাহার পাতে কি থাকে, এই সকল কথার আন্দোলন হইতেছে। কেহ নিজের পায়ে কেরোসিন তৈল মালিস করিতেছে। কেহ বা সমস্তদিন জল ঘাঁটিয়া পা হাজিয়াছে বলিয়া, সেই হাজাপায়ে চুনহলুদ গরম করিয়া দিতেছে। আবার কেহ পাকায় কাঁচায় মিশ্রিত, গঙ্গা যমুনা সঙ্গম চুল গুলি পাঁচ অঙ্গুলে কুলাইতেছে। অন্য একজন বলিতেছে "এ বছর বড় আকাল, এবছর একটুও জল হলোনি বোন্ দেশে ধান চাল হবে কেমন করে।" কেহ বলিতেছে, 'আমার বোন্ দেশ হতে চিটি এসেচে, আমার ঘরের দেওয়াল পড়েগেছে, এবার মাইনে পেলে আমাকে বাড়ি যেতেই হবে।" এমন সময় বৌঠাকুরাণী সোণাকে ডাকিলেন। বধুর গলার শব্দে সবদাসি গুলিই নিজে নিজে সামলাইয়া, অন্য কথা পাড়িল। সোণা তাড়াতাড়ি উত্তর দিল "যাচ্চি গো বউ ঠাক্রুণ," বলিয়া সসব্যস্তে যেখানে বউ ঠাক্রুণ দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই খানে গিয়া কহিল, "আমায় ডাক্‌ছিলে কেন ভাই?"

বউ হাসিয়া কহিলেন, "সোণা তোমায় এখনি একবার বাজারে যেতে হবে।"

সোণা পা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "আমার পায়ে যে নেগেচে গো, তা তোমরা মনিব, গুরুনোক হচ্চ, তোমাদের দেখাতে নেই তা নইলে বুঝতে, আমার পায়ে কত বেদনা হয়েছে। হেই বউ ঠাকুরুণ, আজকের মতন সবুর কর আজ ভাই থাক্ কালকে গেলে হবেনা?"

বউ। না এখনি দরকার।

সোণা। তোমার কিবরাত আছে বল না?

বউ। আমার বরাত টরাত কিছু নয়, তোমার দাদাভেয়ের বরাত। (সোণা প্রমোদনাথকে দাদা ভাই বলিত।) বন্ধুবাবুরা এসেছেন, তাঁদের জলখাবার আন্‌তে বাজারে যেতে হবে।

সোণা। কিখাবার বলনা? আমি ভাই অনেক খাবারের নাম জানিনি। আমার মুক দিয়ে সব খাবারের নাম বেরোয় না।

বউ। এই চার আনার লেডিকেনি, ছ আনার ডালপুরি চারি পয়সার পাঁপর ভাজা, আর চার পয়সার ল্যাঙ্গেচা।

সোণা। চার আনার নেদিকেদি। ছ আনার ডালমুরি, চার পয়সার পাকুর ভাজা, চার পয়সার ন্যাংচা, দেখো হলুনি?

বউ। হয়েছে তোমার মাথা আর মুণ্ড, এখন যাও তবে, ভুলে মরোনা।

সোণা। তা নয় তুমি একটু নিকে দাও না, তাহোলে আর ভুলবোনি।

বউ। "আ মরণ তোমার! আমি খাবার গুলাকে লিখব

নাকি ? এখন তুমি যাও, মনে মনে ভাবতে [illegible] যেও, কিন্তু শিগ্‌গীর এসো।" সোনা ক্রোধ-জড়িত-[illegible] কহিল, [illegible] তরস্ত কর্‌লে আস্‌তে পারবনি। আ[illegible] বিলম্ব হবে। আমার যে পায়ে বেদ্‌না গো, একটু [illegible] লম্ব হোলে. কৈফৎ কোরুনী বাবু, তা বল্‌চি।"

বউ। মর ! না, এখন তুমি বাড়ি [illegible] গীর্‌ ফেরও।"

সোনা, হি হি, করিয়া, দন্ত বিস্তার করি[illegible] ত হাসিতে কহিল, 'তা, চন্নুম, যত শিগ্‌গীর্ পারবে [illegible] স্‌তে কসুর করবনী।"

সোনা চলিয়া গেল। সোনা [illegible] খুব হন্ হন করিয়া চলিতে পারে। কিন্তু সমস্ত [illegible] বাবুর নাম জপিতে জপিতে যাইতেছিল, রাস্তার [illegible] রা, সোনার দিকে তাকাইতেছিল, তাহারা সোনা[illegible] গল বিবেচনা করিয়া, হাসিতেছিল। সোনা তাহা লক্ষ্য করিল, এবং [illegible] সহ্য করিতে না পারিয়া একজনকে, কহিল, "পোড়া মুখো (পোড়ার মুখ) হাসতে জায় গা পাওনি ? আমি বুড় মানুষ, আমার বাগে (পানে) চাইলে কি হবে, যা না যেখানে তোদের মা, মাসী আছে, সেইখানে গিয়ে হাসগে যা।" রাস্তার লোকটী অন্যায় গালি প্রয়োগ দেখিয়া বলিল, "বাছা, তুমি মিছি মিছি গাল্ দিচ্ছ কেন ? তুমি বুড় মানুষ, তোমায় দেখে কেউ হাসে নি, তুমি সমস্ত রাস্তা আপন মনে কি বলিতে বলিতে যাইতেছ, সেই জন্যে সকলে তোমায় পাগল ভাবিয়া হাসিতেছে।" সোনা আর কোন কথা না বলিয়া, খর্ব্বাকৃতি দেহ দোলাইয়া

ব্যাংয়ের উদরের মতন, স্থূল গাল দুখানি ফুলাইয়া, ভ্যাঁটার মত গোল কোটর-গত-চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে, নিজের গন্তব্য পথে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল॥

এদিকে বউ সোনার আসিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া, বধূ সকলের আহারীয় দ্রব্য গোছাইতে রাঁধুনী বাম্নীকে ডাকিলেন।

বামনী আসিয়া সকলের খাবার গুছাইয়া দিল। ঘরে ঘরে খাবার আগুলাইয়া থাকিবার জন্য দাসীদিগকে দ্বারের নিকটে বসিতে বলিলেন। বধূর আদেশ মত, দাসীরা দ্বারে দ্বারে, বসিয়া, আহারীয় বস্তু আগুলিতে লাগিল। সোনা আসিল না দেখিয়া, বউ, কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেলেন। ও দিকে বৈঠকখানায় প্রমোদ নাথের বন্ধুবর্গের উদর, ধুনার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাঁরা আর থাকিতে পারেন না, বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। তাঁরা মুখে জানাইতেছেন, তাঁদের যেন খাইতে আদৌ ইচ্ছা নাই, কি করিবেন, কেবল প্রমোদনাথের অনুরোধেই এতক্ষণ বসিয়া আছেন। মনে হইতেছে, "কখন খাব কখন খাব, খেতে দিলে হয়, নইলে শুধু মুখেই বা ফিরে যেতে হয়।" এই সব ভাবিয়া ব্যস্ততা দেখাইতে বাধ্য হইলেন। প্রমোদনাথ, খাবার আসিয়াছে কি না, তাহাই দেখিতে বাটীর ভিতর আসিলেন; এমন সময় দাসীদিগের ঝগড়ায় গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল; কলহের গোলযোগে কেহ কাহারও কথা শুনিতে বা বুঝিতে পারিতেছে না। এমন গোল যে, কানে তালা লাগিতেছে।

প্রমোদনাথ, একেবারে স্তম্ভিত হইয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় সেই গোলের মধ্যে বউঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে? এতো গোল কিসের?"

ভয়ে, কেহই কিছু বলিতে সাহস করিল না। আহ্লাদী আর থাকিতে পারিল না, সে কহিল, "স্থাদে, বউঠাকুরুন্, খাবারের কাছে মতি ব'সেছিলো, সে ঢুলতেছে, এমন সময় ছোট বাবুর সখের বিরেল (বিড়াল) এসে, খাবারে মুখ দিয়ে গেল।" প্রমোদনাথের একটী পোষা মেনি বিড়াল ছিল, কিন্তু তাহার এক পয়সার চিংড়িমৎসে ও চারিটী পাতের ভাতে পেট ভরিত না, কাজেই সে সময়ে সময়ে হাঁড়ি খাইতে বাধ্য হইত। সেইজন্য, দাসীদিগের নিকট তাহার লাঞ্ছনার এক শেষ হইত, কিন্তু উত্তম মধ্যম প্রহার খাইয়াও বিড়াল নীজ জাতিয় সধর্ম্ম ভুলে নাই। তাহার উদর ভরিত না বলিয়াই, সে, কখন কাহার আহারীয় সামগ্রী উদরসাৎ করিবে ভাবিয়া, ছোঁক্, ছোঁক্ করিয়া ঘুরিত। কোনও দিন সুযোগ পায় নাই বলিয়া, মনের দুঃখে, 'মিউ, মিউ' শব্দ করিয়া, বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইত। আজ দাসী, ঢুলিতেছে দেখিয়া, তাহার পশু হৃদয়ে সাহস হইল; লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিল। মেনি যেমন পাতে মুখ দিয়াছে, অমনি একটী কঁ্যু, করিয়া শব্দ শ্রুত হইল, সেই শব্দে দাসির তন্দ্রা অপসারিত হইল। সে আপনার দোষ ঢাকিবার জন্য যেমন বিড়ালটীকে তাড়া দিয়াছে, বিড়ালও প্রাণ

ভয়ে, পলাইতে গিয়া, একেবারে জলের গ্লাসটী পাতে উল্টাইয়া ফেলিয়া একলাফে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। যদি বা বিড়াল না খাইতে পারিতো, কিন্তু তাড়া খাইয়া একে আর করিয়া পলায়ন করিল। দাসী মাত্রেই ইচ্ছা পূর্ব্বক, ভান করিয়া ঘুমায় আর যেমন বিড়াল ঘরে ঢোকে, অমনি হায়, হায়, করিয়া, চিৎকার করিয়া উঠে. সকলে জিজ্ঞাসা করিলে, কহে. "আমার একটু তন্দ্রা আসিযাছিলো, আর পোড়া মুখো বেড়াল, খাবারে মুখ দিয়া গেল।" "মুনিব ঠাকুরাণী অগত্যা সেই খাবার দাসিকেই লইতে আজ্ঞা করেন। এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া, ফিকির খাটাইবার জন্য, আজ মতি ও ঘুমের ভাণ করিয়া ছিল। কিন্তু আজ তার ফিকির খাটিল না। বিড়াল-পুঙ্গব নিষ্ফল হইয়া, সমস্ত আহার্য্য সামগ্রী জলে ভিজাইয়া দিয়া গেল। "যায় শত্রু পরে, পরে।" বিড়াল কি জানিয়া শুনিয়াই বধুর পাতে মুখ দিয়া ছিলো গা? যদি কাহারও বাড়ীর খাবার মারা যায়, তাহা বধুরই যায়। কেননা বউ বেচারি নিরীহ, কিছু বলিতে পারে না; সেই সাহসে, বিড়াল ও দাসীগণ বধূরই খাবার নষ্ট করিতে পারে। বাড়ীর ছেলে, মেয়েদিগের খাবার নষ্ট করিতে সাহস করে না, কেননা তাহা-দের খাবার নষ্ট করিলে গৃহিনী বাড়ি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, আর বউয়ের খাদ্য নষ্ট হইলে, মনে হাসি পাইলেও, মুখস্থ লোক দেখাইয়া, একটু তিরস্কার করিবেন। বৌ বেচারী মনে ক্রোধ হইলেও তাহা চাপিতে বাধ্য হয়। এই জন্যই দাস দাসীর এবং বিড়ালদিগের সাহস বাড়িয়া যায়। বউ

ঠাকুরাণী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া, বলিলেন, "আহ্লাদী, তুই কি কচ্ছিলি"।

আহ্লাদী কৃত্রিম দুঃখ দেখাইয়া, কহিল, "হ্যাদে দেখদিকি ভ্যালা, হ্যাদে, ও ছিকো হলো, হ্যাদে, আমি কি এখানে ছেলাম গো, আমি যে খুকিকে মশা তাড়া চ্ছেলাম। মা ডাক্‌লে, বল্লে, খুকী ঘুমুচ্ছে, আহ্লাদী তুই একটু মশা তাড়াবি আয় তাইতে আমি খুকীকে বাতাস কচ্ছেলাম।"

বউ ঠাকুরাণী বলিলেন, "যাক্, গেছে, গেছে, তোরা আর ঝগড়া করিস্‌নে, মায়ের কানে, উঠ্‌লে, তিনি রাগ কর্‌বেন।"

আহ্লাদী। "হ্যাদে, তাও কি হয় গা? মায়ের কাচ্ছে না বল্লে, তুমি হ্যাদে, খাবে কি? মোছ্‌লমে (একেবারে) খাবে না?"

বউ। "মায়ের মাথা ধরেছে, তিনি আজ খাবেন না সেই খাবারটা না হয় আমি খাবো এখন।"

দাসীরা একটা মীমাংসা হইল দেখিয়া, কলহে ক্ষান্ত হইল। মতিও গৃহিনীর তিরস্কারের নিকট অব্যাহতি পাইল। প্রমোদ নাথ এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বৌ ঠাকুরাণীকে বলিলেন, "কাহাকে খাবার আনিতে দিয়াছ? সেকি আজ আর ফিরিবে না, নাকি?"

বউ। ও মা, তাই তো ভাই, সে কথা এতক্ষণ আমার একবারেই মনে ছিল না, ভাগ্যি তুমি ভাই স্মরণ করিয়ে দিলে।"

প্রমোদ। "আমি না মনে করে দিলে কে দেবে? তোমা-

দের এই গোলযোগে, হয়তো এতক্ষণ আমার বন্ধুরা জল-যোগের আশা ত্যাগ কোরে প্রস্থান করেছে।”

বউ। “তবে বাজারের খাবার কে খাবে? অত খাবার বাসী হলে, কি হবে ভাই?”

প্রমোদ হাসিয়া কহিলেন, “তোমার তো আজ খাবার নেই, তা তুমি খাবে, আর তোমার সখের দাসী, সোনা, খাবে।”

বউ ঠাকুরাণী হাসিলেন। প্রমোদনাথ, তাঁর বন্ধুরা পলাইয়াছেন কি, না, তাহাই দেখিতে বাহিরে গিয়াছেন। এমন সময় সোনাও খাবার লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বৌ ঠাকুরাণী, রেকাবিতে গুছাইয়া, খানসামার হাতে দিতে লাগিলেন, খানসামা লইয়া যাইতে লাগিল। খাবার দেখিয়া বন্ধু বাবুদের মুখে আর হাসি ধরে না। তাঁরা কি সহজে লেডি কেনীংযের লোভটা ছাড়িতে পারেন। কাজেই এতো রাত্রি হইয়াছে, তবুও বসিয়া আছেন। তাঁহারা যেন ইচ্ছা পূর্ব্বক বসিয়া নাই, কেবল প্রমোদনাথ জোর করিয়াই তাঁদের এতক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াছেন তাই তারা রহিয়াছেন। বন্ধু বাবুদের জলযোগ হইলে, তারা পান চিবাইতে চিবাইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

---

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

## বন্ধু সমাগম।

বৈকালে, প্রমোদনাথ নিজের বৈঠকখানায়, বাতায়নের নিকট চেয়ারে বসিয়া, মুক্ত বায়ু সেবন করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার কয়েকটী পরিচিত বন্ধু আসিয়া জুটিলেন। চন্দ্রবাবু অবিনাশ বাবু, ভুলুবাবু, নলিনাক্ষ্য বাবু, সকলে সমবেত হইলেন। চন্দ্রবাবু, প্রমোদনাথের বন্ধুকে বন্ধু, এয়ারকে এয়ার, মোসাহেবকে মোসাহেব, যখন যাহা আবশ্যক, তিনি তখনি তাহাই প্রস্তুত। কিন্তু প্রমোদনাথকে কখন আপনি ছাড়া সম্ভাষণ করেন না, প্রমোদনাথ ও চন্দ্রবাবুকে আপনি মহাশয় বলিয়াই কথা কহিতেন। আর অবিনাশ বাবু, প্রমোদনাথের "ক্লাস ফ্রেণ্ড" উভয়েই উভয়কে, তুই তুকারি করিতেন। আর ভুলুবাবু, 'গাইয়ে ছোক্‌রা, তিনি আসিলেই গান আরম্ভ হইত। সে গান, (রাসভ চীৎকারের ন্যায়) একঘেয়ে সুরে, শ্রোতাদিগের কান ঝালা পালা করিত। ভুলুবাবুর কিন্তু মনে মনে জাঁক, তিনি গাহিতে জানেন, বাজাইতে জানেন। বোধ হয় গায়ক তানসেন জীবিত থাকিলে, তাঁহার গানের সুরে পরাস্ত মানিত এবং পলাইতে পথ পাইত না। ভুলুবাবুকে কেহ গান গাহিতে অনুরোধ না করিলেও তিনি আপনা হইতেই গান গাহিয়া মজলিস জমকাইয়া তুলিতেন, এবং তিনি যে একজন "গাইয়ে ছোক্‌রা" তাহারি পরিচয় দিতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রমোদনাথও গাহিতে জানিতেন, কিন্তু

তিনি সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, উন্নত স্বভাব, টপ্পা টুপ্পি কখনও গাহিতেন না। যাহা গাহিতেন তাহা ব্রাহ্মসঙ্গীত, কিংবা জাতীয় সঙ্গীত, কচিৎ কদাচিৎ কোন খ্যাতনামা কবির লিখিত গান আবার তাহাও সকলের সম্মুখে নয়, নিভৃতে বসিয়া গাহিতেন। চন্দ্রবাবুও গাহিতে জানেন, কিন্তু সে স্বর ষাঁড় দাগিতেছে বলিয়া ভ্রম হইত, সে স্বরলহরী শ্রোতার কর্ণকুহরে যন্ত্রণাদায়ক হইত। তাঁহার কিন্তু ধারণা; সে স্বর লহরী, কোকিল-কণ্ঠের নিকট পরাজিত নহে। অবিনাশবাবুর কথাগুলি কিছু চাপা চাপা। তিনি সকল সময়ই নাড়িতে বেগ দিয়া, দাঁতে চাপিয়া কথা কহিতেন এবং মনে অহঙ্কার ছিল, তিনি সুরসিক ও ধনবান। তিনি গান গাহিলে, চিলের চীৎকার বলিয়া ভ্রম হইত। নলিনাক্ষ্য বাবু সাদা সিদে লোক, কিন্তু মাথার উপর তাঁর কোন অভিভাবক না থাকায়, একটু বিশেষ রকম 'বয়াটে' হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং অল্প বয়সে পান দোষ হইলে, সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে তার চরিত্রে তাহাই স্পষ্ট-তর বিদ্যমান। সকল কথাতেই, কথা না কহিয়া থাকা তাঁর সাধ্যাতীত সেইজন্য একটু বেশী মাত্রায় বাক্যবাগীশ। চন্দ্র-বাবুর গলার আওয়াজ কিছু ভার ভার। তিনি সেই মেঘ-মন্দ্রস্বরে গম্ভীর আওয়াজে আপনার থুলথুলে কলেবর নাচাইয়া কহিলেন, "প্রমোদবাবু ভালতো?

প্রমোদ। এই একরূপ মন্দের ভাল বটে, মানসিক নয়।

অবিনাশ। ওরে একটু তামাক দিতে বল তামাক না খেয়ে পেট ফুলে গেল যে তা দেখচিস।

ভুলুবাবু খর্ব্বাকৃতি কৃশকায় কেশলাঞ্ছিত-বর্ণ। সেই রূপেই গরিমা কত। তেমন "স্কোয়ার" ছোকরা জগতে দুর্ল্লভ. তাঁর অমন চেহারা বলেই তো স্থানবিশেষে তাঁর খাতির প্রতিপত্তি অন্যের চেয়ে অধিক। শুনা গেছে সেখানে তিনি সুগায়ক ও সুরসিক নামে বিশেষ পরিচিত। তিনি নিজে যাহাই ভাবুন তাঁর চেহারাটি বাস্তবিক বলিতে একটি মাথায় পাগড়ি (ঙ) বলিয়া প্রতীয়মান হয়, গলার আওয়াজটিও অতি মধুর। যেরূপ বলিদানের সময় ছাগশিশু প্রাণভয়ে ম্যাহা ম্যাহা রবে গগণ বিদির্ণ করে সে স্বর-কাকলিও অতি ভয়ানক ছাগবলির আর্ত্তস্বর তুল্য লোকের কর্ণবিবর বধির করে। সেই মেষলাঞ্ছিত-অবিদ্যা-বাঞ্ছিত স্বরে ভুলুবাবু কহিলেন, "একি মেয়েমনষের বাড়ি পেয়েছ বাবা? যে তোমার জন্য তামাক পান নিয়ে বসে আছে, চাইলেই পাবে?"

অবিনাশ। তুমি ছোকরা ভারি বেল্লিক, এক কথায় "বাবা" বল্লে হে।

ভুলুবাবু। ইয়ারকি দিতে গেলে অমন অনেক কথা বলা চলে।

চন্দ্রবাবু। আহাহা অত ঝগড়া বিবাদ করে কাজ কি, ভুলুবাবু বুজচো না ভাই. বৃথা সময় নষ্ট না করে. ভাল চাওতো একটা গান গাও।

ভুলুবাবু। আমি গাইব আর সবাই বসে বসে তামাক পোড়াবে. সে আমার প্রাণে সইবে না। আমার তামাক খাওয়াটা বুঝি, মাঠে মারা যাবে। সে হচ্ছে না বাবা।

নলিনাক্ষ বাবু। আচ্ছা ভাই একটা গেয়েই ফেলনা, তারপর না হয় তুমি আমাদের চেয়ে দু ছিলিম বেশীই খেও।

অবিনাশ। প্রমোদ তুই ভাই একবার বেহারা বেটাকে ডাক্ আর তো চুপ করে থাকা যায় না। একে বোতল গ্লাসের দর্শন নেই, তারপর তামাক পর্য্যন্ত বন্ধ এ তোমার বড় বিশ্রি বন্দবস্ত, বাস্তবিক ভাই তুই নিরিমিষ্যি থাকিস কি করে, না আছে মেয়েমানুষ, না আছে "একৃসা নম্বর ওয়ান।"

প্রমোদনাথ বেল দিলেন, ঘণ্টাধ্বনী হইবামাত্র অমনি বেহারা তামাক সাজিয়া দুইটা গুড়গুড়ি বাবুদের সম্মুখে উপস্থিত করিল। গুড়গুড়ি রাখিয়া বেহারা চলিয়া গেল। অবিনাশবাবু ও চন্দ্রবাবু গুড়গুড়ির নল বদনবিবরে প্রবিষ্ট করাইয়া তাকিয়ায় হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায়, চক্ষু নির্মিলিত করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। সেই তামাকু দগ্ধ কুণ্ডলিকৃত ধুমরাশি শূন্যে উত্থিত ও গৃহময় বিস্তৃত হইতে লাগিল। উভয়ের আরাম দেখিয়া নলিনাক্ষ বাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি গায়ের জ্বালা উপসম করিবার নিমিত্ত, অবিনাশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া তুড়ি দিতে দিতে কহিলেন,

"হে ফ্রেণ্ড, একি কাণ্ড?
লণ্ড ভণ্ড ইংরাজি!
তুই তুকারি, সেচ্ছাচারি,
ভদ্র-আনায় নিমরাজি॥"

অবিনাশ। কি হে আমায় বল্‌চ নাকি?

নলিনাক্ষ্য। না হে না তোমায় বলবে কেন।

চন্দ্রবাবু। একটা গান টান হবে? না কেবল কষ্টি নাষ্টি করবে। তোমাদের (থুড়ি) আপনাদের মতলব কি।

ভুলুবাবু। তোমাদের মতন বেয়াক্কেল লোক কোথাও দেখিনি বাবা, সেই থেকে আপনারাই মজা মারছ, আমাদের আর খেয়ে কাজ নেই, বাবা? বেশ লোক তোমরা বাবা।

চন্দ্রবাবু সটকা ভুলুবাবুর হাতে দিয়া কহিলেন, "না হে না রাগ কর কেন? এই নাও থাও, খেয়ে একটা মিটে আওয়াজ বারকর।"

ভুলুবাবু (সটকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া) এতে যে আর কিছু নেই বাবা। বোসে বোসে সব পুড়িয়ে ছাই করেছ, এ ছাই খেয়ে আর কি হবে চাঁদ?

অবিনাশ। চন্দ্রবাবু এখনো লঙ্কাদগ্ধটা ভুলতে পারেন্‌নি।

ভুলুবাবু। তোফা, তোফা বলেছ দাদা, ও কথাটা আমার মনে যোগায়নি। শুভবাই না—না শুভবয় তুমি কি না।

নলিনাক্ষ্য। আমি দাদা অত তামাকের তোয়াক্কা রাখি না। এক গ্লাস লালপানি পেলেই হলো, বাস্‌, আর কিছু চাইনে দাদা।

ভুলুবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, হারমোনিয়ম লইয়া গুন গুন স্বরে, গাহিতে লাগিলেন। অবিনাশ বাবু তবলায় চাঁটি মারিয়া কহিলেন তান ছাড়, গান ধর চাঁদ।

গান*

আগে ভালবাসা জানাইলে, প্রাণ বলে।

শেষে ছলনা করিয়ে আমার প্রাণ নিলে, আমার মন নিলে।
শুনলো সজনী, আগেতো তা নাহি জানি,
শেষে অকুল পাথারে মোরে ভাসাইলে ॥

(ঐ গানের প্রতি লাইন, কীর্ত্তনের মতন দশ বার বার নাকিস্মুরে গহিতে লাগিলেন)।

অবিনাশ। ক্ষমা দাও ভাই, ক্ষমা দাও। ছি! ছি! এমন নচ্ছারে গান কি গাইতে আছে? হটাৎ লোকে শুনলে কি মনে করবে? ভাব্‌বে বৈটকখানায় আর কোন জীব্‌ এসেছে।

অবিনাশ বাবুর শেষবাক্যে ভুলুবাবুর গান সমাপ্ত হইল। ভুলুবাবুর কথা কওয়া একটু তাড়াতাড়ি অভ্যাস। সেই অভ্যাস বশতঃ ব্যস্ততা সহকারে কহিলেন, "তোমার কি? আমার খুসি আমি যা ইচ্ছে তা গাইব, যার বাড়ী সেত কিছু বলছে না, তুমি কে বাবা, "হরির খুড়ো মাধাই দাস?" তোমার আর আমায় উপদেশ দিতে হবে না।"

অবিনাশ বাবু নীরবে কথাটা সমজাইতে লাগিলেন। ভুলু বাবু প্রমোদনাথকে বলিলেন ওহে ভাই প্রমোদ, সেদিন যে ভাই লেডিকেনি খাইয়েছিলে, সে খেতে বড় ভালো। আমায় যেদিন খেতে দেবে, আমি আর কিছু খাবনা। শুধু লেডিকেনি আনিয়ে দিও।

প্রমোদনাথ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। চন্দ্রবাবুর মাঝে মাঝে প্রমোদনাথের বাড়িতে অবস্থিতি ছিল, সেই জন্য তাঁহার খাওয়ার ব্যবস্থা তত ভাল ছিল না, প্রত্যহই রাত্রে রুটি খাইতে হইত। বড়লোকের বাড়িতে অনেক

স্থলে মোসাহেবের ডাল রুটির ব্যবস্থা। কাজেই মোসাহেবদিগের ভাল মন্দ লুচি, তরকারি, কালিয়া, পোলাও, কট্‌লেট্‌, কাবাব আস্বাদন করিতে প্রবল ইচ্ছা হইয়া থাকে। বাবুরা মুখে যতই আদর অভ্যর্থনা করুন না কেন পরন্তু নিজে যাহা আহার করেন, অন্য বাহিরের লোকের বেলা সে সকল সামগ্রী প্রায়ই দেওয়া হয় না। বন্ধুবর্গ এক আধদিন আহার করেন বলিয়া, তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা অন্যরূপ। বাবুরাও আদর অভ্যর্থনা করিয়া বন্ধুদিগের মনস্তুষ্টি করেন। মোসাহেব এবং মধুমক্ষিকার প্রায় একই প্রকৃতি। যতক্ষণ আপনার স্বার্থ থাকে, ততক্ষণ সে স্থানে পড়িয়া থাকে, যখন স্বার্থে ঘা পড়ে কিম্বা উপায় না থাকে, তখন সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে তিল মাত্র বিলম্ব করে না। চন্দ্রবাবুও প্রত্যহ রুটি খাইয়া যেদিন আর ভাল লাগিত না সেই দিন বাড়ি পালাইতেন, তখন কিন্তু একবারও ভাবিতেন না যে প্রমোদনাথ একাকী রহিলেন, যেদিন আবার বাটী হইতে প্রত্যাগমন করিতেন সেদিন আর প্রমোদনাথকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রমোদনাথ বাড়ির ভিতর আহার করিতে যাইলে, তিনি জানাইতেন যে তিনি এক মুহূর্ত্তও প্রমোদ বাবুকে না দেখিলে প্রাণে ব্যথা পান। মনের ভাব কিন্তু অন্য প্রকার। মনে হইত "প্রমোদ কত ভাল ভাল সামগ্রী উদরস্থ করিতেছে, আর আমার ডাল রুটির ব্যবস্থা," এই ভাবিয়া তাহার অশ্রু সম্বরণ করা দুষ্কর হইত। যাহোক করিয়া ডাল রুটি চোক কান বুজিয়া গলাধঃকরণ করিতেন

এবং রাত্রি প্রভাত হইলেই বাটী প্রস্থান করিতেন। এইরূপ ঘটনা তাঁহায় প্রায়ই ঘটিত এবং ইচ্ছাপূর্ব্বকই করিতেন প্রমোদনাথ বুঝিয়াও যেন বুঝিতেন না, এবং চন্দ্রবাবুকে কোন প্রশ্নও করিতেন না।

চন্দ্রবাবু। দেখুন প্রমোদবাবু রোজ রোজ আর রুটি খাওয়া ভাল লাগে না। একদিন উত্তম আহার চাই। ভালো কোরে একদিন খ্যাঁট দিন।

অবিনাশ। দেখ্ পাঁটার যোগাড় করিস্, তা নইলে বাবা আমার খাওয়াই হবে না।"

অবিনাশ বাবু ঘোর মদ্যপায়ী, মদের ব্যবস্থা করিতে প্রমোদনাথকে অনুরোধ করিলেন, তদুত্তরে প্রমোদনাথ কহিলেন, "না ভাই, ওসব হবে না, দাদা শুনতে পেলে আমায় তিরস্কার করবেন। আর কিছু হয়তো বল? তার যোগাড় করবো।

অবিনাশ। তবে বাবা সিদ্ধির যোগাড় কোরো।

প্রমোদ। চন্দ্রবাবু শিবরাত্রি করবেন?

চন্দ্র। এই তো দাদা, শিবের ষাঁড় বোসে আছি, যা বলেন তাই করতে রাজি আছি।

অবিনাশ। দেখ্ প্রমোদ, তুই ঘরে থেকে থেকে কি হোয়ে গেছিস্, আমার সঙ্গে যদি বেড়াতে বেরুস্, তাহালে মানুষ হোয়ে যাস্, বেশি নয় রোজ ১ ঘন্টা কোরে। কি বলিস্, যাবি?

প্রমোদ। "আমার রোজ রোজ বেড়াতে গেলে দোষ

হবে। দাদা হয়ত' ভাববেন, আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছি, সে আমার ইচ্ছা নয়।

কেহ ভাল থাকে, তাহা বদ্ লোকের সহ্য হয় না। যে আপনি খারাপ, সে অশেষ বিশেষে অন্যের মাথা খাইতে চেষ্টা করে। যদি কেহ খারাপ হইতে না চাহে, তাহাকে যে প্রকারেই হউক আপনার দলভুক্ত করিতে প্রয়াস পায়। কেহ গুরুজনকে ভয় করিলে, তাহাকে বদ্ লোকে শিখাইয়া ২ তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া দেয়; এবং অল্প আয়াসেই তাহাকে চরিত্রহীন করিয়া, নীজের স্বার্থসিদ্ধি হইলে সরিয়া পড়ে।

অসৎ সংসর্গে, সৎও বিগড়াইয়া যায়। অবিনাশবাব নিজে চরিত্র হীন বলিয়া, প্রমোদনাথকে, নিজ দলভুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। প্রমোদনাথ সচ্চরিত্র, সুপুরুষ ও বুদ্ধিমান, মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁর চরিত্রে কেহ কলঙ্ক আরোপ করে, ইহা তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নহে। তিনি অবিনাশ বাবুকে বিশেষ চিনিতেন, তাই তাঁর ভোগায় ভুলেন নাই। অবিনাশ বাবু ও প্রমোদনাথকে লইয়া বাঁদর নাচাইতে, কিংবা নিজ মন্দ বুদ্ধি খাটাইতে সক্ষম হন নাই। অবিনাশ বাবু বিরক্তি সহকারে, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "যা, যা, দেখ্ অত ভয় করতে গেলে চলে না। আমায়ও অমন কত শালা, কত ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু আমি বাবা সে পাত্রই নয়, যে কোন শালাকে ভয় কোরে, আমার এ বয়সের আমোদটা খোয়াবো। আমায় ঢের শালা ঢের কথা বলেছিল, আমি যখন কোন কথা

গ্রাহ্য করলুম না, তখন সব শালারা চুপ হ'লো। আর আমিও "সখের প্রাণ, গড়ের মাঠ" দেদার মজা ওড়ালুম; বাবা পয়সা থাক্‌লে সব পাওয়া যাবে, কিন্তু এ সাধের যৌবন, আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই বলি যৌবন থাক্‌তে সকলে মজা লুটে নাও বাবা।"

চন্দ্রবাবু। "আচ্ছা, অবিনাশ বাবু, আপনি কি বাজারে বেশী আমোদ পান?"

অবিনাশ। তা আর বল্‌তে দাদা, সেখানে যা আমোদ পাওয়া যায়, তা ঘরের মাগবেটীরা কোনোমতেই দিতে পারে না। আমি এক শালিকে, তিনমাস বাঁধা রেখেছিলুম, সে বেটীকে যা বল্‌তুম তাই কর্‌ত। তারপর তার একটা অন্য লোক জুটল, আর তখন আমায় চায় না; আমিও বেটীকে আচ্ছা কোরে চাব্‌কে ছেড়ে দিলুম। আমার বাবা মেয়ে-মানুষের অভাব কি? টাকা ছাড়লে, যার তার বাড়ী যেতে-পারা যায়।

চন্দ্রবাবু। আমায় একদিন নিয়ে যাবেন?

অবিনাশ। তা যেতে পারি, কিন্তু প্রমোদ যদি যায় তবেই যাবো। ওকে নিয়ে বেশ রগড় হবে।"

চন্দ্রবাবু। প্রমোদ বাবু কবি হয়ে পড়েছেন, শুধু কি কবিতা লিখ্‌ব, কি গান লিখ্‌ব, তাই বসে বসে রাত্রি দিন চিন্তা কর্‌ছেন। উনি কিন্তু বেশ, বাড়ীতে চুপ্‌করে বসে থাক্‌তে পারেন।

নলিনাক্ষ্য। ওহে বাপু তোমরা অমন করে, গো-

.বচারির মাথা খাচ্ছ কেন বল দেখি? একদিন মজা মেরে, .বচারি তখন প্রাণে মারা যোক্, তখন সামাল দেবে কে? "শেষে সামাল দিতে নারবা ডিঙ্গা ডাক্‌বে বড়া কোঁকর্ কোঁ।" এই বলিয়া, চুম্‌কুড়ি দিয়া উঠিলে সকলে হো হো শব্দে হাসিয়া গগন বিদীর্ণ করিলেন।

অবিনাশ। "তুমি চুপ কর না হে, (প্রমোদের প্রতি) কি বল্ প্রমোদ? যাবি তো?"

প্রমোদ। কিরূপে যাবো ভাই? দাদা যদি জিজ্ঞাসা করেন, "কোথায় যাচ্ছো"? তখন কি বোলবো?

অবিনাশ। তুই দেখ্‌ছি ভারি বোকা, জিজ্ঞেস্ করলে একটা মিছি মিছি যায়গার নাম করে বল্‌বি, বেড়াতে যাচ্ছি।

প্রমোদ। আর যেতে যদি নিষেধ করেন?

অবিনাশ। তবেই হয়েচে। তুই যে তোর দাদার হোয়ে প্রশ্ন আরম্ভ করলি, এই বয়েসটা যদি ঘরে বোসে খোয়ালি তবে আর আমোদ আহ্লাদ করবি কোন কালে রে? থাকুক আর তোমার যেয়ে কাজ নেই, তুমি ঘরে বোসে সতী থাকো, আমরা অসতী মানুষ, আমাদের সংসর্গে থাক্‌লে, সতীর সতীত্ব থাকবে না।

ভুলুবাবু। প্রমোদ, তুমি ভাই বেটাছেলে, অত ভয় কর কেন? তোমার দাদা যদি জিজ্ঞাসা করেন, "কোথায় যাচ্ছ?" বল্‌বে, "লেক্‌চার শুনতে যাচ্ছি কিংবা মুরগীর লড়াই দেখ্‌তে যাচ্ছি।" তাতেও যদি বাধা দেন তা হ'লে বলবে

"বাঃ আমি কি ঘরে বসে বসে মারা যাবো? একটু বেরুতে হবে বই কি।" তুমি একটু চোখ গরম করলে, আর তোমার দাদা তোমাকে কিছু বল্‌বেন না।

প্রমোদ। দাদা আমার দেবতা; সে দাদার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ কর্‌তে পারবো না। তিনি'ত আমায় কোন অসুখে রাখেননি, তবে কেন আমি অন্যায় ক'রে তাঁর মনে ব্যথা দিব? না, ভাই আজ থাক্‌, আজ যেতে পারবো না। আজ গেলে, দাদা আমার সব চালাকি বুঝ্‌তে পারবেন। আর একদিন পারিতো, তখন যাবো।

অবিনাশ। "নাঃ, ওকে নিয়ে যাবার আবশ্যক কি. ও খোপের পায়রা. খোপে বোসে 'বক্‌ বকুম' করুক্‌, ওর পাঁচ জনের কাছে যেতে ভয় করে।"

ভুলুবাবু, তীব্র ঈর্ষাজড়িতস্বরে কহিলেন,-"চলহে, চলো আর থেকে কাজ নেই, ( চন্দ্রবাবুর প্রতি ) "চন্দ্রবাবু আপনি থাক্‌বেন নাকি?"

চন্দ্রবাবু ঈষৎ অঙ্গ দোলাইয়া, নেয়াপাতি গোছের ভুঁড়ি ফুলাইয়া, মোচে তা দিতে দিতে, হাসিয়া কহিলেন,-হাঁ, আমি এখন কয়েকদিন থাক্‌বো এইরূপ তো বোধ হচ্ছে. তবে কাজের গতিকে কিরূপ দাড়ায় বল্‌তে পারিনে।

আর কোন কথা হইল না। চন্দ্রবাবু ব্যতিত, অন্য সকলে ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে, প্রস্থান করিলেন।

---

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

## অপরিচিত বন্ধু।

প্রমোদনাথ প্রত্যুষে উঠিয়াই শুনিলেন, যে একটী ভদ্রলোক, (সাহেবী পোষাক পরিহিত) হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। প্রমোদনাথ তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইয়া, অপরিচিত বাবুটীকে আদর, অভ্যর্থনা করিয়া, বৈঠকখানায় বসাইলেন। বাবুটী একটু প্রকৃতিস্থ হইবার পর, কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পশ্চিম অঞ্চলে শিবেন নামে একটী বন্ধু থাকেন, তাঁহারি সহিত এই বাবুটী এক আফিসে কর্ম্ম করেন এবং তাঁরি নিকট প্রমোদনাথ বাবুর নাম শুনিয়াছিলেন তাই মনোহরপুর বেড়াইতে আসিয়া অপর কেহ পরিচিত লোক না থাকায়, অগত্যা প্রমোদ বাবুর নিকটই আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বাবুটীর নাম মোহন। যুবাপুরুষ, দেখিতে সুশ্রী ও গৌরবর্ণ, তেজঃপুঞ্জ বলিষ্ঠ দেহ। জাতিতে ক্ষত্রিয়। পাঞ্জাবের অমৃত সহরে জন্মস্থান। বয়স ২৫।২৬ পাঞ্জাবি যুবক, বাঙ্গালা কথা বার্ত্তায় বেশ অভ্যস্ত; একটুও বাধে না; চেহারাখানিও ক্ষত্রিয়ের মতন নহে। স্বভাবটী অতীব সুন্দর। যেমন অমায়িক, তেমনি চাল চলনগুলিও ভদ্রতা সুলভ। অল্পক্ষণের মধ্যেই কথা বার্ত্তায়, প্রমোদনাথকে আপ্যায়িত করিলেন, যেন কত কালের পরিচিত এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু

এতক্ষণ ঘুমাইতে ছিলেন, এখন তিনি চক্ষু দুটী রগড়াইতে রগড়াইতে, বৈঠকখানায় আসিয়া দর্শন দিলেন। হঠাৎ মোহনকে দেখিয়া, চমকিত ভাবে, পাদুকায় পা রাখিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মোহন, কিন্তু চন্দ্রবাবুকে দেখিয়াই চিনিলেন, তিনি হটিবার লোক নহেন। ত্রাস্তে কহিলেন, "আসুন মশায়, আস্তেজ্ঞা হোক, সব কুশল তো?"

চন্দ্রবাবু তদুত্তরে কহিলেন, "সব ভাল। কিন্তু হঠাৎ আপনি কোথা হইতে?"

মোহন। "আমার বহুদিন হইতে 'মনোহরপুর' দেখিতে বড় বাসনা ছিল, কিন্তু কোথায় থাকিব, তাই এতদিন আসা ঘটে নাই। শিবেন বাবু, প্রমোদবাবুর বিশেষ বন্ধু, সেই বন্ধুত্বের খাতিরে, তিনিই আমায় নিঃসোঙ্কচে এই বাটীতে থাকিতে বলিয়া দিয়ছেন। আমিও তাঁর বন্ধু, সেই সূত্র ধরিয়া, প্রমোদবাবুর নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।"

মোহনের সহিত পশ্চিমে, চন্দ্রবাবুও একবার কয়েক মাস, এক আফিসে কর্ম্ম করিয়াছিলেন; সেইজন্য কর্ম্ম স্থান হইতেই পুর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল। আজ বহুদিন পরে, দুই বন্ধুতে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রমোদনাথ যথেষ্ট আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। মোহনের আগমনে, চন্দ্রবাবুও ভাল ভাল দ্রব্য আহার করিতে পাইলেন। মোহনের সহিত অল্পকালের বসবাসেই, প্রমোদ নাথের সৌহৃদ্য সংস্থাপন হইল। চন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রমোদ

নাথের বাটীর একজন নিম্নশ্রেণীর আমলার মনান্তর ছিল সে এক দিবস চন্দ্রবাবু অনুপস্থিত থাকায়, মোহনের সহিত একত্রে বসিয়া, প্রতিহিংসা সাধন কল্পে, চন্দ্রবাবুর অশে প্রকার কেচ্ছা করিতে লাগিল। মোহনকে বলিল, "দেখু মশায়, আপনি আসিয়াছেন বলিয়াই চন্দ্রবাবুর অত আদ যত্ন, নইলে ওর সব আদর, গোবর হইয়া যায়। আপনা জন্যই, বেচারী, ভাল মন্দ খাইয়া বাঁচিতেছে, সেই জন্য তো মশায়, আপনাকে আরো দিন কতক থাকিতে অত পিড়া পিড়ী করিতেছে। আমি মনে করেছিলাম, আপনার নিক কিছু বলিব না, কিন্তু মশায়, আপনার সামনে ওর লম্বা চওড়াই জাঁক দেখে, আমার গায়ে সয় না, তাই বলিলাম ও জানায়, বড় লোকের ছেলে, তাই লোক দেখাবার জন্য দুদিন অন্তর বাড়ি যায় আর আসে। আর প্রমোদবাবু যে ওকে কতই ভাল বাসেন, তাই অহঙ্কারে, দুটো হাত তুলিয়ে ওস্তাদি করা হয়। বলিব কি মশায় ও জানায়, ও প্রমোদ বাবুর বন্ধু ; কিন্তু মশায়, আপনি নিশ্চয় জানিবেন ও মোসাহেব ছাড়া আর কিছুই নয়। মোহন, চন্দ্রবাবুর সমস্ত বিবরণ আম লার প্রমুখাৎ শুনিয়া, মর্ম্মাহত হইলেন, এবং মনে মনে হাসি লেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "চন্দ্রবাবুর সঙ্গে, এ লোকটীর এত রাগারাগীর কারণ কি? অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে নচেৎ তাঁহার নামে এ ব্যক্তি এতটা নিন্দা গ্লানি কেন করিল ; যাইহোক্ এরূপ অনধিকার চর্চ্চা করা কর্ত্তব্য নহে। এ লোক-টীর স্বভাব অতিশয় মন্দ, হয়তো মিছামিছি, আমার নামে

চন্দ্রবাবুকে এ সমস্ত কথা ঘুরাইয়া কহিবে, যদিও তিনি আমার প্রকৃতি অবগত আছেন, তথাপি মন্দ অভিপ্রায়জনিত এ ব্যক্তি লাগাইলে, তিনি কি মনে করিবেন, অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। তাহা হইলে তিনি আমায় কি ভাবিবেন? যাহোক্, এ লোকটীর সহিত আর কথা কওয়া হইবে না।" এই ভাবিয়া, মোহন আর সেইদিন হইতে, সেই নীচ-প্রকৃতি আমলাটীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিলেন। আমলাটী অতি নির্ব্বোধ; সে নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া, তাহা ঢাকিবার জন্য, প্রমোদনাথকে কহিল, "দেখুন ছোটবাবু, মোহনবাবু বড় অহঙ্কারের লোক, কারুর সঙ্গে কথা কহেন না। নাই কথা কইলেন, এই আপনারা হচ্ছেন আমির লোক, আপনারা ত অত নয়, আমরা গরীব ব'লে আপনারা ত ঘৃণা করেন না। আপনাদের চেয়ে, মোহনবাবু বড়লোক নাকি। তা হবারি কথা; একটু ইংরেজি শিখেছে, সভ্য ভব্য হয়েছে, উঃ এইতেই এতো'। চন্দ্রবাবু মশায়, কিন্তু বেশ অমায়িক লোক।"

প্রমোদনাথ, আমলাটীর স্বভাব বিশেষরূপে জানিতেন। তিনি কোন উত্তর না দিয়া, কেবল মনে মনে হাসিলেন; এবং মোহনবাবুর নিকট সমস্ত শুনিয়াছিলেন বলিয়া একটু চটিলেন। চন্দ্রবাবু এ সমস্ত ব্যাপার কিছুই অবগত ছিলেন না তিনি মোহনের নিকট নবাবি চাল দেখাইতেন ও গর্ব্ব করিতেন, মোহন তদ্দর্শনে, মনে মনে হাসিতেন॥

---

# ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ।

## সান্ধ্য সম্মিলন।

সন্ধ্যার সময়, প্রমোদনাথ, মোহন, চন্দ্রবাবু, বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। চন্দ্রবাবু, প্রমোদনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রমোদবাবু আজ কাকে, কাকে, নিমন্ত্রণ করা হয়েছে?"

তদুত্তরে প্রমোদনাথ কহিলেন, "আর কাউকে বলবার সময় হ'লো না, কেবল ভুলুবাবু ও নলিনাক্ষবাবুকে বলা হয়েছে।"

চন্দ্রবাবু নধর দেহ দোলাইয়া, হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলুবাবুর গানটা মোহনকে শুনিয়ে দেওয়া চাই। মোহন কখনো অমন্ গান শোনেন নাই বোধ হয়, বাস্তবিক, মোহন তুমি অমন মেয়েলি গলায়, পুরুষের গান শুনে তাজ্জব বনে যাবে। গলাও বেশ সাধা! তারিপ করে শুনতে ইচ্ছে হয়।"

বাড়ীর মুনিব যেমন প্রকৃতির হয়েন, সে বাটীর দাস দাসী-দিগের ও প্রায় সেই প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। আমুদে বাটীর, আত্মীয় পরিজন ও আমোদ প্রিয়। নিরানন্দ পুরীর, আত্মীয় স্বজন, পরিচারিকা পরিচারকবৃন্দ পর্য্যন্ত সকলেই বিষণ্ণ বদন, এবং সদা সর্ব্বদাই নিরানন্দময়। মন্মথবাবুর বাটীর সকলেই আনন্দ প্রিয়, হর্ষোৎফুল্ল বদন। কেহ চির-বিষাদ ভাল বাসিত না, এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ দুথ্ কষ্ট ডাকিয়া আনিত না, এই

জন্য সংসারটী বড় সুখ স্থান বলিয়া দৃষ্ট হইত। সময় সময় সদর দরজায় বসিয়া, দরোয়ানজী, পাঁচজন ইয়ার বন্ধু লইয়া, মজলিস জমকাইয়া, গান ছাড়িয়া দিতেন। দরোয়ানজী, মথুরা-বাসি। ধ্রুপদ খেয়াল, বেশ ভাল রকম জানাছিল। একজন ঢোল্ বাজাইত! আর পাঁড়েজী, দরোয়ানি কেতায়, নাভি বাহির করা বস্ত্র পরিহিত উদরে বেগ দিয়া, "সুখা" ডলিতে ডলিতে, কালোয়াতি সুরে, গাহিয়া উঠিতেন,—

"মুঝে বাঁতাও দে সখী,"

* * * ইত্যাদি।

পাঁড়েজীর গীতধ্বনী কখন কখন বৈঠকখানা পর্য্যন্ত গিয়া পহুছিত গানের সুস্বর বাবুরা মুগ্ধচিত্তে এক মনে শুনিতেন; এবং ভাবিতেন, "দরোয়ানজী তো বেশ গাইতে জানে। আহা উহার যেমন তালমান বোধ আছে, আমাদের অমন থাকিলে, সৌভাগ্য মনে করিতাম।

মোহন জিজ্ঞাসা করিলো, "মহাশয় আপনার বন্ধুরা কখন আসিবেন?"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে, বন্ধুদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বসিবামাত্র, খানসামাগণ, কেহ, আয়িস্‌ক্রিম্, বরফজল, লিমনেট, জিঞ্জারেট, কেহ রুপার ডিসে করিয়া, ছাঁচি পান, কেহ বা মিষ্টান্ন সামগ্রী লইয়া বাবুদিগের সম্মুখে মুহুর্মুহু ধরিতে লাগিল। বেহারা আসিয়া খানিকক্ষণ অন্তর তামাক সাজিয়া আনিয়া কলিকা বদলাইয়া দিতে লাগিল।

মোহন এরূপ সুবন্দবস্ত দেখেন নাই। বড়লোকের বাটীর নায়েস্তা চাকর বেহারার কার্য্যকলাপ দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইতেছিলেন। ভুলুবাবু এ সকল দেখিয়া অবাক্ হইলেন না। তিনি বড় বড় মজ্‌লিসে এরূপ অনেক দেখিয়াছেন। সকলের পানাহার যৎকিঞ্চিৎ হইলে, চাকর বেহারাগণের ছুটি হইল। সান্ধ্য-ভোজন সমাপ্ত হইবার পর, প্রমোদনাথ ভুলুবাবুকে কহিলেন, "অনুগ্রহ করে, এইবার গান আরম্ভ করুন।"

ভুলুবাবু ও তাহাই চাহিতে ছিলেন। তিনি নিজ বিদ্যা দক্ষতা দেখাইবার জন্য, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, হারমোনিয়ম লইয়া গান ধরিলেন। নলিনাক্ষ্যবাবু বাজাইতে লাগিলেন। তবলায় চাঁটি পড়িতে লাগিল; এবং ভুলুবাবু গাহিলেন,—

"কেন কেন তারে নাহি পায় ?
উচাটন মন যারে ধরিবারে ধায়।
রবি বিরাজে আকাশে, কমলিনী জলে ভাসে,
কি আশে সে হেসে হেসে ভানু পানে চায় ?
চেয়ে চেয়ে নলিনী মলিনী মিছে হায় !!"

ভুলুবাবুর গান সমাপ্ত হইল। চন্দ্রবাবুর অনুরোধে মোহন ধীরে ধীরে গিয়া, হারমনিয়ম লইয়া গাহিলেন,—

"বারে বারে তুমি, ভেবনা রাই কমলিনী।
তোমারি কারণে, (সখী) নিকুঞ্জ কাননে,
এখনি হইব আমি, হর-মনোমোহিনী॥

ত্যজিয়ে শ্যাম রূপ, হইব শ্যামা,
মুক্তকেশি, হর-মনোরমা,
কটিতে কিঙ্কিনী দিয়ে হব মুণ্ডমালিনী ॥"

মোহন গাহিলেন মন্দ নয়; কিন্তু এক গা ঘামিয়া হাঁপাইয়া পড়িলেন, কিছুক্ষণ পরে সামলাইয়া দমে দমে নিশ্বাস ফেলিয়া, গায়ের ঘাম রুমালে মুছিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া, ভুলুবাবু হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভুলুবাবু হাসিতে হাসিতে চন্দ্রবাবুকে কহিলেন, চন্দ্রবাবু এইবার আপনার পালা। চন্দ্রবাবু বাক্য ব্যয় না করিয়া, দুই চারিবার গলা ঝাড়িয়া গাহিলেন, সে স্বর অতি গম্ভীর; সেইজন্য বাজনা থামিল। চন্দ্রবাবু নিজেও বাজাইতে অপটু, আর তাঁর সেই খাপ্ ছাড়া গানের কেহই সুর দিতে পারিলেন না, নিজেই বীণা-বিনিন্দিত স্বর ভাবিয়া, তুড়ি দিতে দিতে গাহিলেন:-

"চল্ সজনী গঙ্গা-নাইতে যাই।
ওরে, যে ঘাটে বারুণী পাই।
হাতে লয়ে পাঁচ কড়া কড়ি,
(আমি) কিন্‌বো কিন্‌বো কিন্‌বো সাধের চুল বাঁধা দড়ি,
আর কিছু কিন্‌বো মুড়ি মুড়কি,
কিছু কিন্‌বো ফুট কড়াই ॥"

চন্দ্রবাবুর গান শুনিয়া, সকলে হা হা শব্দে হাসিলেন। সে হাসি, অন্দর মহল পর্য্যন্ত পঁহুছিতে ছিল। মেয়েরা ভাবিলেন 'বৈঠকখানায় না জানি কি রঙ্গ তামাসাই

হইতেছে।' সকলের হাসিতে চন্দ্রবাবু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "তোমরা, থুড়ি, আপনারা অত হাসিলেন যে? কেন গানটী কি মন্দ?"

নলি। মহাশয় আপনি কি গানটী, আপনার স্ত্রীর নিকট শিখেছেন?"

চন্দ্র। "না, আমাদের বাড়ীর কাছে, কতকগুলি কৃষকের ছোট ছোট মেয়েতে গায়, আমি তাদের কাছে শুনে শিখিয়াছি।

এতক্ষণ প্রমোদ হারমনিয়ম বাজাইতেছিলেন, সকলের কথোপকথন হইতেছিল বলিয়া গাহিতে পারিতেছিলেন না। সকলে নিস্তব্ধ হইলে প্রমোদনাথ গাহিলেন,--

"এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী,
সে শুধু গো যদি আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা,
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত!
এ মধু বসন্ত; এত শোভা হাসি,
এ নব যৌবন, এত রূপরাশি,
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি,
সে শুধু গো যদি চাহিত॥
মিথ্যা বিধি তুমি, মিথ্যা তব সৃষ্টি,
কেন এ সৌন্দর্য্য? নাহি যদি দৃষ্টি!
(যদি) হলাহল ভরা প্রেমসুধা মিষ্টি
কেন তবে প্রাণ তৃষিত!!"

গান সমাপ্ত হইল। প্রমোদনাথের গান শুনিয়া, ভুলুবাবুর মনে মনে একটু ঈর্ষা হইতেছিল, কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া, লোক দেখাইয়া, দেঁতো হাসি হাসিতে লাগিলেন। সকলকে জানাইলেন, যে, প্রমোদের গান ও গলা অতিশয় মর্ম্মস্পর্শি, তাঁর এতো ভাল লাগিয়াছে, যে তিনি সুখ্যাতি না করে থাকিতে পারিলেন না। আর আর সকলে যথার্থই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই মুগ্ধতা বশতঃ, দুই তিনবার বাহবা দিলেন। আজ অবিনাশবাবু এ মজলিসে অনুপস্থিত। বিশ্বনিন্দুক, অবিনাশবাবু উপস্থিত থাকিলে, আজ প্রমোদনাথের গানের প্রশংসা শুনিয়া, মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলিতেন, এবং নিন্দা গ্লানি করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। কাহারো সুখ্যাতি, তাঁর কর্ণে ভাল লাগিত না, তাই তিনি বিরক্ত হইয়া, নিন্দা করিতে বাধ্য হইতেন। কাহারো দোষ নয়; ইহা তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ। এরূপ বিগর্হিত ব্যবহারে, তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইতেন না, বরঞ্চ আত্মশ্লাঘা করিতেন, "পৃথিবীতে, তাঁর মতন উচিত বক্তা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানবিশিষ্ট যুবক অতি দুর্ল্লভ।" তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভুলুবাবু বলিলেন, "ভাই, প্রমোদ তুমি কি কবিতা লিখেছ আমায় দেখাইলে না?"

প্রমোদনাথ, স্বহস্ত লিখিত একখণ্ড কাগজ বাক্স হইতে বাহির করিয়া, ভুলুবাবুর হাতে দিলেন। ভুলুবাবু সকলকে শুনাইয়া, সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন;—

"সহজ সৌন্দর্য্য যার,

সংসার সুষমা-সার,
কেমন বা মন তার বিধির সৃজন,
বুঝিতে হৃদয় আকিঞ্চন।
খ্যাত সর্ব্ব লোকময়
শশাঙ্কে, কলঙ্কি কয়,
সুধাকর তবু করে, সুধা বরিষণ
কঠোর কুঠার ঘায়,
কর্ত্তিত চন্দন কায়
তরুবর তবু করে, গন্ধ বিতরণ।
অনল শোধন পরে,
মলিনতা পরিহরে,
ধরে হেম বিশুদ্ধ কিরণ।
স্বভাবতঃ দোষালয় মানবের মন,
দেব-ধর্ম্ম ক্ষমা, দয়া দেবত্ব-ভূষণ,
হেন ক্ষমা যার প্রাণ,
অকাতরে করে দান,
দেবত্ব হৃদয় সত্তা ধরে' সেই জন
ললনা মহিমা পটে ক্ষমাই ভূষণ।

কবিতা পাঠ করিয়া, ভুলুবাবু সহাস্যে কহিলেন "বাহবা, প্রমোদ বাহবা, তুমি দেখ্ছি একজন কবি হ'য়ে উঠ্লে। আমি যদি ভাই তোমার মতন এমন কবিতা লিখ্তে পার্তুম তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই 'প্রাইভেট্ টিউটার' হ'তেম, কোনও শিক্ষিতা মহিলাকে 'প্রেমের পাঠ' পড়াতে নিযুক্ত হ'তেম।

সে, হয়তো কেন? নিশ্চয়ই সে, আমার কবিতা শুনে মুগ্ধ হ'তো, মুগ্ধ হোয়ে আমাকে বিরলে প্রাণ সমর্পণ কর্‌তে যেতো, কিংবা, আমার জন্য, কুন্দনন্দিনীর মতন এক পা, এক পা কোরে, টুপ্ কোরে জলে ডুবে মর্‌তে যেতো, আর আমিও, ঝম্পোদ্যত গোবিন্দলালের মতন' তাকে খপ্ ক'রে বুকে তুলে, জল হ'তে উঠে পড়তুম্; ঐ যা, ভুল হয়ে গেল; কোথায় 'কুন্দনন্দিনী' 'নগেন্দ্র' ও 'গোবিন্দলাল রোহিনী' না মেলাতে পেরে, কোথাকার কথা, কোথায় এসে পড়লো, একটা বইয়ের কথাই মনে থাকে না (হা কপাল) তা আবার কবিতা লিখ্‌তে সাধ; "নইলে কি সেই চাষার হাতে শালগ্রামের অপমান" হতো। তা'যা থাকে কপালে, একবার 'পোয়েট' হতেই হবে। প্রমোদ আমি তোমার কাছে 'পোইট্রি' লিখ্‌তে শিখবই শিখ্‌বো। শিখে, কারুর বাড়ি, কোন মহিলার "প্রাইভেট্ টিউটার্" হবো। যাকে পড়াবো, সে যুবতী, নিশ্চয় আমার জন্য শীঘ্রই পাগলিনী হবে, হলেই বাবা, সে নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে, তার বাপকে, আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে অনুরোধ করবে, যথা— "বাবা আমি আমার মাষ্টারকে ছাড়া, আর কাকেই বিয়ে করব না, যদি তুমি আমায় অন্য পাত্রস্থ কর, নিশ্চয় জেনো আমি আত্মহত্যা করব্"। "ধনুক ভাঙ্গাপন" দেখে, শিক্ষিত পিতা সবই বুঝতে পারবেন, ও বিনা বাক্যব্যয়ে, শিক্ষিত, কন্যা রত্ন, আমার করে সমর্পন করবেনই করবেন। আমিও বাবা, সামান্য উপায়ে, শিক্ষিতা স্ত্রী রত্নলাভ কোর্‌বো। দুদিন বাদে, আমার বংশধর জন্মগ্রহণ করবেন। ভুমিষ্ট হয়েই

ট্যাঁ ট্যা শব্দ ছেড়ে, ব্যোম্ দেব যেমন জন্মেই বলে গিছলেন সেই রকম 'বাবা' বলে ডাকতে সুরু করবেন, আর আমি স্বশরীরে স্বর্গে চলে যাবো। কেমন দাদা, দেখ্‌লে আমার কত বড় বুদ্ধি? সকলে এমন মাথা খেলাতে পারে না।"

নলি। তবে কি সকলে পাছা খেলায় নাকি? মাথাতো বাবা, ঈশ্বরদত্ত সকলেরি আছে, কে আর কন্ধকাটা ভূত? (সকলে হাস্য)।

চন্দ্র। 'প্রাইভেট্ টিউসনি' "করায় তো বেশ মজা আছে দেখ্‌তে পাই, এতদিন জান্‌লে করা যে'ত।

ভুলু। তোমায় কেউ রাখ্‌বে কেন বাবা? তুমি না, জানো গাইতো, না জানো বাজাতে, তোমায় কি কোন শিক্ষিতা রমণী পছন্দ কর্‌বে চাঁদ? বরং আমি একটু ব্রাহ্ম ঘেঁসা লোক, শিক্ষিত মহলে যাওয়া আসা করি ও শিক্ষিত সমাজের ধরণ ধারণ, চাল চলন, জানা আছে, আমাকে পছন্দ হলেও হ'তে পারে।

চন্দ্র। না বাবা, আমার অমন শিক্ষিতা মাগে কাজ-নেই, আমার ঘরের কালমানিক সুহশ্রগুনে ভাল। সেই শিক্ষিতা গর্ভজাত সুসন্তানটী, আমায় বাবা ব'লে ডাকবে, তা হলেই আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে আর কি!

ভুলু। তুমি বেরসিক, তোমরা অপরাজিতের মধু খেয়েই সন্তুষ্ট। আমরা হলেম রসিক রাজ, নানা ফুলের মধু খেয়ে বেড়াই। তোমার চরিত্র বুঝে ওঠা দায়; কি করে বাবা

একখান পোড়া-কাঠে তোমার বারমাস মন উঠে; বল দেখি?”

এ শ্লেষ বাক্য চন্দ্রবাবু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন এবং সকলের সামনে, ভুলুবাবুর এরূপ অন্যায় ব্যবহারে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া নির্ব্বাক হইলেন।

চন্দ্রবাবুর সহধর্ম্মিনী কুরূপা কিন্তু চন্দ্রবাবু সেই স্ত্রীরত্নকে ভালবাসিতেন, মনে কোনরূপ ঘৃণা ছিল না, রূপ না থাকিলেও গুণে মুগ্ধ ছিলেন, ও সেইজন্য আদর করিয়া বিবিধ নাম রাখিয়াছিলেন, এবং যখন যাহা ইচ্ছা হইত তাহাই বলিয়া ডাকিতেন। যথা--‘কালমাণিক’, ‘কালসোণা’, ‘পোস্তর-ঢেঁড়ি’ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বন্ধুবর্গের নিকট জানান হইত যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভালবাসেন না এবং আদৌ দেখিতে পারেন না, সেই জন্য ঘৃণা করিয়াই ঐ সকল নাম দিয়াছেন। পাঠক, যদি আপনারা বঙ্কিমচন্দ্রের “দেবী চৌধুরাণী” পাঠ করিয়া থাকেন, তবে কতক পরিমাণে চন্দ্রবাবুর স্ত্রীর রূপ বর্ণন বুঝিবেন। তিনি রূপে - বঙ্কিমচন্দ্রের মানস কন্যা, ব্রজেশ্বর-পত্নী ‘নয়ন তারা’ বা ‘নয়ান বৌ’, কেন চন্দ্রবাবুর পত্নী হইলেন ইহাই আশ্চর্য্য! রঙ্গালয়ে “দেবী চৌধুরাণী” অভিনয়ে ‘নয়ান-বৌকে’ যেমন দেখিয়াছেন, দেখিতে প্রায় সেইরূপ। এখন চন্দ্রবাবুর স্ত্রীর রূপমাধুরী অনুভব করিতে পারিলেন, সুতরাং লেখকের বর্ণন-ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে, আশা করি, কুণ্ঠিত হইবেন না। যাহা সহজে উপলব্ধি হইবে লেখক সেই পথই অবলম্বন করিতেছেন ও করিয়াছেন। অধম লেখকের বর্ণনা চাতুর্য্য কিম্বা ভাষার মাধুর্য্য, কি ভাবের ভঙ্গিমা,

আদৌ নাই বলিলেই হয়; তবে যে সকল কথা আপনারা সহজে উপলব্ধি করিতে সক্ষম, তাহাই বলিতে বাধ্য হইয়াছি। ধৃষ্টতা সর্ব্বত্রই মার্জ্জনীয়, যদি কোন ত্রুটি দৃষ্ট হয়, তাহা ক্ষমার্হ।

চন্দ্রবাবুর স্ত্রী, রূপে 'নয়ান বৌ' হইলেও গুণে তাদৃশ নয়। ইনি খুব মিষ্টভাষি, সরল স্বভাবা এবং গৃহে গৃহিনী-পনায় সুনিপুনা। স্বামী সোহাগিনী বলিয়া, কোনও গর্ব্ব বা অহংকার ছিল না। যেমন প্রিয়বাদিনী, তেমনি হাস্যপ্রিয়া, কখন কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে ভালবাসিতেন না। কুরূপা হইলেও বহুগুণ-বিশিষ্টা বলিয়া, সকলেরই নিকট আদর অভ্যার্থনা ছিল।

যথাসময় খানসামা আসিয়া, প্রমোদনাথকে খপর দিল, "খাবার প্রস্তুত হইয়াছে, বাটীর ভিতর 'মা' ডাকিতেছেন।" মোহন চুপ করিয়া এতক্ষণ তুলুবাবুর প্রগল্ভতা দেখিয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হইতেছিলেন। ভদ্রসমাজে এরূপ ঠাট্টা ইয়ারকি তিনি কখনো দেখেন নাই এবং দেখিবেন আশাও করেন নাই, আজ এই বিগর্হিত আচরণে তিনি চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে সক্ষম হইলেন। মনে মনে বড় একটা কল্পনা করিতেছিলেন, "যে এরূপ অসভ্যতা তিনি, সংবাদ পত্রে লিখিয়া, কিম্বা যেমন করিয়াই হউক, ইহার প্রতিকার করিতে তিনি সাধ্য মতে চেষ্টা করিবেন।"

তুলুবাবু চন্দ্রবাবুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ওঠো ওঠো আর আধ পয়সার তামাকের জন্য লক্ষ টাকার খাওয়াটা

খোয়ায় না, এখন আমরা বিদেয় হই। প্রমোদকে অব্যাহতি দাও দাদা। "বেচারা হায়রাণ হয়ে পড়েছে, আবার মোহন-বাবু রইলেন ওঁর খাতির যত্ন চাইত?" সভাভঙ্গ করিয়া সকলে যাইবার নিমিত্ত উঠিলেন। নলিনাক্ষবাবু এতক্ষণ নিরবে ছিলেন। উঠিবার সময়, মিহি অথচ ক্ষীণ স্বরে, গাহিলেন;—

"জংলা কখন পোষ না মানে।
উড়ল' জংলা নিদয় হয়ে, চুমকুড়ি দিয়ে যাও পিছে ধেয়ে,
তাই বলি সখি পিরিতি করো না কভু বিদেশী সনে।"

গান শুনিয়া সকলে হাসিতে হাসিতে বিদায় হইলেন। সান্ধ্য আমোদ প্রমোদ শেষে নিশা বিহার গড়াইল। ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল।

---

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

## বন্ধু বিদায়।

দুই সপ্তাহ হইল, মোহন, প্রমোদবাবুর নিকট রহিয়াছেন। তাঁর আর থাকিলে চলে না। কর্ম্মের জন্য যাইতেই হইবে।

চাকরির ছুটি ফুরাইয়াছে। সবে মাত্র এক মাসের ছুটি; মনোহরপুরেই প্রায় পনরদিন কাটীয়া গেল। বাড়ী গিয়া বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহের পর আবার চাকরির স্থানে গিয়া ঠিকদিনে হাজির হইতে হইবে; এই সমস্ত ভাবিয়া, মোহন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন।

মোহন আজ প্রমোদনাথের নিকট হইতে যাইতেছেন বলিয়া, প্রমোদনাথ বন্ধুবিরহে অত্যন্ত কাতর হইলেন। মোহন আসা অবধি, বেশ আমোদ আহ্লাদে দিন কাটিতেছিল। মোহন চলিয়া গেলেই, চন্দ্রবাবুও প্রস্থান করিবেন, প্রমোদ আবার একাকী থাকিবেন ভাবিয়া, অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিলেন।

প্রমোদনাথের আজ হরিষে বিষাদ। একদিকে বন্ধু বিদায় হইতেছেন, তাঁহাকে কি খাওয়াইবেন, কি দেখাইবেন, তাহা লইয়াই ত্রস্ত ব্যস্ত, অন্য দিকে, বন্ধুবিচ্ছেদ ভাবিয়া ম্রিয়মান। প্রমোদনাথ মোহনকে, আরও দুই চারিদিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মোহন কি করিবেন, তাঁহার না গেলেই নয়, স্বদেশে গিয়া বিবাহ করিতে হইবে, তার পর চাকরিও বজায় রাখিতে হইবে। চাকরি ভিন্ন অন্য উপায় নাই, সাহেবের চাকরি, সর্ব্বদাই কর্ম্মের দোষ, কর্ম্মচারীর দোষ দেখিতে, সাহেব মুনিব সুদক্ষ। কাজেই মোহন প্রমোদনাথের অনুরোধ রাখিতে পারিলেন না, দুঃখিত অন্তরে জানাইলেন, যে তিনি দায়ে পড়িয়াই আজ বন্ধুর উপরোধ ঠেলিতে বাধ্য হইয়াছেন, নচেৎ

তিনি আপনা হইতেই আরো কিছুদিন থাকিয়া যাইতেন। মোহন মনের দুঃখে, কর্ম্মস্থানে বাহির হইতেছেন, কিন্তু চন্দ্রবাবুর যেন বিরহ উপস্থিত হইল। তিনি মোহনের ভাবী প্রস্থান জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তিনি আর কিছুই বলিতে বা করিতে পারিলেন না। নীরব নিস্পন্দভাবে এক ধারে বসিয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আফিংয়ের মৌতাত, রাত্রে নিদ্রা হয় না, দিবাভাগেই ঢুলিতে আরম্ভ করিলেন। আফিংখোরের স্বভাব, রাত্রে আদৌ ঘুম হয় না; সমস্ত রাত্রি ঝিমাইয়া ২ কাটিয়া যায় কাজেই দিনমানে ঘুমাইতেই হবে। প্রভাত দর্শন সকলের অদৃষ্টে প্রায় ঘটিয়া উঠে না, নেশাখোরের তো জীবনে এক দিনও নহে, কোনরূপ নেশা করিলেই দিনকে রাত্রি, ও রাত্রিকে দিন, জ্ঞান করিতেই হবে। এরূপ প্রকৃতি বিপর্য্যয়ই, নেশাখোরের জীবন হরণ করে। কাজ না থাকিলে, একটা কিছু করা চাইত! কাজেকাজেই আপনার প্রাণ হারাণ নেশা করা, একটা বাহাদুরি; সবই খেয়াল। খেয়ালি লোকের আচার ব্যভার স্বতন্ত্র।

প্রমোদনাথ দাদার নিকটে মোহনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। কুমুদনাথ, মোহনকে বসাইয়া কথাবার্ত্তায় একেবারে আপ্যায়িত করিয়া দিলেন। মোহনও খুব কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিনয় ব্যবহারে কুমুদনাথকে মুগ্ধ করিলেন। উভয়ে একরূপ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় আলাপ পরিচয় হইল। মোহন বিনীত বচনে কুমুদনাথের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন

ব্যাকুল হৃদয়ে প্রমোদনাথের কাছে বিদায় চাহিলেন। প্রমোদনাথও দুঃখিত অন্তরে, মোহনকে বিদায় আলিঙ্গন করিলেন। মোহন, প্রমোদনাথকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন।

তদুত্তরে, প্রমোদ কহিলেন, "আমার এমন কোন গুণ নাই যে আপনার আমাকে স্মরণ থাকিতে পারে, তবে আশা করি, যেন আমাদের এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হয়; আর আমারও অনুরোধ, আপনিও যেন আমায় পত্র লিখিতে ভুলিবেন না।"

মোহন বলিলেন, "আপনার আমাকে মনে থাকিতে পারে, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। আমার কিছুই গুণ নাই যাহাতে আপনার আমাকে মনে থাকিবে, তবে 'স্মৃতি চিহ্ন' স্বরূপ, আমি আপনাকে একটী গান শিখাইয়া দিয়া যাইতেছি, এই গানটী, আপনি যখন গাহিবেন, তখনি আপনার মনে না থাকিলেও স্মরণ হইবে যে, আমিই এই গানটী, আপনাকে শিখাইয়াছিলাম, এই জন্য মনে থাকিলেও থাকিতে পারে। আর কি বলিব, কত উপদ্রব করিয়াছি, সে সব অপরাধ, নিজের মহত্বগুণে মার্জ্জনা করিবেন।"

প্রমোদনাথ গানটী, শিখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন, এবং বলিলেন, "আপনি আমায় 'স্মরণ চিহ্ন' স্বরূপ গান শিখাইলেন; কিন্তু আমি আপনাকে কিছুই দিতে পারিলাম না, ভরসা করি, নিজগুণে আমায় মনে রাখিবেন। মোহন গানটী

বলিতে লাগিলেন, আর প্রমোদ মনোযোগ দিয়া, শুনিয়া শিখিতে লাগিলেন। পাছে ভুলিয়া যান, এই ভয়ে প্রমোদ পকেট বুকে লিখিয়া লইলেন।

"এগেন, এগেন অ্যাণ্ড এগেন।
এগেন, এগেন অ্যাণ্ড এগেন।
হোয়েন, আই ওয়াজ সিঙ্গল;
মাই পকেট ডিড জিংগল
আই লঙ্গ টুবি সিংগল এগেন।
আই ম্যারেড এ ওয়াইফ, ওদেন।
আই ম্যারেড এ ওয়াইফ, ওদেন।
আই ম্যারেড এ ওয়াইফ
সি ওয়াজ প্লেগ অফ মাই লাইফ
আই লঙ্গ টুবি সিংগল এগেন।
মাই ওয়াইফ গট্ ফিবার, ওদেন।
মাই ওয়াইফ গট্ ফিবার
আই উইস ইট ওয়্যার লিভার
আই লঙ্গ টুবি সিংগল এগেন।
আই ওয়েন্ট টুহার বেরিয়েল, ওদেন।
আই ওয়েন্ট টু হার বেরিয়েল, ওদেন।
আই ওয়েন্ট টু হার বেরিয়েল
এণ্ড লাফিং এণ্ড ক্রাইং
আই লঙ্গ টুবি সিংগল এগেন।
আই ম্যারেড অ্যানাদার, ওদেন।

আই ম্যারেড অ্যানাদার, ওদেন।
আই ম্যারেড অ্যানাদার
সি ইজ ওয়াইট স্তান দি আদার
আই লঙ্গ টু বি সিঙ্গল এগেন ॥”

এই গানটী মোহন, কোন সম্ভ্রান্ত পার্শি যুবকের নিকট শিখিয়াছিলেন। আজ স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ, প্রেমিক বন্ধু, প্রমোদ-বাবুকে বিদায় উপহার দিয়া গেলেন। প্রমোদনাথও প্রফুল্ল-চিত্তে, শিখিয়া এবং লিখিয়া লইলেন।

যথা সময়ে, মোহনের আহার হইল। মোহন, প্রমোদ-নাথের বেহারা এবং দ্বারবান দিগকে বকৃশিশ্ দিলেন। তাহারা আনন্দের সহিত ধন্যবাদ দিয়া, সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া গেল। মোহন, চন্দ্রবাবুকে ও প্রমোদবাবুকে সজল নেত্রে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। প্রমোদনাথ সদর দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া, ‘সেক হ্যাণ্ড’ করিয়া, মোহনকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। মোহন গাড়ি হইতে বলিলেন, “গুড্‌বাই”; গাড়ি ষ্টেসন অভিমুখে ধাবিত হইল। প্রমোদনাথ ক্ষুন্ন মনে, ছল ছল নেত্রে, বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। চন্দ্রবাবু বাড়ি চলিয়া গেলেন !!

---

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

## স্বার্থের ভিখারী।

কুমুদনাথ দুই প্রহরে, আপনার বৈঠকখানায় সোফায় অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায়, সটকায় 'ভুড়ুত' 'ভুড়ুত' করিয়া তামাক টানিতেছেন। বেহারা বাহিরে বসিয়া, পাখা টানিতেছে। বৈঠকখানার পাশেই উপরে উঠিবার সিঁড়ি; সিঁড়িতে পদ শব্দ শ্রুত হইল। কুমুদনাথের তন্দ্রা আসিতেছিল, পদধ্বনিতে সে তন্দ্রা অপসারিত হইল। বড় লোকের ঘুম ও মহামুল্য; অত আরামেও যখন মনে করিলেই ঘুম আসে না, কষ্টের-ঘুম, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, লক্ষ টাকার চেয়ে বেশি ক্ষতি বলে বোধ হয়। কুমুদনাথ চমকিত হইয়া, একটু রাগত-স্বরে কহিলেন, "কেও?" আগন্তুক মনে মনে লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন, কখন আসা নাই কিরূপে হঠাৎ আমার নামটা বলি, প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি।"

কুমুদনাথ গলা শুনিয়া, আশ্চর্য্য হইলেন। এ স্বর, পরিচিত বলিয়া বোধ হইল না। সচকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে মহাশয়?"

অমরেন্দ্রবাবু থত মত খাইয়া, গলা ঝাড়িয়া, আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে, একেবারে কুমুদনাথের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমুদনাথ একটু অপ্রস্তত ভাবে, বেহারাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই বেটা, তুই আগে এসে আমায় খপর দিতে পারিস্‌নি? অমরেন্দ্রবাবু এসেছেন,

তা তো আমার জানা ছিল না, সেই জন্যে কত কি জিজ্ঞাসা করে ফেললুম, ?" বেহারা ঘুমাইতেছিল, সে অমরেন্দ্রবাবুর আগমন দেখিতে বা পদশব্দ শুনিতে পায় নাই। সে চক্ষু রগড়াইয়া, কহিল, "হুজুর, হাম্ উন্‌কো, আঁখ্‌মে কভি নেহি দেখা।"

কুমুদনাথ সহজেই বেহারার কথা বুঝিতে পারিলেন, তথাপি কহিলেন, "খবরদার্, ইস্‌মাফিক বেয়াকুবি আউর মৎকর্ না।" বেহারা কহিল, "হুজুর, কসুর মাপ্ কি জিয়ে; আপ মুনিব, আপ্‌কো পরবস্তি। বেহারা নিজস্থানে গিয়া, আবার পাখা টানিতে লাগিল। অমরেন্দ্রবাবু অন্তরের ভাব গোপন করিয়া, মুখে একটু দেঁতো হাসি হাসিয়া, কহিলেন "তা বাপু, বেহারার কোন দোষ নেই, আমি সচরাচর তোমাদের বাড়ি আসি না, ও কেমন করে আমায় চিন্‌বে বল? আর ও ঘুমুচ্ছিল তাই দেখ্‌তেও পায়নি, তা তোমায় খবর দেবে কি! আর বাপু, তুমি ও ত আমার গলার স্বর শুনে চিন্‌তে পারনি।"

কুমুদনাথ মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "তা যাই হোক্ আপনি কিছু মনে করবেন না, এ সকল বেহারার দোষেই হ'লো। কথায় কথায় বল্‌তে বল্‌তে স্মরণ নেই, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে? আসুন, বসুন।" অমরেন্দ্রবাবু আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আসিয়াছেন, খোসামুদি করিয়া কহিলেন, "এই যে বস্‌ছি বাপু, এক ঘর এক দোর, এতে আর দাঁড়ালেই বা হানি কি?" এই বলিয়া, একখানি সোফায় গিয়া

বসিলেন। এরূপ গদি দেওয়া সোফা, চেয়ারে উপবেশন ভাগ্যে আদৌ হয় নাই, আবার এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বসিবার ইচ্ছা ও হইতেছিল, না বলিলেও বসা ভদ্রতা নহে. এইজন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন। এক্ষণে বসিয়া আরাম অনুভব করিলেন। একে বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে গর্ব্বিত প্রকৃতি, কাজেই পর মুখাপেক্ষি হওয়া বড় কষ্টকর। বড়লোককে এই জন্যই অমরেন্দ্রবাবু দেখিতে পারিতেন না, কারণ বড় লোকে, পর দুঃখ বুঝিয়া ও বুঝিতে চাহেন না। সহৃদয়তা তাঁহাদের আদৌ নাই, কেবল আত্মম্ভরিতা বিদ্যমান ; তাঁহার বড় লোকের প্রতি এইরূপ ধারণা, কিন্তু নিজে গরিব বলিয়া, দারিদ্র দুঃখ পীড়িত দুর্ভাগ্যের, তিনি একান্ত পক্ষপাতি। অমরেন্দ্রবাবুর ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক ; কেননা, সমস্ত বড় লোকই হৃদয়হীন বা গর্ব্বিত নহে, আবার সকল গরীব মানুষই, সহৃদয় ব্যক্তি নহে সকল প্রকৃতি এক হইতে পারে না। সংসারে কিছুই নাই, আবার সবই বিদ্যমান! যার যেরূপ প্রকৃতি, সে সকলকে সেই রূপ হইতে বলে, ও নিজের মতন দেখিলে অত্যন্ত খুসি হয়, এবং এক প্রকৃতি হইলে সুখ বোধ করে ; ইহা তাহাদের ভ্রম, ও মহৎ দোষ। কুমুদনাথ কহিলেন, "মহাশয় যে, এত কাল পরে পায়ের ধুলো দিলেন, তাহাতে এ বাড়ীর এবং আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে"। অমরেন্দ্রবাবু গর্ব্বিতস্বর দমন করিয়া কহিলেন, "তা বাপু তোমাদের সৌভাগ্য, না আমার সৌভাগ্য! আমি যে এতদূর আদর অভ্যর্থনা পাবো, তা' স্বপ্নেরও অগোচর।"

কুমুদ। আপনি এতদিন আসেন নি কেন?

অমরেন্দ্র। তোমার পিতার সঙ্গে আমার অত্যন্ত সদ্‌ভাব ছিল, তিনি থাক্‌তে দুই একবার এ বাড়ীতে এসেছিলাম, কিন্তু বাপু, তাঁর মৃত্যুর পর আর আমার আস্‌তে সাহস হইত না, কি জানি বাপু তোমরা ছেলে মানুষ, তোমার বাপের মতন যদি আমায় ততোটা, আদর যত্ন না করা, সেটা আমার পক্ষে বড় আক্ষেপ ও অপমানের কথা, কাজেই আস্‌তে পারিনি। তোমরাও তো বাপু, আমায় কখন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কর না।"

কুমুদনাথ এই কথায় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। তাঁর পিতার সঙ্গে অমরেন্দ্রবাবুর যত সদ্‌ভাব ছিল তাহা তিনি জানিতেন। বৃদ্ধের বাকচাতুরি দেখিয়া, হাস্য সম্বরণ করা তাঁর দুঃসাধ্য হইল, বহুকষ্টে হাসি চাপিয়া কহিলেন, "হাঁ, আপনাকে নিমন্ত্রণ করিনি বটে, তা' শুধু শুধু কোন কাজ কর্ম্ম নেই, কি বলেই বা আপনাকে বল্‌বো, আপনি হচ্ছেন পিতৃ তুল্য, আপনাকে কি সামান্য কাজে বলা যায়? মেয়েদের মধ্যে মধ্যে বলা হয়।"

অমরেন্দ্র। হাঁ, মেয়েদের বলা হয় বৈকি। আমার স্ত্রীর মুখে শুনেছি, তোমার মায়ের মতন সৎলোক অল্পই আছে, কারুর বিপদ আপদ হলে, তিনি নাকি বড় উপকার করেন। আমার মেয়ে 'সুষমা' বলে যে বৌমা (তোমার স্ত্রী) ও তোমাদের বাড়ীর সব মেয়েরাই তাকে খুব স্নেহ করেন।

কুমুদ। আপনাকে এতদিন বলা হয়নি, মনে কোরে

ছিলুম একেবারে 'প্রমোদের' (আমার ছোট ভায়ের) বিয়েতেই নিমন্ত্রণ করবো। আপনি আজ কি মনে করে আস্‌ছেন কৈ বল্‌লেন না? অনুগ্রহ কোরে মশায় -যখন এসেছেন, তখন নিশ্চয় কোন আবশ্যক থাকতে পারে, যদি কোনো বাধা না থাকে তো, সে আবশ্যকটা কি বলুন, সাধ্য মতে পুরণ কর্‌তে চেষ্টা পাবো।"

অমরেন্দ্র। "বাবা বড় বিপদে পড়েই তোমার কাছে এসেছি, তুমি থাক্‌তে আর কার কাছে সাহায্যের জন্য ভিক্ষা কর্‌তে যাবো বাপু? হ্যাঁ তা' প্রমোদনাথের বিবাহ, কোথায় মেয়ে ঠিক হ'লো?"

কুমুদনাথ অমরেন্দ্রবাবুর সমস্ত কথা শুনিয়া, মনে মনে হাসিতেছিলেন, এবং ভাবিতেছিলেন, লোকটার কোন বিশেষ বিপদ ঘটিয়া থাকিবে, নতুবা আমার নিকট হঠাৎ আসিল কেন। আমার পিতার সঙ্গে যত সদ্‌ভাব ছিল, তাহাও আমার অবিদিত নেই, তবুও যখন এতটা খোষামোদ করিতেছে, তখন নিশ্চয় কোন অভিপ্রায় আছে, নিজের স্বার্থ না থাকিলে, এ জগতে কেহই নিস্বার্থভাবে কিছু করে না। যাই হোক্, কি জন্যে যে আসিয়াছে, তাহাতো এখনো কিছুই প্রকাশ করিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, কুমুদনাথ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কি বিপদ, কন্যাদায় নাকি?"

অমরেন্দ্র। তা হোলেও বাঁচতেম, এ বিপদ তার চেয়েও ভয়ানক, কন্যাদায় হোলে, তোমরা থাক্‌তে আমার ভাবনা কি?

কুমুদ। তবে কি বিপদ? কন্যা-দায়ের চেয়ে মানুষের যে আর কোন গুরুতর বিপদ আছে, তাতো জানি না। তবে কি বিপদ বলুন?"

অমরেন্দ্র। আমার এমন বিপদ যে, আজ বাদে কাল রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

কুমুদ। কেন?

অমরেন্দ্র। তা বাপু, তুমি জানবে কি কোরে, আমার তিনমাস, অতি শঙ্কটাপন্ন ব্যারাম হ'য়ে ছিল, সেই তিনমাস আমি চাকরি কর্‌তে পারিনি। বসে খেলে সামান্য অবস্থার লোকের কদিন চলে, ক্রমে স্ত্রীর গহনা গুলি ও গেল; তারপর নিসম্বল ঘরে বোসে আছি, হাতে একটীও পয়সা নেই, এমন সময় টেক্স আফিসের লোক এসে, আমার নিকট তিনমাসের টেক্স চাহিল, আমি কোথা থেকে দিব বল? কাজেই আমায় যথোচিত অপমানিত হইতে হইল। তারপর আমার বাড়ী নিলেম কর্‌তে চাহিল, আমি করি কি, কোনো উপায়ন্তর না দেখে. একজনের কাছে বাড়ী বন্ধক দিয়ে, টেক্স আফিসের লোকের কাছে তবে অব্যাহতি পাই। এই ঘটনার পর আমার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী যাইতে বলি, তাতে তিনি কেঁদে কেটে অস্থির হলেন, এবং বল্‌লেন যে, 'তোমার কাছে আসিলে কোন উপায় হলেও হোতে পারে, "তা বাপু আমি তো আর আনা আনা সুধ দিতে পারিনে। যার নিকট টাকা ধার নিয়েছি, সে অতি ছোট লোক, একটী পয়সা সুধ ছাড়্‌তে চাহে না।

কুমুদ। তা আগে এলেতো আর ছোট লোকের কথা সহিতে হ'তো না।

অমরেন্দ্র। আমি কি বাবা, অত জানি যে তোমার কাছে এলেই টাকা পাওয়া যাবে; মনে করলুম বড় লোক কি আর এক কথায় টাকা দেয়; লেখা·পড়া হবে তবে তো পাওয়া যাবে।

কুমুদ। আপনার কত টাকা প্রয়োজন?

অমরেন্দ্র। অনেক, প্রায় পাঁচ হাজার; পূর্ব্বে তোমার কাছে এলে, আর এত টাকার আবশ্যক হ'তো না। তা বাপু আমার বুদ্ধি নেই, এতটা ভরসা করতে সাহসে কুলায় নাই মোট টেক্স দুশো ছেশট্টি টাকা বারো আনা। তখন তো আমায় কেউ দিলে না, কাজেই আমার বাড়ী খানি বন্ধক দিতে হোলো।

কুমুদ। এই সামান্য টাকার জন্য বাড়ী বন্ধক দিলেন কেন, আপনার কি জমা টাকা কিছু ছিল না?

অমরেন্দ্রবাবুর গর্ব্বিত মস্তক আজ পদদলিত হইল। তিনি মস্তক অবনত করিয়া কহিলেন, "কোথায় পাবো? খেতেই কুলায় নাই, তা জমা টাকা। এ মাসের সুধটা তাকে দিতেই হবে। তবে কবে লেখা পড়াটা হবে, সেইটে অনুগ্রহ করে, বলে দাও?

কুমুদ। "লেখা পড়ার আবশ্যক নেই, আমি এখনি ম্যানেজারকে 'পাঁচ হাজার টাকা' দিতে বোলে দিচ্ছি, কেবল আপনি রসিদ বইয়ে একটা নাম সই করে দিলেই হবে।

অমরেন্দ্র। কত কোরে সুধ, সেটা বলে দাও?

কুমুদ। সুধ আমরা নিই না, যদি কাহারো কিছু সামান্য উপকার করিতে পারি, তাই যথেষ্ট।

অমরেন্দ্রবাবু, অবাক্ হইয়া, কুমুদনাথের মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'যে ইহারা সামান্য লোক নয় এক কথায়, পাঁচ হাজার টাকা বিশ্বাস কোরে দেওয়া বড় শক্ত কথা; গিন্নি যে বলে ছিলেন, মহতের আশ্রয় লইলে, বিপদ আপদে উদ্ধার হওয়া যায়, তা সত্য। সে কথা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। "মহতের আঁস্তাকুড়ও ভালো।" অমরেন্দ্রবাবু একেবারে গলিয়া গেলেন, তিনি আহ্লাদে, বত্রিশ সংখ্যক দন্ত বিস্তার করিয়া কহিলেন, "তবে টাকা গুলি কবে ফেরত দিতে হবে?"

কুমুদ। আপনার যখন সময় হবে, তখন ঋণ পরিশোধ কর্‌বেন, তার জন্য চিন্তা কি?"

অমরেন্দ্র। আঃ, বাবা আজ তুমি আমায় বাঁচালে, যে উপকার কর্‌লে তা মলেও ভুল্‌ব না।

কুমুদনাথ, সট্‌কার নলটী, অমরেন্দ্রবাবুর হাতে দিলেন। অমরেন্দ্রবাবু তামাক টানিতে লাগিলেন। কুমুদনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মেয়ের বিবাহ দেবেন না? 'সুষমা' তো বেশ বড় হোয়েছে, তার পাত্র টাত্র খুঁজছেন?"

অমরেন্দ্র। আর বাবা, যে বিপদে পড়েছিলুম, তা থেকে তুমিই উদ্ধার কর্‌লে, মেয়ের বিয়েটাও তোমারাই দিয়ে দেবে।

কুমুদ। তা নয়, বিবাহটাই আমরা দিয়েই দিলুম, কিন্তু পাত্র তো আপনি স্থির করবেন, তা নইলে আপনার মনোনিত হবে কেন? আপনার মেয়েটীও বেশ বড় হয়েছে, তাকে আর অবিবাহিত রাখা কর্ত্তব্য নয়।

অমরেন্দ্র। তুমি হোলে সুষমার বড় ভাই, তুমি থাক্‌তে বাপু, আমি কোথায় পাত্র খুঁজতে যাবো? আর যে বাজার দর, পাস করা ছেলের বাপের খাঁই বড়, সে দিকে আমার উপায় নেই, আমার যে অবস্থা, তাতে সুপাত্র অন্বেষণ করা ধৃষ্টতা মাত্র। সব দিক বজায় থাকে, এমনতর দেখে, তুমিই একটী সুপাত্র জুটিয়ে দাও, তা হোলেই আমি এ যাত্রা রক্ষে পাই। গিন্নিরও ঐ ভাবনা বড়, পাছে মেয়েটী অপাত্রে পড়ে, দশটা নয়, পাঁচটা নয়, সবে একটী মেয়ে।

এইখানে অমরেন্দ্রবাবু আবার একটু স্বভাবগত অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। "দশটা নয়, পাঁচটা নয়, সবে একটী মেয়ে।" এটা অহঙ্কার মিশ্রিত কথা, তাহা কুমুদনাথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, এবং একটু বিদ্রুপ করিয়া কহিলেন, "পাত্র আর কোথায় পাবো বলুন?"

অমরেন্দ্র। তোমরা কাউকে বল্লেই, সে তোমাদের অনুরোধে, আমার মেয়েটীকে নিতে পারে।

কুমুদ। আপনি, গরীবের ঘরে দিতে রাজি আছেন?

অমরেন্দ্র। "আহা, হা, তাকি হয়, তাও কি বাপু, মা, বাপে প্রাণ ধ'রে দিতে পারে? এই একটী মধ্যবিত্ত লোকের

ঘর হবে ; আর দুবেলা খাবার পরবার সংস্থান আছে, এই রকম হলেই যথেষ্ট।

কুমুদ। তবে আমার ভাইয়ের সঙ্গে দিন্ না কেন!

অমরেন্দ্র। "কেমন ভাই? নিকট আত্মীয়? না দূর সম্বন্ধ?"

কুমুদ। আমার সহোদর ভাই, প্রমোদনাথ।

অমরেন্দ্রবাবু একেবারে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। আহ্লাদে আটখানা হইয়া কহিলেন, "আমার এমন কি সৌভাগ্য, যে অমন রূপবান, গুণবান, ভাগ্যমান, সরল প্রকৃতি, সচ্চরিত্র, ছেলে আমার জামাই হবে। ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। অমন জামাই পেলে, আমার সহ-ধর্ম্মিনীর আহ্লাদের আর সীমা থাক্‌বে না। তা 'তা' বাপু কথায় পাকাপাকি কবে হবে?

কুমুদ। সে কথা আমি এখন বল্‌তে পার্‌লেম না, বিয়ে ত আর এক কথায় হয় না, বিধাতার লিপি কার সাধ্য খণ্ডন করে. যার সঙ্গে যার লেখা তারই সঙ্গে, সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম কোরেও দুই হাত এক হতেই হবে। ইহা স্থির ও নিশ্চিত।

অমরেন্দ্র। তবে এ বিবাহ, কার মতে স্থির হবে?

কুমুদ। এ বিয়ের মতামত আমার মাতাঠাকুরাণীর উপর নির্ভর করে, তাহার যদি ইহাতে মত হয় তবেই হ'তে পারে।

এইবার অমরেন্দ্রবাবু একটু দমিলেন ; কারণ, স্ত্রী চরিত্র বড়ই জটিল। যে স্থলে রমণী কর্ত্তা, সে সংসারে নিত্য বিশৃঙ্খলা

পরিদৃশ্যমান। নারী যত সরলা, আবার সময়ে সময়ে ততো প্রবলা, এক রকম প্রকৃতি সকল সময় থাকে না, ইহাই অমরেন্দ্রবাবুর ভয় ও ভাবনা। অমরেন্দ্রবাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন. কারণ, কুমুদনাথের মাতা অতি সরল স্বভাবা, ধর্ম্মশীলাও বুদ্ধিমতি, তাঁর শান্ত স্বভাবের গুণে, পুত্র, কন্যা ও বধুগণ শান্তশিষ্ট এবং ভক্তি শ্রদ্ধাশীল, গৃহিনীর গৃহিনীপনায় সংসার সুন্দর রূপে চালিত। কুমুদনাথ মাতার মান বাড়াইয়া, অমরেন্দ্র বাবুকে একটু মোচড় দিলেন। অমরেন্দ্রবাবু উল্টা বুঝিলেন! তিনি বিস্মিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? তোমার মায়ের অমত কিসে? তুমি হ'লে যোগ্য ছেলে, তোমার মতই মত।"

কুমুদ। মার ইচ্ছা, প্রমোদের বড় ঘরে বিয়ে হয়। গরীবের বাড়ীর মেয়ে শিক্ষিতা ও সভ্যা হয় না, দেখ্‌তে সুশ্রী হলেও শিক্ষাভাবে সকলের কাছে অপ্রিয় হয়; আরও একটা বিশেষ কারণ, গরিবের বাড়ী জামাই আদরটা তেমন ভালো রকম হয় না।

অমরেন্দ্রবাবু বড় মর্ম্মাহত হইলেন; ভাবিলেন, বড়লোকের কথায় বিশ্বাস করা দায়। দণ্ডে দণ্ডে রকম রকম কথা, শুধু কথা পাড়িয়া আমার মনের ভাব বুঝিল মাত্র। নিজের মনগত ভাব প্রকাশ করিবে না, তাই এত বাক্যাড়ম্বর। কথায় বলে. "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষনেকে চাঁদ"। এ কথাটার আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। যেমন উপকৃত হইলাম, আবার তেমনি অপমানিত হইতে

হইল; এতোও অদৃষ্টে ছিল। মনের ভাব গোপন করিয়া, কিঞ্চিত বিদ্রুপের স্বরে, কহিলেন, "কেন বাপু, গরীবে কি আদর যত্ন জানে না?"

কুমুদ। জানিবে না কেন, জানে, কিন্তু সে আদর মুখে। সব রকমে ক্ষতি পুরণ করিতে দরিদ্র সক্ষম নহে, বড়লোকের বাড়ী বিবাহ করায় মানমর্য্যাদা বাড়ে, জানিত লোক শ্বশুর হ'লে, দরিদ্র জামাইয়েরও খাতির হয়, অমুকের জামাই বলে সকলে মান্য করে, এই সব কারণে গরীবের মেয়ে নিতে মার নিতান্ত অনিচ্ছা।

অমরেন্দ্র। তা বাপু, সে আমার অদৃষ্ট। তবে তোমার মার মতটা কি, জেনে সময় মত আমায় জানিও। আমি দরিদ্র, এত বড় আশা করাই বৃথা! দেখা যাক্ কত দূরের জল কতদূরে গড়ায়।

কুমুদ। আচ্ছা সেই ভাল।

অমরেন্দ্র। তোমার ম্যানেজারকে, টাকার কথাটা এখন একবার ব'লে দাও।

কুমুদনাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া দেওয়ানজীকে ডাকিয়া পাঁচ হাজার টাকা অমরেন্দ্রবাবুকে দিতে বলিয়া দিলেন দেওয়ানজী বড় বাবুর মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বড় বাবু, এ টাকার কিছু লেখা পড়া হইয়াছে কি?

কুমুদনাথ বলিলেন, "আবশ্যক নাই।"

দেওয়ান। আইন সঙ্গত হইতেছে না, তবে আপনার যেরূপ অনুমতি।

কুমুদ। বাঁধাবাধির আবশ্যক নাই, আমি জামিন রইলেম. হারায় পালায় আমি দায়ী। আমি একটা সই করে দিলেই হবে বোধ হয়?

বড় বাবুর কথার উপর আর কথা চলে না; কোন উত্তর না দিয়া বৃদ্ধ দেওয়ান 'খাজনা ঘরে' চলিয়া গেলেন।

অমরেন্দ্র। দেখ্‌লে বাপু? যদি বা বড় লোকের দয়া হয় তা চাকর বেটারা মুনিবকে কূট অর্থ শিখিয়ে, দিতে দেয় না পরের টাকায় কর্ত্তাত্তি কোরে. বেটারা সব লাট্‌ হয়ে যায় আ মলো বেটারা; মুনিব দিচ্ছেন, তো বেটাদের কি?

কুমুদ। আপনি কিছু মনে করবেন্ না। যেরূপ বলা হইল ঠিক সেইরূপ কাজ হইবে, তবে একবার কাজের দায়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত, তাই করেছেন। আপনি ওর কাছে যাবামাত্র, টাকা পাবেন। বোধ করি এতক্ষণ টাকা বার করে রেখেছেন, আপনার আর কোন কথা কইতে হবে না।

অমরেন্দ্রবাবু আনন্দের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন "তোমাদের কুবেরের ভাণ্ডার, চাবা মাত্র পাওয়া গেল। কৃতজ্ঞতা জানাতে পারলেম না, সময় পাইতো জানাবো।" এই কথা বলিতে বলিতে নিম্নে নামিয়া গেলেন। দপ্তর খানায় যাইবামাত্র টাকা পাইলেন। দেওয়ানজী বিনা বাক্যব্যয়ে পাঁচ হাজার টাকার নোট, অমরেন্দ্রবাবুর হাতে অর্পণ করিলেন। অমরেন্দ্রবাবুও ভদ্রতার খাতিরে, 'চেক বহিতে' একটী সহি করিয়া. টাকা, লইয়া বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়, নক্ষত্র রাজী, নীল নভমণ্ডলে

উকি ঝুঁকি মারিতেছিল ; সে শোভা অতুলনীয়। পঞ্চমীর অর্দ্ধ চন্দ্র, যেন একটী তারার টিপ পরিয়া উদিত হইয়াছেন।

---

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

### হিতে বিপরীত।

সুষমা রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায়, এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, যেন তাহাকে কে বলিদান দিবে বলিয়া, লাল চেলি পরাইয়া, গলায় ফুলের মালা দিয়া টানিতে টানিতে কোথায় লইয়া যাইতেছে। সে ভয়ে, চারিদিক আকুল নেত্রে চাহিতেছে, সেখানে আত্মীয়স্বজন কেহই নাই যে তাহাকে রক্ষা করে! নিরুপায় হইয়া একমাত্র বিপদ ভঞ্জন, মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিল ; স্বপ্নে দেখিল যেন তাহার গলা কাটিয়া, ঝর্ ঝর্ দর্ দর্ ধারে,রক্ত প্রবাহ ছুটিয়া গিয়া একটা ডোবায় পরিণত হইল। দেখিতে দেখিতে সেই ডোবাটা ক্রমে বড় হইতে লাগিল ; এতো বাড়িল যে একটা পুষ্করিণী হইয়া গেল পুষ্করিণীটায় আবার ঢেউ উঠিতে লাগিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ

উঠিতেছে, পড়িতেছে, নাচিতেছে, আবার নাচিয়া নাচিয়া কোথায় ছুটিতেছে, সে তরঙ্গ ভঙ্গের সীমা নাই। এমন সময় সুষমাকে যে বলি দিবে, সে সেই পুষ্করণীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল; সুষমা তাহার পানে ব্যাকুলভাবে চাহিল, তাহার আকৃতি ভীষণ, বড়ই ভয়াবহ, সাক্ষাৎ কালান্তক যম। সুষমা তাহাকে অনেকক্ষণ দেখিল, দেখিতে দেখিতে, চিনিল, সে ভীষণ মূর্ত্তি অন্য কেহ নহে, তাহারই পিতা। চিন্তা করিতে লাগিল, একি! পিতার এই কাজ? পিতা হইয়া, মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, কন্যা হত্যা; কেন এমন হইল? আমি কি তবে কোন অন্যায় করিয়াছি? না করিলে কে কবে পিতা হইয়া কন্যা বলি দিয়াছে? অবশ্যই আমি কোনো অপরাধে, পিতার চরণে অপরাধী, তাই আজ আমার এই ভীষণ পরিণাম।" ভিত-চিত্তে সুষমা এই সকল কথা ভাবিতেছে, এমন সময় সেই ঘাতক মুর্ত্তি জোরে তাহার হাত ধরিয়া টানিল এবং বলিল, সুষমা ওঠ্ আর ন্যাকামি করিস্‌নে; কালামুখি, তোর জন্যই আমার যত জ্বালা, তোকে বলিদান দিয়ে আমার সব জ্বালার শান্তি করবো। সুষমা ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। সে কি করিয়াছে, তার এই সাজা কেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া যেই মুখ তুলিয়া পিতার দিকে চাহিবে, এমন সময় তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং ভিতচিত্তে গৃহের চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিল। তখনও তাহার ঘুম ভালো করে ভাঙ্গে নাই। সুষমা বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং চক্ষু রগড়াইয়া গৃহের চারিদিক চাহিতে লাগিল। একি স্বপ্ন না সত্য ঘটনা?

নিশ্চিত হইবার নিমিত্ত সভয়ে উপাধানে হাত দিয়া দেখিল। দেখিল, উপাধান সিক্ত; তবে যথার্থই সে কাঁদিয়া ছিল। এতো কাঁদিয়া ছিল, যে তার নিশানা তখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বপ্নের কথা, ভাবিয়া সুষমা সত্য সত্যই শিহরিতে ছিল। ভোরের স্বপ্ন; স্বপ্ন যদি সত্য হয়? না, না, স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? আমি ভ্রান্ত তাই এত ভীত হইতেছি। এই প্রকার মনকে সান্ত্বনা দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া আবার শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। সুষমা যে গৃহে শয়ন করিত, তাহারই পাশের গৃহে তার পিতা মাতা শয়ন করিতেন। দুইটী গৃহের মাঝে একটী কপাট মাত্র ব্যবধান। দিনমানে সে দ্বার খোলা থাকিত রাত্রে ভেজান থাকিত মাত্র। সুষমা শুইয়া শুইয়া, কত কি আকাশ পাতাল, ছাই ভস্ম ভাবিতে লাগিল। নিদ্রাভঙ্গে শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ করিল। আলস্য জড়িত দুর্ব্বল-চিত্তে, শুনিল পাশের ঘরে কোন কথা হইতেছে, এবং তাহা যে তাহারই উদ্দেশে, তাহা সে স্পষ্টতর বুঝিতে পারিল। তাহার নাম, বার বার পিতা মাতা এই অসময়ে কেন করিতেছেন, তাই শুনিবার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব হইয়া কান খাড়া করিয়া রহিল। কথোপকথন এইরূপ শুনিল।

মাতা। 'তারা যে উপকার করেছে, তা আমরা জন্মে শোধ দিতে পার্‌বো না। তাইত বোল্‌ছি সেই ঘরে মেয়ে ফেলো, একটা মস্ত হিল্লে, সময় অসময়ে তারা সব দায়ে নিশ্চয়ই রক্ষে কর্‌বে।

পিতা। আমি কি আর ছাড়্‌নেওয়ালা, একেবারে

কথার পাকা পাকি করে, তবে নিশ্চিন্ত হোয়েছি। তা দেখ, ভগবান্ কি করেন। এখন মেয়েকে কিছু বলে কাজ নেই, সে একেবারে সম্প্রদানের সময় জানতে পারবে, যে তার বিয়ে। বড় হোয়েছে আগে থাকতে সব জানতে পারলে, একটা হৈ চৈ বাধিয়ে তুলবে। তার চেয়ে, চুপি চুপি শুভ কাজ সারাই শ্রেয়; কেন না আমরা গরীব, চারিদিকে শত্রুর ভয়, কি জানি কি হতে কি হয়, শেষে মুখ দেখান ভার হবে।

মাতা। না গো না। তুমি কি আমায় তেমনি পেয়েছ যে আমি পেটের কথা কাউকে বলবো। তবে সুষমা আমার একটী মেয়ে; সেই মেয়ের বিয়েতে ঘটা করতে পেলুম না, এই বড় আক্ষেপ। যার বিয়ে, সেও জানবে না, আমার কপাল!

এই কথার পর আর কোন কথা শ্রুত হইল না। সুষমা শুনিয়া ভয়ে আকুল হইল; ভাবিল পিতা মাতার এই কাজ? আমার বিয়ে, তবে আমায় লুকাইবার কারণ কি? অবশ্য কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে, নচেৎ এত মন্ত্রণা হইবে কেন? আমি কি তবে অন্যের গৃহিণী হবো? ও! তাই এত মন্ত্রণা? প্রমোদনাথের সহিত বিয়ে হোলে, কখনই সে কথা গোপন থাকিত না। আমার ভাগ্যে নিশ্চয়ই অন্যরূপ ফল ফলিবে। হায়! হায়! শেষে এই হবে, তা জানিলে কে এতদিন জীবিত থাকিত! ভয়ে, ক্ষোভে, প্রাণে ঘৃণা হইতেছিল, স্বপ্নের কথা এখন মনে হইয়া সুষমা ভীত হইল। ভাবিল তবে তো

স্বপ্ন সত্য। আমার ভাগ্যে কি শেষে এই লেখা ছিল! কোথায় আমি প্রমোদের পরিণীতা স্ত্রী হবো, না অন্যের স্ত্রী; এখন তাহাকে ভাবিলেও পাপ স্পর্শিবে। এ ছার প্রাণে আর আবশ্যক কি? যখন বলিদানের স্বপ্ন দেখিয়াছি তখন নিশ্চয়ই আমার বলিদান হবে। পিতা আমায় অন্যের হাতে সম্প্রদান করবেন স্থির করিয়াছেন; জীবন থাক্‌তে আমি তা কখনই হ'তে দিব না। জীবন বিসর্জ্জন দিয়া প্রমোদকে দেখাইব, যে পবিত্র ও নিস্বার্থ প্রেম জগতে আছে কি, না! পিতা মাতার এই নিষ্ঠুর নির্ম্মম অভিসন্ধি আমি কখনই কার্য্যে ঘটিতে দিব না। দেখি দুষ্ট অভিপ্রায়ে, কি রূপ শুভ ফল ফলে। আমি নারী-ধর্ম্ম পালন করিতে কিছু মাত্র ভীত নহি, প্রমোদকেই জীবনে মরণে স্বামী বলিয়া জানিব। অন্যের স্ত্রী হইয়া, নিরয় গামী হইতে পারিব না। আশা মরিচীকা। আশার প্রলোভনে, আর এ পাপ প্রাণ রাখিব না।

সুষমা আত্মহত্যা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। বিধাতার ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে। হায়! কোথায় সুষমা, প্রমোদ নাথের অঙ্ক লক্ষী হইবে, না কোথায় মরিতে চলিল। কি সে, কি হয় কে বলিতে পারে? একেই স্বপ্ন দৃষ্ট অশুভ কাহিনীতে সুষমার হৃদয় ভারাক্রান্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর পিতা মাতার জটিল মন্ত্রণা শ্রবণে, সে একেবারে প্রমাদ গনিল। "মরণ ছাড়া আর অব্যাহতি নাই" সুষমা অনেকক্ষণ ধরিয়া, কাঁদিল; মরণের পূর্ব্বে না কাঁদিয়া, কে কবে মরিতে পারিয়াছে? মরণের আগে না কাঁদে

এমন লোক জগতে বিরল! হায় রে মরণ, তোমার কোমল কর স্পর্শে পাষাণ পর্য্যন্ত ফাটিয়া যায়, তা মানুষ কোন্ ছার। সুষমা কাঁদিল। সে কান্নার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। চক্ষের জল, ধারা বাহি রূপে, গোলাপি গণ্ড সিক্ত করিয়া বক্ষে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অশ্রু জল দর দর ঝর ঝর করিয়া, পড়িয়া অঞ্চল ভিজাইয়া দিল। কাঁদিয়া, কাঁদিয়া, কতক্ষণ পরে হৃদয় সংযত করিল। সুষমা আপন মনে বলিতে লাগিল, "আমার জন্য পিতা মাতার জ্বালা, আমি মরিলেই সকল জ্বালা জুড়াইবে, আমি নিশ্চয় মরিব। আমি মরিলে, আর অন্যের স্ত্রী বলিয়া, কেহ আমায় জ্বালাইতে পারিবে না, কিন্তু হায়! আমি মরিলে, আমার প্রমোদ যে পরের হবে? হউক, যদি আমার সঙ্গে বিবাহ না হইত তবে তা' হোলেও ত আমার জীবিতাবস্থায়, প্রমোদকে অন্যের স্বামী বলিয়া, দেখ্‌তে হতো, জীবন্মৃত হ'য়ে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা আমার মরণই শ্রেয়। আমিও জানিব প্রমোদ আমার! প্রমোদ ও জানিবে আমি তাহারই ছিলাম। মরণের পরও তাহারই থাকিব। অন্যের স্ত্রী বলিয়া, সে আমায় ভাবিতে, পাপ মনে করিবে না। ইহাই সুখ; এর চেয়ে, অধিক আশা এ হীন জীবনে করা অকর্ত্তব্য।" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুষমা, প্রমোদনাথকে একখানি পত্র লিখিল। পত্র খানি হৃদয় বিদারক কথায় ভরা। দূরাগত অতীতের কাহিনী পত্রখানি লিখিয়া, শয্যাতলে লুকাইয়া মরিতে অগ্রসর হইল। আবার চক্ষে বারি ধারা মুক্তা

শ্রেণীর ন্যায় ঝরিল। জল ধারায় চক্ষু ধাঁধাইয়া দিল। ক্ষণপরে চক্ষু মুছিয়া হৃদয় দৃঢ় করিয়া, আঁধারে আঁধারে, বাটীর বাহির হইল। বাটীর কিঞ্চিৎ দূরেই গঙ্গা। পুণ্য তোয়া ভাগীরথি, কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইতেছে। বর্ষাকাল! নদী কূলে কূলে ভরা। কৃষ্টপক্ষের পঞ্চমী. ক্ষীণ চন্দ্র নভমণ্ডলে লুকোচুরি খেলিতে ছিলেন। ধরিত্রীকে আপনার ক্ষীণ জ্যোতি দান করিয়া, আধার কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া দিতে ছিলেন। সেই মধুর ক্ষীণ অথচ স্নিগ্ধ জোছ-নায় জগৎ বিভাসিত। ধরিত্রী নিঝুম নিস্তব্ধ। সেই ম্লান আলোকে, সুষমা গৃহের বাহির হইয়া, একাকিনী ভাগিরথী তীরে দাঁড়াইয়া, সেই শোভাময়ী, প্রভাময়ী, মায়াময়ী, প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল! সুষমার মায়ের স্নেহ, পিতার ক্রোধ, প্রমোদনাথের ভালবাসা, একে একে স্মরণ করিতে লাগিল। সকল কথা মনে উদিত হইয়া, মনকে বিচলিত করিয়া তুলিল। মরিতে আসিয়াও প্রাণে বড় যন্ত্রণা উপস্থিত হইল; মায়ের সেই স্নেহমাখা মুখখানি মনে পড়িল, মরিতে ভয় হইতে লাগিল। নয়ন কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, নয়ন বারি নয়নে নিবারণ করিয়া হৃদয় দৃঢ় করিল। ভাবিল, আর না, আর প্রাণের মায়া করিব না। যত শীঘ্র মরিতে পারি, ততই ভাল; এই ভাবিয়া গঙ্গা গর্ভে গিয়া দাঁড়াইল; ক্ষীণ চন্দ্র গগণমার্গে হাসিতেছে গঙ্গা গর্ভে আরশীর ন্যায় প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। সুষমা আবার কাঁদিল। তাহার নয়নবারি পুত বারির সহিত

মিলিয়া এক হইয়া গেল। সুষমা অতি কষ্টে "মা ভাগিরথী! এ অভাগিনী তনয়াকে, চরণে স্থান দেমা। মা, আমি বড় জ্বালায় জ্বলে, তোর শীতল ছায়ায় জুড়াতে এসেছি, মা! দয়া ক'রে এ অভাগিনীকে কোল দেমা" বলিয়াই ভাগিরথী বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সশব্দে জল আলোড়িত হইল। কিন্তু স্থান নির্জ্জন কেহই কিছু শুনিতে বা দেখিতে পাইল না। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া সুষমাকে বক্ষে করিয়া নাচিতে নাচিতে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। কেহ জানিল না কেহ শুনিল না। সংসারের বিচিত্র গতি, যে সময় একজন মরিল, অপরে তখন সুখ নিদ্রায় অভিভুত। সুষমা এক শুনিতে এক শুনিল, কোথায় বিবাহ, না কোথায় অপমৃত্যু! সামান্য কথায় কি ভয়ানক বিভ্রাটই না ঘটে, ইহারি নাম "হিতে বিপরীত।"

# বিংশ-পরিচ্ছেদ।

## আশ্চর্য্য ঘটনা।

প্রত্যুষে উঠিয়াই প্রমোদ নাথ শুনিলেন। অমরেন্দ্র বাবুর বাড়ি মহা গোল উঠিয়াছে, বাড়ী লোকে লোকারণ্য সকলের মুখেই এককথা, 'সুষমা নাই।' সুষমা নাই, কেন নাই এবং কি হইয়াছে তাহা কেহই জানেনা, কিম্বা জানিয়াও বলিতেছেনা। বিষম সমস্যা। হঠাৎ এরূপ, ঘটনা কেন সংঘটিত হইল, তাহা ভগবান ভিন্ন, সকলেরই অবিদিত। প্রমোদ নাথ এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ও মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি হইয়াছে, তাহা ভাবিতেও তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল। এ ঘটনা তিনি কখন মনেও আনেন নাই, ইহা স্বপ্নতীত, জ্ঞানাতীত। দুঃসহ যন্ত্রনা হৃদয় মথিত করিল, চক্ষে জল ধারা নির্গত হইতে লাগিল।

হৃদয় পুড়িয়া দগ্ধ হইতেছে; কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নহে কাজেই প্রমোদনাথ মনের আগুণ, মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টিত হইলেন।

কেহ বলিল, 'সুষমাকে ডাকাতে লইয়া গেছে।' কেহ বলিল, "হয়তো তাহাকে কোন বদলোকে লইয়া গেছে, আহা! তার যে রূপ; সেই রূপই তার কাল হোলো।" আবার কেহবা বলিল, "অত বড় আইবুড় মেয়ে, বিযে হ'লনা ঘৃণায় হয়ত জলে ডুবে মরেছে।" নানা লোকে নানা

কথা বলিল, কেহই স্থির সিদ্ধান্ত কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না, এই প্রকার হয়তো, নয়তো লইয়াই, সকলে আপন আপন মন্তব্য জ্ঞাপন করিল। অমরেন্দ্র বাবু গালে হাত দিয়া কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায়, হতভম্ব হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার বাক্যরোধ হইয়া আসিয়াছে; গৃহিণী আছাড় খাইয়া পড়িতেছেন, এবং কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতেছেন। একজন ভদ্র লোক, অমরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় মেয়েটীকে কি কিছু বলিয়া ছিলেন? কখনো কি তিরস্কার করিতেন, এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ কি?"

বহুকষ্টে অমরেন্দ্র বাবু কহিলেন, "হাঁ মহাশয়, কখনো কখনো তাহাকে তিরস্কার করিতাম বটে, কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইতেছি যে, অল্প দিনের মধ্যে তাহাকেতো কিছুই বলি নাই, তবে এমন হইল কেন? আর কি জন্য হইল, তাহাও ভাবিয়া কোন কিনারা করিতে পারিতেছিনা।" গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, "ওগো তোমায় কতদিন কত বারন করেছি, তুমি সুষমাকে কিছু বোলোনা, সে বড় অভিমানি, কোন দিন কি সর্ব্বনাশ বাঁধাবে। হায়! হায়! যা ভাবতুম, আমার তাই হ'ল। এমন হবে জানলে, আমি ভিক্ষে কোরে খেয়ে দিন কাটাতুম, তবুতো আমার মেয়েটী বেঁচে থাক্‌তো। আমি এমনি পোড়া কপালি, যে আমার সোণার প্রতিমা জলে বিসর্জ্জন দিয়ে, এখন বোসে রইচি। মা আমার লক্ষ্মী স্বরূপিণী। অমন মেয়ে কি সকলের হয়! আমি কত পুন্নি (পুণ্য) করেছিলেম তাইতে অমন মেয়ে পেয়েছিলুম।" এই রূপ

নানা কথা বলিয়া, বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাহারও বিপদ উপস্থিত হইলে, দুষ্ট লোকে, 'মড়ার পর খাড়ার ঘা' সর্ব্বত্রই মারিয়া থাকে। নানা লোকে, নানা কথা বলিল। অনেকে অমরেন্দ্র বাবুকে অযথা, কতকগুলি ভৎসনা করিল। অমরেন্দ্র বাবু নির্ব্বাক নিস্পন্দ বসিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে জানেন, সুষমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নাই, এ দুর্ঘটনা কেবল তাঁর অদৃষ্টের ফের; এই সকল ভাবিয়া, তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন। একজন ইতর জাতির লোক, অমরেন্দ্র বাবুকে কহিল, "মশায় রায় বাবুদের বাড়ি খপর দেওয়া হয়েছে কি? যদি খপর দেয়া, না হয়ে থাকে, তবে বলেন তো আমি যাই!" অমরেন্দ্র বাবু কোনও কথা বলিতে, না, বলিতে, সেই লোকটী দৌড়িয়া গিয়া, কুমুদ নাথ বাবুকে খপর দিল। লোকটী অতি সংক্ষেপে, কুমুদ নাথকে ঘটনা যত দূর জানা গেছে বিবৃত করিল। এই ভয়ানক বিপদের কথা শুনিবা মাত্র কুমুদ নাথ, সহোদর প্রমোদ নাথকে সঙ্গে লইয়া, অমরেন্দ্র বাবুর বাড়ি উপস্থিত হইলেন এবং দুর্ঘটনার কারণ কি, কি হইয়াছিল, কেনই বা এমনতর হইল? ইত্যাদি বিনীতস্বরে, জিজ্ঞাসা করিলেন। শোক বিহ্বল অমরেন্দ্র বাবু, কুমুদ নাথকে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিয়া গেলেন। বিনানুরোধে দুই ভাই সম্মুখস্থিত দুইটী বাতির বাক্স টানিয়া, উপবেশন করিলেন। রোরুদ্য মান অমরেন্দ্র বাবু, অতি কাতর স্বরে যতদূর সাধ্য সমস্ত বৃত্তান্ত, যথাযথ বলিলেন। ঘটনার আদি অন্ত, বিশেষ সহিষ্ণু-

তার সহিত কুমুদনাথ শুনিতে লাগিলেন। মর্ম্মাহত প্রমোদনাথ কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ভাব বুঝিয়াই, কুমুদ নাথ তদন্ত করিতে উপস্থিত। প্রমোদ নাথ মনে মনে অমরেন্দ্র বাবুকেই সুষমার মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে ছিলেন। তাঁহার চক্ষে,, বিশ্ব ব্রহ্মান্ত ঘুরিতেছিল; এবং মনে, হইতেছিল, কন্যা হন্তা, নরাধমের মুখ আর দর্শন করিবেন না। তিনি স্থির জানিতেন সুষমা নীজে কিছু করিয়া থাকিলে কখনই তাঁহাকে পত্র লিখিতে বিস্মৃত হইবে না। তাহা হইলে সুষমা নিশ্চয়ই প্রমোদনাথের জন্য কোন নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। সেই নিদর্শন আশায় তিনি সুষমা-হীন বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রমোদনাথ কাহাকে কিছু না বলিয়া যে গৃহে সুষমা শয়ন করিত, একেবারে সেই গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চক্ষের জল আর কিছুতেই বাধা মানিল না, সুষমার কথা ভাবিয়া হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। গৃহ খানি ক্ষুদ্র হইলেও গৃহ-স্বামীনীর স্বহস্ত মার্জ্জিত, পারিপাটা, এবং শৃঙ্খলতা এখনো পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রমোদনাথ অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া সুষমার শয্যা তুলিয়া ফেলিলেন। শয্যাতলে একখানি পত্র রহিয়াছে দেখিয়া ত্রস্তে তাহা খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। পত্রখানি লিখিবার সময়·নিশ্চয় সুষমা কাঁদিয়াছিল সেইজন্য স্থানে স্থানে এক একটী অক্ষর চখের জলে একেবারে মুছিয়া গেছে, তাহা আর আদৌ পড়া গেল না। পত্র খানির মর্ম্ম এইরূপ;—

"* * * প্রমোদ!"

কষ্ট সহিবার জন্যই রমণীর জন্ম সত্য কিন্তু আমার লাঞ্ছনা যন্ত্রনা সহিতে আর বাসনা নাই, সেইজন্য ভবিষ্যত সুখ, আশা, ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া চলিলাম; আমি মরিব, নিশ্চয় মরিব। আমার জন্য তুমি দুঃখিত হইও না। আমার অন্তিম অনুরোধ তুমি আমায় ভুলিয়া যাইও এবং বিবাহ করিও। যাহাকে বিবাহ করিবে আমার অনুরোধ তার মনে কখন ব্যথা দিও না, আমার মিনতি আজ হইতে এ হতভাগিনীকে তোমার অন্তর হইতে অন্তরিত করিবে।

জানি, আত্মহত্যা মহা পাপ; কিন্তু কি করিব, ইহা আমার বিধি লিপি! আত্মহত্যাই করি বা অন্যে হত্যা করে, আমার পক্ষে উভয়ই সমান। আমি মরিলাম বলিয়া কাহাকেও দোষী ভাবিও না। আমি মরিয়া ভালই করিলাম। বলিতে বুক ফাটিয়া যাইতেছে, শুনিলাম তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে না। অন্য সম্বন্ধ হইতেছে তোমাকে পূর্ব্বেই স্বামী রূপে গ্রহণ করিয়াছি, কেমন করে অন্যের হইব সুতরাং দ্বিচারিণী অপেক্ষা মরণ ভাল। তোমা ছাড়া আর কাহাকেও এ জীবনে স্বামী বলিতে পারিব না। আর কাহারো সহিত বিবাহ হইলে, তাহাকে আমি ভাল বাসিতে পারিব না। আমার জন্য অপরে আজীবন মনের কষ্টে দগ্ধ হইবে তাহা ও আমি সহিতে পারিব না, তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো নয় কি! আমার মৃত্যুতে অনেক লোকের উপকার হইতে পারে সেইজন্য আমার মৃত্যু একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে কুণ্ঠীত হইও না। তুমি বিবাহ করিও।

তোমাকে জন্মের শোধ একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে কিন্তু তোমায় দেখিলে আর মরিতে পারিব না। তোমার পায়ে মাথা রেখে মরিতে পারিলাম না এই ক্ষোভ রহিল। হতভাগিনীকে ভুলিয়া যেও, ইহাই প্রার্থনা * * * * জন্মের মত বিদায় ইতি—

পত্র পাঠ করিয়া প্রমোদনাথের চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ অশ্রু পড়িত হইতে লাগিল। বহুকষ্টে আত্ম সংযম করিলেন ও যত্নে প্রিয়তমার সেই শেষ স্মৃতি চিহ্ন, লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। বিশেষ অনুসন্ধান হইল, কিন্তু সুষমার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। একে একে সকলে চলিয়া গেলে কুমুদনাথ অমরেন্দ্রবাবুকে সান্ত্বনা দিয়া ক্ষুন্ন মনে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন॥

সমাপ্ত।

# দ্বিতীয় খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### নৌকারোহনে।

বর্ষাকাল রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। জ্যোৎস্না তত উজ্জল নয় অন্ধকার মাথা পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত বড় মধুর। ভাগিরথী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ, চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্র গতি জলস্রোতে, আবর্ত্তে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জলিতেছে। কোথাও ফুটিয়া উঠিতেছে কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বিচিভঙ্গ হইয়া চিকি চিকি ঝিকি মিকি করিয়া চন্দ্র কিরণ জ্বলিতেছে। তীরে গাছের গোড়ায় গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে। যেখানে গাছের ছায়া পড়িয়াছে সেখানে জল বড় অন্ধকার, অন্ধকারে গাছের ফল ফুল পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে, তীরে ঠেকিয়া জল তর্ তর্ কল্ কল্ শব্দ করিতেছে। আলোক ও আঁধারে থাকিয়া বিশাল জল সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিনীর বেগে ছুটিয়াছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য। কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা পাল ভরে ধীরে ধীরে উজান বহিয়া চলিয়াছে। বায়ুর গতি প্রখর নহে। নদী বক্ষ্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, চন্দ্র কিরণে উজ্জল, নিস্তব্ধ নাবিকেরা সতর্কে চলিয়াছে, কাহার ও মুখে শাড়া শব্দ নাই। বজরার কামরার ভিতরে দুইজন আরোহী মুখোমুখি বসিয়া আছেন; প্রথম

আরোহী পুরুষ অপরা তাঁহার সহধর্ম্মিনী। স্ত্রীলোকটী পরমা সুন্দরী, সুন্দরী কৃশাঙ্গি নহে, অথচ স্থূলাঙ্গি বলিলেও নিন্দা হইবে। অবয়ব সর্ব্বত্র ষোল কলা পূর্ণ। আজি ভাগিরথী যেমন কূলে কূলে পুরিয়াছে, ইহার দেহ তেমনি কূলে কূলে পুরিয়াছে। ভাগিরথীর মত সুন্দরীও আজ সুসজ্জিতা। পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই তাহাতে জরির ফুল; তাহার ভিতর হইতে জরির কাজ করা কাঁচুলি ঝক্ মক্ করিতেছে। যুবতীর বয়স অনুমান ২৫। ২৬। মুখখানি শান্ত অথচ হাস্যময়ী, নাম আনন্দময়ী। পুরুষটীর নাম ভুবন মোহন। মূর্ত্তি নামের অনুরূপ, বয়স অনুমান ৪০কি ৪২। রং খুব ফরসা দেহ, সুন্দর ও বলিষ্ট। সুন্দর নাসিকা, পদ্ম পলাশলোচন। পরিধানে একখানি খুব মিহি ফরেসডাঙ্গার কালাপাড় ধুতি। গায়ে সুইসের পাঞ্জাবী, তাহার ভিতর দিয়া গায়ের রং ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মুখ খানি শান্ত অথচ গম্ভীর, দেবোপম মূর্ত্তি। ভুবন মোহন ভাগি-রথীর দিকে একমনে চাহিয়া আছেন; চাহিয়া চাহিয়া, আগ্রহ সহকারে কি একটা বস্তু নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন; বজরার অনতিদূরে আধ অন্ধকারে একটা বড় তেঁতুল গাছের ছায়ায় সাদা কি একটা ভাসিয়া যাইতে দেখিলেন। হটাৎ মনে কি উদয় হইল, আনন্দময়ীকে ডাকিলেন, "ময়ী।"

আনন্দ :—আজ্ঞে!

ভুবনবাবু স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাস্য মুখে কহিলেন, "আজ যে আমার বড় মান্য দেখছি?"

আনন্দ :—কবেই বা অমান্য করেছি?

ভুবন :—শোন !

আনন্দ :—বলো !

ভুবন :—কাছে এসো ।

আনন্দ :- কাছেই তো র'য়েছি ।

ভুবন :—আরো কাছে,

আনন্দময়ী নিকটে আসিলেন, ভুবনবাবু তেঁতুল গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ ?"

আনন্দ :—কি ?

ভুবন :—ঐ যে সাদা কি ভাসিয়া যাইতেছে

আনন্দময়ী, আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু স্বামীর মুখের পর ন্যস্ত করিয়া, বিস্ময় বিহ্বলস্বরে কহিলেন :—"কৈ না !"

ভুবন :—ভালো করিয়া দেখ দেখি !

আনন্দময়ী যথার্থই কাপড়ের ন্যায় কি একটা ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিলেন :—কি একটা কাপড়ের ন্যায়—

ভুবন, :—তাহাতো বুঝিলাম, আর কিছু দেখিতে পাইতেছ কি ?

আনন্দ :—আবার কি ?

ভুবন :—মানুষের ন্যায় বোধ হয় কি ?

শুনিয়াই আনন্দময়ী আড়ষ্টভাবে স্বামীর গা ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিলেন :—"ওকি কথা !"

ভুবন : —কেন, তোমার ভয় হইতেছে নাকি ?

আনন্দময়ী বস্তুতই অন্য রকম ভাবিয়া ভয় পাইয়াছিলেন, তিনি ব্যস্ততা জানাইয়া সভয়ে কহিলেন, "ওগো মাঝিদের

ডেকে এখান থেকে শীগ্‌গীর বজরা দূরে নিয়ে যেতে বল, গেলে বাঁচি 'আঃ! রাম রাম"। ভুবনবাবু মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখতো ওটা কি যাচ্ছে।"

মাঝি তীরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান করিল, এক-খানা কাপড় ভেসে আছে ও বাবুকে বলিল, "হুজুর, ও একখানা কাপড় ভাস্‌তে লেগেচে।"

বাবু:—তা তো বুঝলাম, কাপড়খানা ওখানে কি করে এলো?

মাঝি:—আজ্ঞে হুজুর বোধ করি, মায়ে লোকেরা চান কত্তি এসে, কাপড়খান ভুলি ছাড়ি গেছে।

ভুবন:—না, না, বজরা তীরে ভিড়াও।

মাঝির প্রাণ উড়িয়া গেল, আনন্দময়ী যে ভয়ে ভীতা হইয়াছিলেন, মাঝিরও সেই ভয় হইল। বাবুর আজ্ঞার অবহেলা করার ক্ষমতা নাই। মাঝি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আনন্দময়ী, তাকে অভয় দিয়া কহিলেন "নারে না, তুই ওঁর কথা শুনিস্‌নে, তুই শিগ্‌গির্ শিগ্‌গির্ এখান থেকে বজরা লইয়া চল্।" ভুবন বাবু একটু বিরক্ত হইলেন, মাঝিকে কহিলেন, "না না, ওটা কি বস্ত দেখতে হবে, আমি যা' বলি, তুই তাই কর। স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"। শেষ বাক্যবান স্ত্রীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; আনন্দময়ী বুঝিলেন; তাঁহার মুখখানি গম্ভীর হইল। তিনি পিছন ফিরিয়া বসিয়া রাগতস্বরে কহিলেন, "যা' বুঝ কর"; আজ ভুবন বাবুর সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। অন্য দিনে গৃহিনীর অভিমানের ভয়ে,

জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিতেন। দেখিতে দেখিতে বজরা তীরে আসিয়া লাগিল। বাবু মাঝিকে লণ্ঠন আনিতে বলিলেন, লণ্ঠন আসিল। বাবু নৌকার বাহিরে আসিলেন এবং মাঝিকে লণ্ঠন খুব নামাইয়া ধরিতে বলিলেন, মাঝি তাহাই করিল। ভুবন বাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন একটী অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ী অচেতন বালিকামুর্ত্তি ভাসিয়া যাইতেছে; বালিকাকে মৃতা বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না। ভুবন বাবু স্তম্ভিত হইয়া আদেশ করিলেন "উহাকে বজরায় উঠাও।" মাঝিরা ভাবিল বাবু পাগল হলেন নাকি? মড়াটাকে তুলিতে বলেন কেন? পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ি করিয়া ইতঃস্তত করিতে লাগিল। কাহারও মড়াটাকে বজরায় তুলিতে সাহসে কুলাইল না। ভুবন বাবু মাঝিদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "তোদের সাহসে কুলাচ্ছে না তোরা পারবিনে, আচ্ছা আমি নিজেই তুলবো। কথা শেষ করিয়াই তিনি জলে লাফাইয়া পড়িলেন। বাবুর কাণ্ড দেখিয়া, মাঝিরা অবাক্, ভাবিল 'বড় লোকের খেয়াল!' যখন বাবু জলে নামিয়াছেন তখন সাহসে নির্ভর করিয়া মাঝি এবং আরও দুই একজন, বাবুর অনুসরণ করিল। তাহাদের না নামিলে ভাল দেখায় না, সাত পাঁচ ভাবিয়া বাবুর পশ্চাৎ এক এক করিয়া দুই তিনজন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। জল তোল পাড় হইয়া উঠিল। বজরা কম্পিত হইল।

ছাদে নিদ্রিত অন্য অন্য যাত্রীগণ হটাৎ বজরায় কম্পনে "গেল গেল", বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। আনন্দময়ী এত-

ক্ষণ নীরবে স্বামীর কার্যাকলাপ নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন এই ভয়ানক 'গেল গেল' শব্দে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল ; তিনি সভয়ে, ব্যস্ততার সহিত কামরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভুবন বাবুর কথায় তিনি মান ভরে বসিয়া, কি উপায়ে অপমানের প্রতিশোধ তুলিবেন সেই চিন্তা করিতে ব্যস্ত ছিলেন মাঝিদের চীৎকারে তাহার অভিমান ভাসিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ভুবন বাবু অগ্রে জল হইতে লাফাইয়া বজরায় উঠিলেন তৎ পশ্চাৎ মাঝি একটী স্ত্রী মুর্ত্তি উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল। ভুবন বাবু এবং অন্য অন্য মাল্লারা ধরা ধরি করিয়া শবাকৃতি সেই মুর্ত্তি বজরার উপরে তুলিল। স্বামী একটী মৃতা যুবতীকে বজরায় তুলিলেন দেখিয়া আনন্দময়ী রাগে অধীরা হইলেন। স্বামীর কাণ্ডা কাণ্ড দেখিয়া তাঁর বাক্য রোধ হইল। তিনি নীরবে কাষ্ট পুতলীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভুবন বাবু বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানিলেন বালিকার প্রাণ বহির্গত হয় নাই, চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারে, তৎক্ষণাৎ জনৈক মাঝিকে সেই মৃত-কল্প দেহ শূন্যে উত্তোলন করিয়া ঘুরাইতে আজ্ঞা করিলেন। একজন সবলকায় মাঝি বালিকার বাহুদ্বয় ধারণ করতঃ শূন্যে ঘুরাইতে লাগিল। ৩।৪ বার ঘুর্ণনে বালিকার নাসিকা ও মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে জল নির্গত হইতে লাগিল। তৎপর তাহাকে বসাইয়া কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন ৩।৪ মিনিট ঐ প্রকার করার পর কিঞ্চিৎ উপকার বোধ করিলেন। ধীরে ধীরে বালিকার দেহে বল সঞ্চার হইতে লাগিল। ভুবন

বাবুর এত চেষ্টা বিফল হইল না এবং তাঁহার আনন্দ-ময়ী নিকটে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল না। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। একজন মাঝিকে আগুণ আনিতে আদেশ করিলেন; অল্প বিলম্বে মাঝি এক গামলা গণগণে আগুণ আনিয়া দিল; বালিকা শুষ্ক বস্ত্র মণ্ডিত হইল, অবশ্য আনন্দময়ী সে কার্য্য সমাধা করিলেন। বাবুও সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া ভুবন বাবু আনন্দময়ীকে বালিকার সর্ব্বাঙ্গ উত্তম রূপে সেঁকিতে অনুরোধ করিলেন. আনন্দময়ী দ্বিরুক্তি না করিয়া বালিকার গায়ে তাপ দিতে লাগিলেন। ক্ষণেক তাপ দিবার পর বালিকার চেতনা সঞ্চার হইতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরিয়া আসিল; বালিকা অল্পে অল্পে চক্ষু চাহিল; একবার নড়িয়া চক্ষু উন্মিলন করিল; কিন্তু অমনি ভয়ে ও বিস্ময়ে নয়ন মুদ্রিত করিল। ভুবন বাবু বালিকার মস্তকে হাত বুলাইয়া স্নেহ বিগলিত স্বরে কহিলেন, "ভয় কি মা! চেয়ে দেখ, কথা কও।"

বালিকা চাহিল। কথা কহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু আদৌ কথা বাহির হইল না। ভুবনবাবু পত্নী আনন্দ ময়ীকে বলিলেন "দুগ্ধ থাকে তো লইয়া এসো।"

আনন্দময়ী বালিকার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তেই স্বামীর উপর মান অভিমানের কথা বিস্মৃত হইলেন। তাড়া তাড়ি কামরার ভিতর হইতে একটী রূপার বাটি করিয়া দুগ্ধ এবং একখানি রৌপ্য চামচ লইয়া আসিলেন। ভুবন বাবু

গৃহিনীর হস্ত হইতে দুগ্ধ লইয়া অল্প২ করিয়া ধীরে ধীরে বালিকার মুখে দিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া বালিকা প্রকৃতিস্থ হইল। অস্ফুট অথচ করুণস্বরে ডাকিল, "মা!"

আনন্দময়ী বালিকার নিকটেই বসিয়াছিলেন। বালিকার স্নেহ মাখা স্বর শুনিয়া তাঁর হৃদয় আর্দ্র হইল। তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রবোধ চন্দ্র নামে আনন্দময়ীর একটী ৯ বৎসরের শিশু পুত্র ছিল তাহাকে বিদ্যাধ্যয়ন জন্য বাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন. তাহার জন্য মন কেমন করিয়া উঠিল। বালিকার সকরুণ মাতৃ সম্বোধনে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন. অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, রোরুদ্যমান কণ্ঠে কহিলেন, "কেন মা?"

বালিকা চাহিয়া দেখিল। দেখিল. তাহার শিয়রে অপরূপ দেবোপম মূর্ত্তিযুগল বসিয়া রহিয়াছেন। বালিকার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল, কাতর দৃষ্টিতে এ দিক ও দিক চাহিয়া বালিকা বলিল, "আমি কোথায়?"

আনন্দ-এই যে মা! তুমি আমাদের নিকটে রহিয়াছ। মা তোমার নাম কি মা?

বালিকা লজ্জা নম্র স্বরে কহিল, 'মাপ করুণ তাহা বলিতে পারিব না'।

আনন্দময়ী মনে মনে বুঝিলেন, নিশ্চয় কোন বাধা আছে প্রকাশ্যে বলিলেন "তুমি কাদের মেয়ে বাছা"?

বালিকা বুঝিল জাতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ক্ষণেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল ব্রাহ্মণের।

আনন্দ—তোমার পিতার নাম?

বালিকা—তাহাও বলিতে পারিব না।

আনন্দময়ী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। মৃদু-স্বরে কহিলেন, 'থাকুক, বাধা থাকে, বলিয়া কাজ নাই, তোমার যখন ইচ্ছা হবে বলিও। আজ আর কথা কহিয়া কষ্ট পাইও না। এখন তুমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর'। বালিকা অব্যাহতি পাইল।

ভুবনবাবু মাঝিদের হুকুম দিলেন "বজরা খুলিয়া দাও।" তখন বাতাসের কিঞ্চিত জোর হইয়াছে, বজরা ছলাৎ ছলাৎ করিয়া জল কাটিয়া বায়ুভরে চলিতে লাগিল।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## বিরহ বিকার।

সরোজা বৌঠাকুরাণীকে কহিল, "বৌঠাকরুন, তুমি ভাত খাওগে যাও। মা এখন খাবেন না।"

বধূ।—কেন?

সরোজা।—সেদিন অমরেন্দ্র বাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসেই, সন্ধ্যে বেলা, ছোটদাবু ভারি জ্বর হয়েছে, তুমি বুঝি জান না?

বধূ।—তা'তো হবারি কথা।"

সরোজা।—কেন?

বউ. নন্দার গণ্ড টিপিয়া দিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "নেকি আরকি, বোঝনা, তোমার ছোট্‌দার যে সুষমা অন্ত প্রাণ।"

সরোজা। তবে এখন উপায়?

বধূ।—উপায় আর কি? নিরুপায়।

সরোজা।—বোধহয় বিয়ের কথা ভেবে ভেবে, ছোট্‌দার অসুখ হয়েছে, বোধকরি, এখন একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে ওঁর বিয়ে দিতে পার্‌লে, সুষমাকে ভুলে যেতে পারেন।

বধূ।—ছোট ঠাকুর যে, অন্য কাহাকেও বিয়ে করেন, আমার তো এরূপ বোধ হয় না।

সরোজা।—ছোট্‌দাকে নাকি. সুষমা চিঠি লিখ্‌ত?

বধূ হাঁসিয়া, সরোজার গা ঠেলিয়া কহিলেন, সে তো অনেক দিন থেকেই, গোপনে গোপনে প্রেমপত্রের ছড়া ছড়ি হচ্ছিল।

সরোজা।—শুনছি নাকি ছোট্‌দার সঙ্গে, সুষমার নিভৃতে দেখা সাক্ষাৎও দুই একবার হয়েছিল।

বধূ।—সে সব আমি অনেক দিন আগে জান্তে পেরেছিলেম! একদিন তোমার প্রেম-পাগ্‌লা ছোট্‌দার ঘরে, একখানা চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছি, সেখানা সুষমার হাতের লেখা!

সরোজা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে, বধূর দিকে চাহিয়া, কহিল, "ওমা, সুষমার পেটেল্ল ভিতরে এত ছিল, তাতো এত দিন জান্‌তে পারিনি।"

বধু। - আমি আবার কাল একখানা চিঠি পেয়েছি, এ চিঠিখানা সুষমা মরবার আগে লিখেছিল।

সরোজা। তুমি কেমন কোরে পেলে?

বধূঠাকুরাণী হাসিয়া কহিলেন, তাত জাননা! কথায় বলে, "চোরের মন পুঁই আদাড়ে" আমিও তাই। ছোট ঠাকুর বেড়ান ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায় কাল ভাই দুপুর বেলা, ছোট ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন, আর আমি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলেম, গিয়ে দেখি, তোমার ছোট্দার বুকের ওপর একখানা চিঠি রয়েছে। কার চিঠি দেখ্বার জন্য, সে খানা তুলে নিলেম, তবুও কত্তার ঘুম ভাঙ্গ্লনা, আমি তখন চিঠিখানা সমস্ত পড়ে দেখলেম, তারপর চিঠিখানা নিয়ে আমি ঘরথেকে পালিয়ে আসি। আমি চ'লে আসবার পরই বাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। বোধহয় চিঠিখানা কত্তই খুঁজেছেন, কোথাও পান নাই, 'চোরের মায়ের কান্না' কাউকে তো বলবারও উপায় নেই, কাজেই দুঃখে ও ভয়ে পাছে কেউ চিঠি খানা পেয়ে, সমস্ত কথা জান্তে পারে, সেই জন্য মিছি মিছি অসুখের ভান ক'রে, পড়ে আছেন, অসুখ শুনে আর কেউ কিছু বল্তে সাহস কর্বেনা।"

সরোজা। তুমি পাকা 'ডিটেক্টিভ্' হ'তে পারবে এতও জানো ভাই! সাধ কোরে কি বড়দাদা তোমার প্রেমে দাস্ হয়ে আছেন! তা ভাই, আমায় সে পত্র খানা দেখাও নাই কেন?

বধূ। "আমার ভাই সে কথা মনে ছিলনা। এখনি এনে দিচ্ছি, পড়ে দেখো, সব বুঝতে পারবে।"

এই কথা বলিয়া, বধূ তাড়া তাড়ি নিজের ঘরে গিয়া, সুষমার চিঠিখানা আনিয়া, সরোজার হাতে দিলেন। সরোজা আদ্যপান্ত পাঠ করিল; পড়িতে পড়িতে, সরল হৃদয় সরোজার নয়ন হইতে, দু ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু অজানিত ভাবে ঝরিয়া পড়িল। তদ্দর্শনে বধূ কহিলেন, "ঠাকুরঝি, কাঁদলে যে?" সরোজা চক্ষু মুছিয়া, ব্যথিত হৃদযে কহিল, "ভাই! সুষমার পিতা কি নিষ্ঠুর! আহা! বেচারা, ভয়েই আত্মহত্যা করেছে সুষমা ছোট্‌দাকে আন্তরিক্ ভাল বাসিত। বালিকার হৃদয়ে এত প্রেম! তার নিস্বার্থ আত্মত্যাগ দেখে কাঁদলেম।"

বধূ। ছোট ঠাকুরের জন্যে, ভেবে ভেবে, মা দেখ্‌ছি মারা যাবেন।

সরোজা। বউ ঠাক্‌রুন; ছোট্‌দা বোধহয় বিয়ে করবেন

বধূ। কি কোরে জান্‌লে?

সরোজা। সুষমা যে অনুরোধ করেছে, তা বোধহয় ছোট্‌দা ঠেল্‌তে পারবেন না।

বধূ। চলো ছোট ঠাকুর কে দেখে আসি গে, এখন কেমন আছেন। এই বলিয়া, সরোজা ও বধূঠাকুরাণী, যে গৃহে প্রমোদ নাথ শুইয়াছিলেন, সেই গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রমোদ নাথের মাতা, পুত্রের শিয়রে বসিয়া, পাখা হাতে পুত্রের মাথায় বাতাস করিতে ছিলেন। প্রমোদ নাথ চক্ষু

মুদিত করিয়া, শয্যাপরে শায়িত। মাতা, ক্ষণে ক্ষণে, পুত্রের ললাটে, অডিকলোন, এক টুকরা কাপড় ভিজাইয়া, দিতে ছিলেন, এমন সময়, ননদ ভাজে গিয়া, সেই গৃহে ঢুকিলেন। সরোজা মাতার নিকটে গিয়া বসিল, বধূ শশ্রূর কিঞ্চিৎ দূরে, আড় ঘোমটা টানিয়া বসিলেন। সরোজা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! ছোট্‌দা এখন কেমন আছেন?"

এমন সময়, হরির মা, প্যারির মা, নবির পিশি, বামুন ঠান্‌দি, ইত্যাদি ইত্যাদি, প্রতিবেশিনী গণ, একে একে, আসিয়া প্রমোদ নাথের গৃহের দ্বারে গিয়া দাড়াইলেন এবং একজন বক্তা হইয়া প্রমোদের মাতাকে ছেলে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহিনী বলিলেন, "বড় ভালো নাই বাছা।

সকলেই বিশেষ আত্মিয়তা এবং ব্যথায় ব্যথিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন "আহা! হাঁ তাইতো, ছেলের কেন এমন অসুখ হ'ল?"

গৃহিনী বলিলেন, "বাছারা আমার কপাল মন্দ! একটী মেয়ের সঙ্গে, বিয়ের কথা বার্ত্তা স্থির হয় সেই মেয়েটী সম্প্রতি হঠাৎ মারা গেছে, বোধহয় সেই কথা ভেবে ভেবে, অসুখ হয়ে থাকবে।

প্রতিবেশিনী—ওমা তা ভাব্‌না কিসের, ফের মেয়ে দেখে, বে দাও।

গৃহিনী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, করুন স্বরে কহিলেন, "আহা! বাছা, তেমন মেয়েকি আর পায়! আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ, নইলে, এমন হবে কেন বাছা?"

এই বার প্যারির মা, হাত নাড়া দিয়া কহিল, "বেঁচে থাক আমার চুড়া বাঁশী কত শত মিল্‌বে দাসী।" কেন গা? সুন্দরী মেয়ে কি আর সৃষ্টি হয় নি? কত সুন্দরী মেয়ে আছে, সবাই কি, সবাইকে চেনে, না জানে!"

বামুন ঠান্‌দি। তা মেয়েটী কিসে মারা গেল? গৃহিণী কহিলেন, মেয়েটী কিসে মরিল! সকল কথা শুনি নাই বাছা। ভামিনী মুখ ভঙ্গি করিয়া কহিল, মেয়েটার বোধহয় কিছু দোষ ঘটেছিল, তা নইলে, অসুখ নেই, বিসুখ নেই হঠাৎ মরবে কেন?

গৃহিণীর মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। প্রমোদ নাথ ও অন্তরের অন্তরে ব্যথা পাইলেন; সে ব্যথা কেহই দেখিতে পাইলনা, শুধু দুই ফোঁঠা অশ্রুবারি, উপাধানে গড়াইয়া পড়িল। বামুন ঠান্‌দির, মনটী বড় সাদা। তিনি হাসিয়া সকলকে বলিলেন, "আমরা পাড়া প্রতিবেশী, আমাদের ওসব কথায় থাক্‌বার আবশ্যক কি বাছা? আইবুড় মেয়ের কোন কথা বলিতে নাই।" ভামিনীকে তাহার স্বামী লইত না, তার গার জ্বালা বেশী, সে সকলের খুঁৎ বাহির না করিয়া থাকিতে পারিতনা, এ তার স্বভাব সিদ্ধ। কহিল, "আ, মরে যাই! কারো কথায় থাকেন না, কেবল কারুর বাড়ি কিছু হয়েছে শুন্‌লে, আগে দৌড়ান্।"

বামুন ঠানদির রাগ হইল তিনি বাল বিধবা; তাঁর চরিত্রে কেহ বড় দোষ দেখিতে পাইত না, সর্ব্বদা সেই অহঙ্কার করিতেন। আজ ভামিনীর নিকট অপমানিত হইয়া, তিনি

ক্রোধে অন্ধ হইলেন এবং ক্রোধ কম্পিত বপু দোলাইয়া চক্ষু ঘুরাইয়া কহিলেন, সতী সাধ্বী চুপকর, তবু স্বামী নেয়না। সতীন হয়েছে, তবু বেটীর গুমর দেখো, মরণ আর কি। জানি জানি, তোমাদের সাত পুরুষে, পরের নিন্দে না কোরে জল খায় না তুমিও দেখছি তেম্নি শিখেছ।"

ভামিনী নাক সিট্‌কাইয়া কহিল আ'মলো মাগি! ভাল বলে জান্‌তুম তাই এতদিন কিছু বলিনি, ক'রে রাঁড়ির আবার সতিপনা; আমি বল্লাম পর্‌কে, তা তোর গায়ে লাগলো কেন?

বামুন ঠান্‌দি, নবির পিশির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লে গা. আমায় একবারে তুই তুকারি কল্লে", বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

উভয়েই না ছোর বান্দা, ক্রমে হাতাহাতি হবার উপক্রম দেখে, সকলেই অবাক্। একজন বয়ঃজ্যেষ্ঠ আর থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন হ্যাগা, তোমরা বেড়াতে এসে কিনা কথায় কথায় বিবাদ ক'রে, , একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিলে যে. তোমাদের রকম কি? ভদ্র লোকের বাড়িতে মারা মারি করবে নাকি?

ভামিনী রাগে, ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে উঠিয়া গেল। বিবাদ করিয়া আর কি করে, যাইবার সময় বলিয়া গেল. কোন্ গোর-বেটী আর এদের বাড়ি আস্‌বে। ছি, ছি এরা কি ভদ্র-লোক এদের বিচের নেই, গিন্নি মাগি বদ্‌মাইসের জড়, মুখের একটা কথা কইতে পারলেন না, ন্যাকা আর কি, কথা কইতে জানেন না। এইরূপ বিড়িড় বিড়িড় ডাইনীর মন্ত্র ঝাড়িতে

বাড়িতে চলিয়া গেল। ক্ষ্যান্তর খুড়ি গিন্নির দিকে চাহিয়া কহিল. "মা ও মাগিকে আর ঢুকতে দিও না, মাগি বড় ঝগরাটে।" কি কথায় কি কথা আনলে দেখ না, শেষে একটা ঝগড়া বাধালে।" পোড়া বিদি (লোকের গা জ্বালাইয়া কথা কহিত, বলিয়া তার নাম পোড়া বিদি) সকলের দিকে চাহিয়া বলিল, বড় লোকের বাড়ি যত বেটী মাগুন্তুড়ি আসে, এসে এক কথায় পাঁচ কথা বার কোরে বলে ওকে ঢুকতে দিও না তাকে ঢুকতে দিও না। আমর্ তুই কেলা ? তোকেও যদি কাল আর না ঢুকতে দেয়, তখন তোর গুমোর গ্যাদার থাকবে কোথায় ?

ক্ষ্যান্তর খুড়ি আর দ্বিরুক্তি না করে মৌনভাবে রহিল। 'বোবার শত্রু নেই।' ভাবিল আর কখন এদের সঙ্গে আসবো না একা আসবো। যামিনী এতক্ষণ নীরবে একধারে বসিয়া ছিল, সে কহিল বউ চল ভাই তোমার ঘর দেখে আসি। অনেক দিন তোমাদের বাড়ি আসিনি। বধু ঠাকুরাণী যামিনীকে সঙ্গে করিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। কুড়ানি, গরীবের মেয়ে; তার অত জাঁক জমক ঠাট্ ঠমক্ নাই। তাহার স্বভাব শান্ত, প্রকৃতি ধীর, ঝগড়া কলহ কাহাকে বলে জানে না। তাহার মা আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিল, 'কুরঙ্গ নয়নী' কিন্তু দরিদ্রের কন্যা বলিয়া, কেহই কুরঙ্গ নয়নী বলিয়া ডাকিত না; ক্রমে কুড়ুনি নামে অভিহিতা ও লোক সমাজে পরিচিতা হইল। পুত্রের চক্ষু কোটরাগত হলেও মা আদর করে নাম রাখে পদ্মলোচন! রং ঘোর কৃষ্টবর্ণ নাম হইল মানিক। মণি

মাণিক্য কখন কালো রঙের হয় না, কিন্তু যখন মানুষে কাল রং দেখিয়াও মানিক নাম রাখেন, তখন সে নামের লোককে "কালো মানিক" নামে অভিহিত হইতেই হইবে।

নাম রাখার সময় কেহই বিচার করিয়া দেখেন না, একটা কিছু নাম রাখা হয়। চেহারার অনুরূপ নাম রাখাই সকলের উচিত, কিন্তু কেহই তাহা করেন না। যাঁহার যাহা খুসি তিনি পুত্র কন্যার সেই রূপ নাম রাখেন। অন্ন প্রাসনের সময় পিতা মাতা যে নাম রাখিলেন, কালে শিক্ষিত হইয়া আর সে নাম পুত্রের মনোনিত হইল না, তিনি নিজেই নিজের নাম বদলাইয়া লইলেন। পরিবর্ত্তনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন আমার অনেক নাম, শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতার হইয়াছিলেন, আমার এক যুগেই সহস্র নাম। এই রূপ নানা রকমের নানা মতাবলম্বী মানুষ দেখা যায়। কুড়ানির মাও, অতি যত্নে কন্যার ভাল নাম রাখিয়াছিলেন। কুড়নির বয়স অল্প, দেখিতে আহা মরিও নয়, আর হ্যাক্‌থুছিও নয়, পাঁচটী ফুলের একটী ফুল। গরীব গৃহস্থের গৃহে যেমন হওয়া উচিৎ, তাহাই। কুড়ানি অবিবাহিতা, সেই জন্য অবাধে যখন তখন সে রায়েদের বাড়ি নিরজার সঙ্গে খেলিতে আসিত।

অন্য অন্য প্রতিবেশিনীরাও একে একে সকলে প্রস্থান করিলে কুড়ানি ও বাড়ি চলিয়া গেল। প্রমোদনাথের মাতা পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে ছিলেন, আর দর-বিগলিত ধারে, অশ্রু বারি ফেলিতে ছিলেন, দুই এক ফোঁটা প্রমোদনাথের মস্তকে পড়িতে ছিল। প্রমোদনাথ, মাতার চক্ষের জলে আস্ত-

রিক বেদনা অনুভব করিলেন, এবং ভাবিলেন, মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। তাঁহার রবি ঠাকুরের একটী গান মনে পড়িল, মধু নিশি পুর্ণিমার, ফিরে আসে বার বার, সেজন ফেরে না আর যে গেছে চলে।" প্রমোদনাথ এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রতিবেশিনী দিগের কথা শুনিতে ছিলেন, চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন শিয়রে বসিয়া মা কাঁদিতেছেন; মর্ম্মে ব্যথা পাইলেন। ভাবিলেন, মাকে কাঁদাইতেছি, তাই আমার এই দুরাবস্থা; এত চক্ষের জলে কখন কাহারো ভাল হয় কি? চিন্তার উপর চিন্তা। মায়ের চক্ষের জলে হৃদয় সিক্ত হইল; ভাবিতে লাগিলেন, মনো-কষ্টে মা যদি মারা যান, তখন আমার কি গতি হবে? জগৎ সংসারে আর আমার বলিতে কেহই থাকিবে না। মার অনুরোধ রাখিব, বিবাহ করিয়া মাকে সুখি করিব। মা যাতে সুখী হন, তা অবশ্য কর্ত্তব্য; সুষমাও তো বিবাহ করিতে অনুরোধ করেছে! কিন্তু যারে বিবাহ করিব, তাকে যদি ভাল বাসিতে না পারি! সে নির্দ্দোষী বালিকা কি অপরাধ করেছে. (অনেকক্ষণ চিন্তার পর) মায়ের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "মা! কাঁদছো কেন? পুত্রের কথায় মাতা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বহু দিনের শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। দর দর ঝর ঝর করিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা বিধবা আজ বহু কষ্টে আত্ম-সংযম করিয়া, পুত্রের পাছে অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। হায়রে মায়ের প্রাণ! মাতার স্নেহের তুলনা নাই। দুর্ভাগ্য অধম অবোধ সন্তান মায়ের স্নেহ যত্ন উপেক্ষা

করে. কি পরিতাপ পত্নী প্ররোচনায় হীন বুদ্ধি নর, মায়ের মনে ব্যথা দেয় ; সে জন্যই কখন তাদের ভাল হয় না "জননী জন্ম ভুমিশ্চ, স্বর্গাদপি গরিয়সী।" মায়ের সহিত তুলনা করিতে কোন বস্তুই জগতে খুজিয়া পাওয়া যায় না।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা তুমি এখন কেমন আছ ?

প্রমোদনাথ—"ভাল আছি মা! তুমি কাঁদ্‌চো কেন ?" মাতার ক্রন্দনে সরোজাও কাঁদিয়াছিল ; সে অশ্রু সিক্ত হৃদয়ে কিঞ্চিত ব্যঙ্গচ্ছলে কহিল. তুমি পাছে পাগল হও সেই ভয়ে মা কাদছেন।

প্রমোদ। কি ! পাগল হবো, কেন ?

সরোজা। বিয়ের জন্যে ভেবে ভেবে।

প্রমোদ। বিয়ের জন্য ভেবে ?

সরোজা। তুমি যে বিয়ে কর্‌বে না বলেছ !

প্রমোদ। কে বল্লে,

সরোজা। অন্য মেয়ে তোমার পছন্দ হবে কি ?

প্রমোদ। কেন ? কে বল্লে,

সরোজা। আমি বল্‌ছি।

প্রমোদ। কেন ?

সরোজা। যে রকম দেখছি।

প্রমোদ। কি দেখছিস্ ?

সরোজা। উদাস ভাব, আর কি !

প্রমোদ। কৈ, কি উদাস ভাব দেখাচ্ছি। অসুখ হোলে কি কেউ আমোদ আহ্লাদ করে বেড়ায়।

সরোজা। তবে বিয়ে করবে?

প্রমোদ। মার যখন খুসি বিয়ে দেবেন, এবং যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন তাঁর উপর আর কথা কি।

এই কথা শুনিয়া, সরোজা আনন্দে অধীর হইল। প্রমোদের হাত দুখানি স্নেহে ধরিয়া মাতা আনন্দে কহিলেন, বাবা এ কথা এতদিন বলিস নাই কেন?

প্রমোদনাথ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া নীরব রহিলেন। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং।" বুঝিয়া প্রমোদের মাতার আর সুখ ধরে না। পাড়া প্রতিবেশিনীগণ সকলে শুনিল প্রমোদনাথের বিবাহে মত হয়েছে এবং কি উপায়ে সম্মতি হইল তাহাও শুনিল। আত্মীয় স্বজন সকলেই শুনিল, প্রমোদনাথ বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সকলেই আনন্দিত হইলেন, এ শুভ সংবাদে কেই বা না আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারে মাতা জৈষ্ঠ পুত্র কুমুদনাথকে ডাকিয়া একটী সুশ্রি সুলক্ষনা মেয়ে খুজিতে অনুরোধ করিলেন। মাতার আজ্ঞা ক্রমে কুমুদনাথ চারিদিকে সুন্দরী মেয়ের অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন। যে যাইবার সেই যায়; তা' বলে সংসারে কিছুই আটকাইয়া থাকে না। হায়! প্রমোদ তুমি ইহারি মধ্যে সুষমাকে অন্তর হইতে অন্তর করিলে, পুরুষের প্রাণ কি কঠিন! নির্ম্মম হৃদয় পুরুষ! তোমার প্রাণে কি ভালবাসার লেশ মাত্র নাই? ভালবাসার আকর্ষণে লৌহ চুম্বকে আলিঙ্গন হয় ওপর স্পরে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। প্রমোদনাথ তোমার হৃদয় লৌহ অপেক্ষা কঠিন। রমনী কোমল হৃদয়া বলিয়াই যন্ত্রনা সহিতে

পারে না। কোমল বলিয়াই মরে ; সুষমাও কোমল প্রাণা বলিয়া মরিল। প্রমোদ ! সুষমা তোমার জন্যই মরিয়াছে ; তোমাকে ভাল বাসিয়াই সে মরিয়াছে। সুষমা তোমায় ভাল বাসিয়াছিল বলিয়াই পাছে তাহার পিতা তাহাকে অন্য পাত্রস্থ করেন, এই ভয়েই সে মরিয়াছে ; কিন্তু হায় ! তুমিই তাহাকে মজাইলে, জ্বালাইলে, আবার এত অল্প দিনের মধ্যেই তুমি তাহাকে ভুলিতে পারিলে ; সুষমা কিন্তু তোমাকে একদিনের তরেও ভুলিতে পারে নাই। তোমায় ভুলিতে পারিলে, ভাল না বাসিলে সুষমা সুখি হইতে পারিত। তাহাকে ভাল বাসিয়া ভালবাসা দেখাইয়া, চির দিনের তরে তাহাকে তুমি এই সংসার হইতে বিদায় করিলে। অফুটন্ত গোলাপের কুঁড়ি তোমার জন্যই ফুটিতে পাইল না, জগতে সৌরভ বিতরণ করিতে পারিল না, অসময়ে ক্ষুদ্র প্রসূন বৃন্তচ্যুত হইয়া ; ঝরিয়া মরিয়া গেল। সমস্ত অনর্থের মূলই তুমি। প্রমোদ ! তোমায় ধিক্ তোমার পুরুষ জন্মে ধিক্। তুমিই না একদিন বলিয়াছিলে, 'সুষমা ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না।' সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এখন তোমার কোথায় রহিল ? তুমি বল নয় সংসারে রীতিই এই, তোমার মতন শতশত নির্ম্মম হৃদয় পুরুষ নিজের প্রাণ প্রতিমা চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া অল্পদিনেই আবার বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়, বালিকা পত্নিকে ভালবাসা দেখাইয়া, তাহার ভালবাসা পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। প্রথমা পত্নিকে আর মনেই থাকে না, তার কথা তার ভালবাসা চিরতরে বিস্মৃত হয়। কিন্তু রমণীর ভালবাসা

পাষাণে খোদিত, কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না। ভালবাসা চিরদিনে বিস্মৃত হয় না। রমণী ভালবাসে এবং ভাল বাসিয়াই মরে তাহার ভালবাসা পাত্রান্তরে হয় না। ভালবাসার বস্তুর নিমিত্ত রমণী অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম। পুরুষ! তুমি তাহা পারো কি? ক্ষণতরে নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে তুমি অক্ষম, তোমায় ধন্যবাদ। বিধাতা কেন যে কঠিনে কোমলে মিলাইয়াছেন, তাহা তিনি ভিন্ন কে বলিবে, কে জানিবে। পাত্রী স্থির হইল। অমর পুরের জমিদার কান্তি চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা এবং রায় ভুবন মোহন বাহাদুরের ভাগিনেয়ী, মেয়েটী শিক্ষিতা ও সুন্দরী, পিতার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ভাবী উত্তরাধিকারিনী। কুমুদনাথ কান্তি বাবুর কন্যাকেই মনোনীত করিয়া কথার পাকাপাকি করিলেন। এ পাত্রী প্রমোদনাথের মনোনীত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই॥

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### নূতন আবাস।

অমর পুরে ভুবন বাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী। আনন্দময়ীর সহিত সুষমা সেখানে আসিয়াছে। প্রতাপ পুরের নীচে গঙ্গাগর্ভ হইতে সুষমাকে বাঁচাইয়া রায় বাহাদুর ভুবন বাবু নিজ বাড়ীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বাড়ীতে আজ ভারি

গেল. গত রাত্রেই নিমন্ত্রণ খাইয়া কর্ত্তা গৃহিনীর ফিরিবার কথা, কিন্তু তাহা না ফিরিয়া তাঁহারা আজ. প্রাতঃকালে ফিরিয়াছেন ; আবার তাঁদের সঙ্গে একটী অপরিচিতা বালিকা আসিয়াছে। বাড়ির দাস দাসি একে একে সকলে কর্ত্তৃ ঠাকুরাণীকে ঘিরিয়া দাড়াইয়া, সকলেই প্রশ্ন করিল. এ মেয়েটী কে ? কাদের মেয়ে, কেন এনেছে ? কোথায় পেলেন ইত্যাদি। গৃহিনী সংক্ষেপে এইরূপ বুঝাইয়া দিলেন, এ টিকে আমারি মেয়ে বোলে তোমরা জানবে ; রাত্রে ইহাকে জল থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। ঐরূপ পরিচয় হইতেছে এমন সময় সেই খানে গৃহিনীর একমাত্র পুত্র প্রদোষ চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। কাল রাত্রিতে, মা বাড়ী ফেরেন নাই বলিয়া, তার ভারি রাগ হইয়াছিল। সে বালক ; তাহাকে কি মায়ের একাকী ফেলিয়া কোথাও যাওয়া বা আসিতে দেরী করা উচিত ? সে মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, যে মা আসিলে সে তার সঙ্গে অনেকক্ষন মাকে ভারি রাগ জানাবে অনেক সাধ্য সাধনা করিলে তবে সে কথা কহিবে, কিন্তু বোধ হয় ঈশ্বরের সে ইচ্ছা নয়, তাই সুষমাকে সেখানে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। নবাগতা সুষমার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া বালক প্রদোষচন্দ্র মায়ের উপর সমস্ত মান অভিমান ভুলিয়া গিয়ে কথা কহিয়া ফেলিল। সুষমার দিকে চাহিয়া, মাকে জিজ্ঞাসা করিল. "মা, ইনি কে মা ?"

গৃহিনী সস্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন, "এ তোমার দিদি। প্রদোষচন্দ্র রীতিমত লেখা

পড়া শিখিতেছিল, কথাটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে বুঝিল কোন দূর সম্পর্কে দিদি হবেন বিভা নামে তাহার এক পিশতোত বোন ছিল, সে ভাবিল, ইনিও বুঝি তেমনি কোন দিদি। তথাপি মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কেমন দিদি"?
মাতা। তোমার আপনার দিদি।

প্রদোষ চন্দ্র বিস্মিত হইল ; ভাবিল, আপনার দিদিকে সে চেনে না। যাই হোক্ সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির নাম কি মা?" গৃহিনী বলিলেন লাবণ্যময়ী। তাই বোলে তুমি যেন নাম ধরে ডেকো না। ইনি তোমার বয়সে বড়, দিদি বোলেই ডাকবে। প্রদোষ চন্দ্র সুষমার হাত ধরিয়া টানিল এবং কহিল্, "এসো দিদি, তোমাকে আমার সব দেখাইগে চলো।" গৃহিনী আপনার গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন। দাস দাসীরা নিজ নিজ কর্ম্মে চলিয়া গেল। ভুবন বাবু বৈঠক-খানায় পড়িয়া ক্লান্তি দূর মানসে সত্ত ক্লেশ-হারিণী তামাকু দেবীর আরাধনা করিতে ব্যস্ত।

প্রদোষ চন্দ্র লাবণ্য দিদিকে ছাদের উপর লইয়া গিয়া প্রথমে আপনার সকল রকম পায়রা দেখাইল। তাহার পর নীচে আসিয়া হরিণ ময়ুর ও আর আর নানা জাতীয় পক্ষী দেখাইল। তাহার পর আবার উপরে উঠিয়া আপনার গৃহ ও কত রকমের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য দেখাইল। এ বাটীতে অবস্থান কালে আমরা ও সুষমাকে লাবণ্য বলিয়াই অভিহিত করিব। লাবণ্য মুগ্ধের ন্যায় সমস্ত দেখিতে লাগিল বেশীর ভাগ দেখিল, প্রদোষ চন্দ্রের মনটি বড়ই সরল ও সুন্দর বলিয়া

বোধ হইল। প্রদোষ চন্দ্র ও দেখিল লাবণ্য দিদি বড় সুন্দর, তাহার বিভা দিদি ও সুন্দর, কিন্তু বিভা দিদির মুনটী লাবণ্য দিদির মতন এত সুন্দর নয়। সুষমা যখন আপনার নাম বলিল না, তখন হইতেই বালিকাকে কি নামে ডাকা যায় এই চিন্তা করিয়া আনন্দময়ী পুনর্জ্জিবিত বালিকার নাম করণ করিবে ব্যস্ত ছিলেন। বালিকার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া আনন্দ-ময়ী মনে মনে লাবণ্যময়ী নাম করণ করিবেন স্থির করেন প্রদোষচন্দ্র জিজ্ঞাসা করায় সেই নাম প্রকাশ করিলেন।

মনোহর পুরে ও প্রতাপ পুরে প্রায় দুই মাইল ব্যবধান। সুষমা রাত্রের শেষ ভাগে আত্ম হত্যা করিতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে ভগবতী নদী তাহার ক্ষুদ্র দেহলতা বহন করিয়া একটী বাঁক ফিরিয়া নীচে কিনারার নিকট পৌছিল। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময় ভুবন বাবু স্বস্ত্রীকে নিমন্ত্রণ খাইয়া বাটী ফিরিতে ছিলেন। তিনি সুষমাকে যেরূপে জল হইতে উদ্ধার ও পুনর্জ্জিবিত করেন তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বিবৃত হইয়াছে।

সহোদর সহোদরার ন্যায় প্রদোষ চন্দ্রের সহিত লাবণ্য ময়ীর অত্যন্ত সৌহৃদ্য স্থাপন হইল। ভ্রাতা ভগিনীর বিশুদ্ধ ভালবাসার বিনিময়ে স্বর্গের মন্দার মালাও তুচ্ছ। লাবণ্যের বালিকা কাল গত হইলেও প্রদোষ চন্দ্রের সঙ্গে মিশিয়া আবার বালিকা সাজিল; দুইজনে দিবারাত্র একত্রে থাকে, আহার খেলা গল্প সমস্তই একত্রে, উভয়ের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আনন্দ-ময়ী নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন। লাবণ্য, ভ্রাতৃস্নেহ কেমন তাহা আদৌ জানিত না, এক্ষণে সহোদর তুল্য প্রদোষ

চন্দ্রকে পাইয়া ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ হইয়া, নিজ জীবনের অতীত কাহিনী সমুদয় বিস্মৃত হইল। পিতা মাতা পাইয়াছে, প্রদোষ চন্দ্রকে ভাই বলিয়া পাইয়াছে, সবই পাইল কেবল একজনকে সেই হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম প্রমোদনাথকে পাইল না। আনন্দময়ী লাবণ্য ময়ীকে কন্যা তুল্য লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাহার অকৃত্রিম স্নেহে লাবণ্য আত্ম বিস্মৃত হইল। আনন্দময়ী ভাবিতেন, আমার কন্যা ছিল না, ভগবান দয়া করিয়া আমার আশা পূর্ণ করিলেন।

লাবণ্যকে ক্ষণেক মাত্র না দেখিলে, তিনি পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতেন। প্রদোষ চন্দ্রও দিদি পাইয়াছে, লাবণ্য আসিয়া পর্য্যন্ত প্রদোষ চন্দ্র বেশ সুখে সচ্ছন্দে রহিয়াছে। গৃহ সদাই আনন্দময়; "আনন্দ ভুবন" নিরানন্দ কাহাকে বলে তাহা যেন কেহ জানে না, সমস্তই আনন্দময়ীর গুণে। গৃহিণী ভাল হইলে, সংসারে সুখ সচ্ছন্দের সীমা থাকে না।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### রূপের গরিমা।

অমর পুরের জমিদার কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভুবন বাবুর ভগ্নিপতি। কান্তি বাবুর বাড়ীতে মহা ধুম। দাস দাসী সকলেই কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত, দাঁড়াইবার অবসর নাই। বিভা

কান্তি বাবুর একমাত্র কন্যা! বড় আদরের মেয়ে, তাহায় বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। বিভা সুন্দরী, মনে মনে রূপের গরিমা আছে। বড় মানুষের মেয়ে, পিতার একমাত্র কন্যা। শুনা যায় বিভা বলিয়াছিল 'তার চেয়ে সুন্দর বর না হইলে সে কখনই বিবাহ করিবে না'। এক মেয়ে বলিয়া, কান্তিবাবু তাহাকে শিক্ষক দ্বারা রীতিমত লেখা পড়া গান বাজনা শিখাইয়াছেন। উলের কাজ ও অল্প সল্প, বিভা না শিখিয়াছিল এমন নহে, তবে ভাল রকম শিখিতে পারে নাই এবং শিখিতে চেষ্টাও করে নাই। নানা কারণে বিভা কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতা স্বভাবা, অনেক যায়গা থেকে অনেক সম্বন্ধ আসিলেও তাহার বিবাহ স্থির হয় নাই। কোন পাত্র বড় মানুষের ছেলে, কিন্তু রূপ নাই, যাহাকে দেখিতে কিঞ্চিত ভাল, সে গরিব বা গরিবের ছেলে, এই সকল নানা কারণে বিভার এতদিন কোন সম্বন্ধ স্থির হইয়া উঠে নাই। বিভার মায়ের ইচ্ছা, বড় মানুষের ছেলে হয়, দেখতে বেশ পরিষ্কার হবে, সচ্চরিত্রও লেখা পড়া জানবে এমনি একটী জামাই হয়। মেয়ে বড় হয়েছে তাই বলে কি অমন সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে যার তার হাতে দেওয়া যায়? মেয়ে কি জলে ফেলে দিতে হবে? কান্তি বাবুর যদিও ইচ্ছা নয় যে মেয়েটী অপাত্রে পড়ে, কিন্তু তাই বলিয়া মহামায়ার ইচ্ছা মত পাত্র না হলে যে একেবারে বিবাহ দেওয়া যায়না, এমনও নয়। সকল দিকে ইচ্ছানুরূপ হবে এমন আশা করিলেও চলে না, এবং কোথা মিলেও না। এ সকল কান্তি বাবু বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু কি করিবেন স্ত্রীর অমতে

কাজ করা তাঁর সাধ্যাতীত, কাজেই স্ত্রীর মতে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। • কেবল মাত্র একটী মেয়ে তার বিবাহে যথেষ্ট ধুম করিবেন মনে স্থির করিয়া আছেন, কাজেই স্ত্রীর অমতে কাজ করিতে সাহস হয় না। বহুকষ্টে এখন একটী সুপাত্র স্থির হয়েছে। সেইজন্য দম্পতীর আর আনন্দের পরিসীমা নাই। বিভাও আনন্দিত হইয়াছে, কিন্তু সে বড় অহঙ্কৃতা, নিজের মনোগত ভাব কাহাকেও জানায় না এবং জানাইতে চাহে না। আজ পাকা দেখা, তাই বাড়িতে এত ধুম। কান্তি বাবুর বাড়ি খানা প্রকাণ্ড, বড় লোকের যেমন হইয়া থাকে তেমনি বাড়ি। সামনে গাড়ি বারাণ্ডা। প্রসস্ত উঠান, সম্মুখে পাঁচ খিলান প্রযুক্ত ঠাকুর দালান, উঠানের তিন-দিকে চক্ মিলান ঘর, দালান ইত্যাদি, কোনটী তোষা খানা, দপ্তর খানা, সরকার আমলা দিগের বসিবার স্থান ইত্যাদি ইত্যাদি। উপরতলায় ও ঠিক সেই রূপ, বারাণ্ডা এবং সারি সারি প্রকোষ্ঠ সমূহ। বৈঠকখানায় ভারি ধুম, ফরাসেরা নানান কাজে মহা ব্যস্ত, মেজের উপর ঢালা বিছানা তার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সারি সারি ফুল কাটা ফুল কাটা ওয়াড় যুক্ত তাকিয়া পড়িয়াছে। ঘরের দেওয়ালে মিনারির এবং যুদ্ধের নানাবিধ ছবি ঝুলিতেছে। মাঝে মাঝে দেলওয়ারী দেওয়াল গিরি সমূহ গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। মাথার উপর নানাবর্ণের বেলোয়ারী ঝাড় তন্নিম্নে প্রকাণ্ড পাখা হুস্ হুস্ করিয়া চলিতেছে, পাখার হাওয়ায় ঝাড়ের কলম গুলি দুলিতেছে, তাহাতে ঠিন্ ঠিন্ ঠুন্ ঠুন্ ইত্যাদি মধুর শব্দ হই-

তেছে। কান্তি বাবু পাখার তলে, ঢালা ফরাসে বসিয়া, চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিতাবস্থায়, রূপার ফুরসিতে ধুম পান করিতেছেন এবং কতক্ষণে বরের দিক হইতে কে দেখিতে আসিবে তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। সিঁড়িতে খস্ খস্ মস্ মস্, শব্দ হইল; কান্তি বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন ভুবন বাবু ও তার স্ত্রী, এবং একটী অপরিচিতা মেয়ে আসিতেছে। কান্তি বাবু ইংরাজী প্রথা অনুকরণে ভুবন বাবুর করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "হ্যালো ওয়েলকাম মিষ্টার ভুবনমোহন; ভুবনবাবু হাসিয়া বলিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ মাচ্ ওবলাইজড্ শুনিলাম বিভাকে দেখতে আস্‌ছে বিভার যে ভাসুর হবে সেই নাকি! কান্তি বাবু; এই রূপ কথা আছে বলিয়া একবার আনন্দময়ী ও লাবণ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। লজ্জায় আনন্দময়ী মাথার কাপড় টানিয়া সড়িয়া দাঁড়াইলেন। লাবণ্য গতিকে পড়িয়া কান্তি বাবুকে ঢিপ্ করিয়া একটী প্রণাম করিল। কান্তি বাবু দেখিলেন মেয়েটী রূপে বিভা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। কান্তি বাবু ভুবন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এ ছোট মেয়েটী তোমার কে?" ভুবনবাবু বলিলেন মেয়েটী উপস্থিত আমারই; পরে কি রূপে লাবণ্যকে পাইয়াছিলেন, সংক্ষেপে সমস্তই বলিতে লাগিলেন। ইত্যাবসরে আনন্দময়ী ও লাবণ্যময়ী অন্দর মহলে প্রবেশ করিল।

লাবণ্য প্রদোষ চন্দ্রের নিকট বিভার নাম শুনিয়া পর্য্যন্ত বিভাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, উভয়ে ভিতরে গিয়া দেখিলেন, বিভার মা মহামায়ী বিভার চুল বাঁধিয়া দিতেছেন।

প্রতি বেশিনীগণ ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন। মহামায়া আনন্দময়ীকে দেখিয়া বলিলেন, "বউ দিদি যে বসো," এবং পরক্ষণে বিভার কেমন বড় ঘরে বিয়ে হচ্ছে, কত হাজার টাকা গহনা মেয়েকে দিবেন, জামাই দেখিতে বড় সুন্দর ইত্যাকার গল্প জুড়িয়া দিলেন। মহামায়া আনন্দ ময়ীর সহিত কথা না কহিয়া, কেবল প্রতিবেশিনী দিগের সহিত গল্প করিতে ব্যস্ত, এ দৃশ্যে আনন্দময়ী বড় অপমান বোধ করিলেন, কিন্তু কি করিবেন, আসিয়াই চলিয়া যাওয়াটা ভাল দেখায় না, কাজেই ব্যথিত অন্তরে, নীরবে বসিয়া রহিলেন। অনেক পরে, মহামায়া নাক সিটকাইয়া লাবণ্য ময়ীর দিকে চাহিয়া, আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটী কে?" মাতার প্রকৃতি কন্যার অর্শিয়াছিল। বিভাবতী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, প্রদোষ এসে যার সুখ্যাতি করে বোধ হয় এ সেই মেয়ে, নয় মামী?"

আনন্দময়ী বিভার বাচালতা দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইলেন, কি করিবেন পরের মেয়ে তাতে আবার বড় লোকের কিছু বলা কর্ত্তব্য নয় ভাবিয়া আত্ম সম্বরণ করিলেন এবং গলার স্বর কিছু নম্র করিয়া কহিলেন, "হাঁ সেই মেয়ে।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "এই সুন্দর?"

আনন্দময়ী মহামায়ার কথা ভাবার্থ বুঝিলেন, বুঝিলেন কথাটা তিব্র হিংসা জড়িত। মনে মনে হাসিলেন। কথা চাপা দিবার মানসে অন্য কথা পাড়িয়া বলিলেন, "বিভার কোথায় বিয়ে হবে, ঠাকুরঝি?"

মহামায়া সেই স্বভাবতই গর্ব্বিত-স্বরে কহিলেন, মনোহর-পুরে।

আনন্দ। কা'দের বাড়ী ভাই?

মহা। মন্মথ রায়ের বাড়ী।

আনন্দ। আজ কে দেখ্‌তে আসিবে?

মহা। কুমুদনাথ।

ঠিক সেই সময় সেই মুহূর্ত্তে লাবণ্যের একবার সমস্ত অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল মহামায়া তাহা লক্ষ্য করিলেন। লাবণ্য জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিল, তাহার মাথার উপর দিয়া যেন একটা ভয়ানক ঝড় বহিয়া গেল। সে বুঝিল; তাহার বড় আশা ভরসার, বড় সাধের সুখের সোহাগের সামগ্রী, আজ পরের হইতে চলিল। তাহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব প্রমোদ বিভার হইতে চলিল। এর চেয়ে তার মর্ম্মান্তিক কথা আর কি শুনিবার আছে, সে ভয়ে কাঁপিল। ক্ষুদ্র ব্রততী মর্ম্মে মর্ম্মে মরিতে লাগল। ব্রততীর আশা আলোক সব নিবিয়াছে, সব ফুরাইয়াছে। সে আর কিসের আশায়, এই দুরন্ত দুস্তার সংসার গারদে জীবনভার বহন করিবে। ক্ষুদ্র ব্রততীর ন্যায় লাবণ্য বড়ই কাঁপিতেছিল আশ্রয় শূন্যা; আর কাহার উপর ভর করিয়া সংসারে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে। লাবণ্য কাঁপিতেছিল। সংসারে বিচিত্র গতি। একের ভাল অন্যের সর্ব্বনাশ ইহাই কি বিধাতার লীলা? দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বেগ সংযত করিয়া, লাবণ্যময়ী বিভাবতীর দিকে পলকহীন নয়নে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। লাবণ্য চাহিয়া চাহিয়া, দেখিতে-

ছিল, বিভা কেমন সুন্দর। এ চাহনি ঈর্ষা-প্রণোদিত ইহা স্বাভাবিক। একের অভিলাষিত বস্তু অপরের হইলে, তাহাতে ঈর্ষা হইবারই কথা। ইহা প্রকৃতিগত না হওয়াই আশ্চর্য্য। বিভা দেখিতে যথার্থই মন্দ নয়। বিভার রূপের চেয়ে চটক বেশি। বিভা কৃশাঙ্গি। মাথায় বেশ বাড়িয়াছে, মাথা ভরা কেশের রাশি। চুলগুলি কিন্তু বড় সটান সটান, সেইজন্য চুলের বড় বাহার নাই। মুখখানি পাতলা। রং খুব ফর্সা, মটর ডালের মত হল্‌দে হল্‌দে আভাযুক্ত। কপালখানি ক্ষুদ্র। নাসিকাটী বেশ টিকোলো। চক্ষু দুটি একটু ছোট, কিন্তু ঘন পল্লবযুক্ত বলিয়া চাহনীর বেশ বাহার আছে। পা দুখানি সব চেয়ে সুন্দর, যেন লক্ষ্মী ঠাকুরুণের মতন সুলক্ষণ-যুক্ত। চলনের খুব ভঙ্গিমা আছে, ধীর অথবা মন্থর গতি নহে, ত্বরিত অথচ ঠমকে ঠমকে তালে তালে পা ফেলিয়া চলন, সে চলনে অহঙ্কার প্রকাশ পায়। হাতের গঠন অতি সুন্দর। অঙ্গুলিগুলি চাঁপার কলির ন্যায়। ভ্রুযুগল তত সুন্দর নয়, সরু সরু, স্বতন্ত্র এবং পাতলা, নাই বলিলেই হয়। মুখখানি বেশ ধারালো ধারালো। মোটের উপর মন্দ বলা যায় না। বিভা ভুরু কুঁচকাইয়া সকলের সহিত কথা কহিত, তার মনে জ্ঞান ছিল, সে ভারি সুন্দরী। বিভার কেশ বিন্যাশ শেষ হইলে মহামায়া বলিলেন, "যাও, কাপড় ছেড়ে এসো।"

বিভা উঠিয়া গেল। ক্ষণেক পরে একখানি পাইনা-পলের ঝক্‌ঝকে সাটী পরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মহামায়া বিভাকে অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। বিভা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া

একবার লাবণ্যময়ীর দিকে চাহিল; সে চাহনীর অর্থ আমি বড়লোকের মেয়ে, কত বহু মূল্য অলঙ্কার আমার অঙ্গে শোভা পাইতেছে। লাবণ্য অমন গহনা পরিয়া আসিতে পারে নাই কাজেই সে ঘৃণার্হা, লাবণ্য মনে করিলেই আনন্দময়ীর গহনা পরিয়া আসিতে পারিত, কিন্তু সে সাজ সজ্জা বড় ভাল বাসিত না, ইচ্ছা করিয়াই কিছু পরিয়া আসেন নাই। তাহার পরিধানে একখানি নীলাম্বরি সাড়ি যাহা না পরিলে নয় গায়ে ঐ রূপ যৎসামান্য দুই একখানি গহনা ছিল, কিন্তু তাহাতেই বিভার চেয়ে শতগুণে সুন্দর দেখাইতেছে। লাবণ্য জড় পদার্থের ন্যায়, একধারে নীরব নিস্পন্দ ভাবে বসিয়াছিল দেখিয়া মহামায়া বিভাকে বলিলেন, যাও বিভা তোমার লাবণ্য দিদিকে ঘর বাড়ি দেখাও গে। তখন ঝমর ঝমর ঝম্ শব্দে পায়ের গহনা বাজাইয়া বিভা লাবণ্যের হাত ধরিয়া বলিল, এসো। লাবণ্য নীরবে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া চলিল। উভয়ে তেতলায় উঠিল। তেতলায় বিভার শয়ন কক্ষ। আপনার ঘরের রকম রকম আসবাব লাবণ্যকে দেখাইতে লাগিল। তাহার বাপ তাহাকে কবে কি ছবি কিনিয়া দিয়াছেন, কোন্‌টার কত দাম তাহা বলিয়া বলিয়া দেখাইতে লাগিল। একটা প্রকাণ্ড ঘড়ির নিকট গিয়া, তাহাতে দম দিল। দম দিবামাত্র তাহাতে অরগেন বাজিয়া উঠিল। বিভা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া লাবণ্যের দিকে চাহিয়া বলিল, "এমন ঘড়ি দেখিয়াছ কি?" লাবণ্য দেখে নাই বলিয়া উত্তর দিল। সে বিভার রকম দেখিয়া মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে

পারিল না। বিভা আবার লাবণ্যের দিকে স্পষ্টরূপ গর্ব্বিত-ভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমার নাম ?

শিক্ষিতা বিভার এই অভ্যর্থনা দেখিয়া অশিক্ষিতা লাবণ্যের ভারি হাসি পাইল। সে হাসিয়া কহিল, "উপস্থিত লাবণ্যময়ী।" বিভা বিস্মিত হইয়া কহিল, "উপস্থিত কেন ? তোমার আরও নাম আছে নাকি ?" অসাবধানতা বশতঃ লাবণ্য কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিল। জিভ্ কাটিয়া, কথা ঘুরাইয়া হাসিয়া কহিল, "শুনেছি ছোট বেলার আর একটা কি নাম রাখা হয়ে ছিল।"

বিভা লাবণ্যের বাহু দুটি জড়াইয়া ধরিয়া, টানিয়া লইয়া গিয়া বড় একটা পিয়নোর নিকট বসাইয়া কহিল, "এই বাজনাটা বাজিয়ে, একটা গান গাও দেখি।" বিভার ইচ্ছা, সব জিনিস যদি দেখান হইল ; তবে সে কেমন গাহিতে ও বাজাইতে জানে, সেটাই বা লাবণ্যের শুনিতে বাকি থাকে কেন ! লাবণ্য বলিল, "আমি ভাই বাজাতে জানি না। তুমি বাজাও, আমি শুনি।" বিভা যাহা চাহিতেছিল, তাহাই হইল। বিভা কহিল, "আচ্ছা আমি আগে গাচ্ছি, কিন্তু তারপর তোমাকে গাহিতে হবে। বিভা পিয়নো বাজাইয়া গাহিল।

"মন যে নিল সেত আর ফিরে দিল না।
ফিরে দিতে বলি বলি বলাতো আর হোল না।
তাহারে হেরিলে সই,, মুখপানে চেয়ে রই
ধরি ধরি, মনে করি, ধরাতো সে দেয় না।

নিশিতে ঘুমায়ে থাকি, স্বপনে তাহারে দেখি,
জীবন ফুরায়ে এলো, ফিরে চাওয়া হোলো না॥”

গানটী লাবণ্যের মনে লাগিল ভাবিল বিভা ঠিক বলিয়াছে।

বিভার গান সমাপ্ত হইলে, বিভা কহিল, “লাবণ্য দিদি, এইবার তুমি গাও।” বিভার গান বাজনা শুনিয়া, লাবণ্য মুগ্ধ হইল। ভাবিল, বিভা শিক্ষিতা। বিভার তাল মান বোধ আছে, আর আমি অশিক্ষিতা; আমার গান শুনে বিভা না জানি কতই হাসিবে। এই ভাবিয়া, লাবণ্য সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, “না ভাই বিভা, আমার গান তোমার ভাল লাগিবে না। আমি যে ভাই বাজাতে জানি না।”

লাবণ্য বাজাইতে জানে না, শুনিয়া বিভার অহঙ্কার শত-গুণে বর্দ্ধিত হইল, ভাবিল সে নিজে যথার্থই রমণী রত্ন; রূপবতী ও শিক্ষিতা, সুতরাং রমণী কুল-গৌরব না মনে করিবে কেন, কারই বা এরূপ স্থলে স্পর্দ্ধা না হয়? বিভার স্পর্দ্ধা সীমা অতিক্রম হইল। কহিল, “না, ভাই লাবণ্য তা হবে না, তোমায় গাহিতেই হবে। আমি না হয়, বাজাই তুমি গাও।”

লাবণ্য বিভার অনুরোধ এড়াইতে পারিল না। দ্বিরুক্তি না করিয়া গাহিল।

“বসন্তের কাল গেছে, কেন ফুল ফুটিবে আর!
ভানু গেছে অস্তাচলে, হবে নাকি অন্ধকার;
ছিল প্রাণ সে গিয়াছে, দেহ কি আর দেহ আছে,
কাহারে কেমন আছ? শুধাইছ বারে বার?॥”

লাবণ্য বিভার মতন শিক্ষিতা নহে, বাজাইতে গাহিতে জানে না। লাবণ্যের গলা মন্দ নয়; কথা গুলি ও বড় মিষ্ট, তাহার গান বড়ই ভাল শুনাইত, এবং গীত বিষয়ে অশিক্ষিতা বলিয়া মনে হইত না।

এদিকে কুমুদনাথ ও প্রমোদ নাথের বন্ধু বান্ধব পাত্রি দেখিতে উপস্থিত হইলেন। গাড়ী বারাণ্ডার নীচে মস্ত এক-খানা জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। সাজ সজ্জা ভূষিত ওয়েলার যুগল গ্রীবা উন্নত করিয়া পুচ্ছ নাড়িতে লাগিল। কান্তিবাবু ও ভুবনবাবু গাড়ির শব্দ শ্রুতমাত্র, তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া, সকলকে অভ্যর্থনা সহকারে, উপরে লইয়া গেলেন। কুমুদনাথ আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "অমরেন্দ্র বাবুর চেয়ে ইঁহারা লক্ষগুণে ভদ্র লোক। এদের সঙ্গে কুটুম্বিতায় সুখ হবে। ইহারা বড়-লোক, প্রমোদের এখানে আদর যত্নের কোনও ত্রুটি হবে না।"

বাড়ীর দাস দাসীরা অত্যন্ত সায়েস্তা কিছু শিখাইয়া দিতে হয় না। দস্তুর মত নিজেরাই কাজ করিয়া থাকে আগন্তুকেরা বসিবামাত্র খানসামা, বেহারাগণ কেতা মাফিক নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করিতে লাগিল। কুমুদনাথ কান্তি বাবুর বাড়ীতে বড় লোকের চাল চলন দেখিয়া প্রীত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "সব বড় লোকের বাড়ীরই দেখছি একি প্রথা।" কান্তি বাবু বড় মানুষি মেজাজে কারদানি করিয়া উচ্চস্বরে বেহারাকে হুকুম করিলেন, "জোর্‌সে পাঙ্খা হাঁকো।" বেহারা

হুকুম তামিল করিল। অনেকক্ষণ আলাপ আপ্যায়তের পর, কুমুদনাথ, মেয়ে দেখিতে চাহিলেন। কান্তি বাবু একটু হাসিয়া "হ্যাঁ, এই যে এইবার দেখাচ্ছি।" বলিয়া ভুবনবাবুর দিকে চাহিলেন ও বলিলেন, "ওহে, বাড়ীর ভিতর একবার খবর দিয়ে এসো।" ভুবনবাবু অন্দরে গিয়া মহামায়াকে বলিলেন, "কুমুদনাথ বিভাকে দেখিতে চাহিতেছেন।" মহামায়া আনন্দ গদ্ গদ্ স্বরে বলিলেন, 'তা' আমি তো কখন থেকে বিভাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ঠিক কোরে রেখেছি তাঁহারা কি না খেয়েই আগে বিভাকে দেখ্‌বেন?"

ভুবন। হ্যাঁ, আগেই দেখ্‌বেন।

মহা। কুমুদনাথের সঙ্গে আর কে এসেছে?

ভুবন। গুটীকত বন্ধু।

মহা। "ওমা, বিভা তাদের সাম্‌নে কি করে যাবে? তারা যে বাইরের লোক। তারাও কি বিভাকে দেখ্‌বে?"

ভুবন। "আচ্ছা সে কথাটা জানা উচিত। আমি একবার কান্তিবাবুর ও কুমুদবাবুর মত জেনে আসি। ভুবনবাবু বাহিরে গিয়া, কুমুদনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ইঁহারা কি আপনাদের আত্মীয়?"

কুমুদ। '(বিস্ময়ে) এরা সকলেই বন্ধু! কেন মহাশয়? কিছু আবশ্যক আছে কি?"

ভুবন। না, তেমন কিছুই নয়, তবে কিনা এদের সাম্‌নে মেয়ে দেখাতে, আমার ভগ্নি অমত কোর্‌ছেন।

কুমুদ। নানা, কোন আপত্তি করবেন না। এদের সঙ্গে

প্রমোদের অত্যন্ত সৌহৃদ্য, মেয়ে আনতে কোন বাধা নাই। এদের সঙ্গে আমাদের এতো সদ্ভাব যে আমরা এদের নিতান্ত নিকট আত্মীয় বলে মনে করি। এমন কি এরা আমর একাত্মা বলিলেই হয়। এরা না দেখলে, আমার ভায়াকে সব কথা কে বল্‌বে বলুন ?"

বন্ধুগণ ভাবিতেছিলেন বুঝি বা, কনেকে না দেখিয়াই বিদায় হতে হয়। তাহা হইলে, প্রমোদের নিকট তাঁর ভাবি পত্নীর কি বর্ণনা করিবেন ? কিন্তু কুমুদনাথ তাঁদের আনুকুল্যে কথা কহিলেন। কন্যা-কর্ত্তাদের সকল যুক্তি তর্ক, বাধা বিপত্তি, কুমুদনাথের বিনীত ব্যবহারে, এককালে ভাসিয়া গেল। বন্ধুবর্গ দেহে প্রাণ পাইলেন।

ভুবনবাবু একবার কান্তিবাবুর দিকে চাহিলেন। উভয়ে নয়নে নয়নে কি কথা হইয়া গেল। সে চাহনির অর্থ অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেন না।

কান্তি বাবুর চাহনিতে, ভুবনবাবু বুঝিলেন, যে তার কোন অমত নাই। ভুবন বাবু আর কিছু না বলিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন। নলিনাক্ষ্য বাবু চিরকালই বড় মুখ ফোড়, বলিলেন, আমাদের সামনে, মেয়েটীকে দেখাতে আপনাদের যদি বিশেষ কোন আপত্তি থাকে তো বলুন ? আমরা দেখ্‌ব না, না হয় চক্ষু বুজে থাকবো। কান্তি বাবু মনে মনে ও ভাবিলেন, ভদ্রলোকের বাড়ী কেমন কোরে কথা কহিতে হয় তা দেখছি এরা জানে না। সকল কথায় ইয়ারকি অভদ্রতার চিহ্ন।

ভুবন বাবু বাটীর ভিতর যাইয়া বলিলেন, সকলেই জামাইয়ের বন্ধু, তাঁদের সামনে বিভাকে দেখাতে কুমুদ বাবুর ও কান্তিবাবুর কোন আপত্তি নাই

মহামায়া আর কোন ওজর করিলেন না। বিভাও লাবণ্য তেতলার ঘরে ছিল। মহামায়া বিভা বলিয়া ডাকিতেই বিভা গলা কাঁপাইয়া, মিহি সুরে উত্তর দিল, "যাই! মা।"

বিভা ঝমর্ ঝমর্ ঝম শব্দে নীচে নামিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যও আসিল। বিভা, ভুবন বাবুর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। মহামায়া বলিলেন, "বিভা তোমার মামার সঙ্গে একবার বাহিরে যাও।" বিভা ভুবন বাবুর সঙ্গে, মলের শব্দে বাড়ী পূর্ণ করিয়া হেলিতে দুলিতে চলিল। অগ্রে ভুবন বাবু পশ্চাতে বিভা পর দাস দাসীরা ভিড় ভিড় করিয়া চলিল। বিভা কে লইয়া ভুবন বাবু বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। মস্ত মেয়ে বন্ধু বর্গের মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিল এবং সকলে ইতস্ততঃ সরিয়া বসিলেন। বিভা যথার্থই বড হইয়া পড়িয়া ছিল। শিক্ষিত সমাজে চলিত হইলেও হিন্দু সমাজে এতো বড় মেয়েকে অনূঢ়া রাখা ধর্ম্ম বিগর্হিত। সাধারণের চক্ষে, এরূপ কন্যা ধেড়েমেয়ে, বলিয়া ঘৃণার্হ।

বিভা বৈটকখানায় গিয়া প্রথমেই মস্তক নত করিয়া কুমুদনাথকে একটি প্রণাম করিল। কুমুদনাথ "এসো, মা-লক্ষ্মী এসো, বোসো বলিলেন।" বিভা কুমুদনাথের নিকটে অতি সাবধানের সহিত ধীরে ধীরে বসিল! ভুবনবাবুও

বসিলেন। দাস দাসীরা সকলে বৈটকখানার পাসের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। বন্ধুবর্গ বিভাকে আপদ মস্তক নিরিক্ষণ করিতে লাগিল। কুমুদনাথ এক যোড়া হিরক-খচিত বহুমূল্যের ইয়ারিং, বিভার কর্ণে পরাইয়া দিলেন। বিভার মুখে আর হাসি ধরে না। বিভা আনন্দে ফিক্ করিয়া হাসিয়াই সামলাইয়া লইল। কতক্ষণে বাড়ির ভিতরে গিয়া সকলকে ইয়ারিং দেখাইবে ও সমস্ত গল্প করিবে, মনে মনে তাহাই ভাবিতে লাগিল। কুমুদনাথ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন. মেয়েটী দেখিতে মন্দ নয়, বোধ হয় ভায়ার মনে ধরিবে। একবারে সুন্দরী বলা যায় না কেননা চেহারা নিক্ষুঁত নহে, আবার কুৎসিতও নয়। বড় মানুষের মেয়ে সাজ সজ্জায় ভাল দাখাইতেছে চটক আছে তবে রূপ নাই। গরীবের মেয়ে হইলে বিবাহ হওয়া কঠিন হতো। অমরেন্দ্র বাবুর কন্যা যথার্থই সুশ্রী ছিল, তার কাছে ইনি শতাংশের একাংশও নয়। ক্ষণেক পরে ভুবনবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এইবার বাটীর মধ্যে লইয়া যান। ভুবন-বাবু বিভার হাত ধরিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। বিভা আবার ঝমর ঝম্ করিয়া, গ্রীবা বাঁকাইয়া, হেলিতে দুলিতে ফিরিয়া আসিল, বন্ধুগণ একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন। বাবুদের খাবার আয়োজন হইতে লাগিল, খান্সামা-মহলে ভারি গোল। কেহ আসন পাতিল, কেহ নেবু দিল, কেহ বা তোয়ালে গামোছা ঘাড়ে ফেলিয়া, গাড়ু হাতে করিয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ-গণ খাবার দিতে লাগিলেন। রূপার থালায় লুচি, ছোট রূপার

থালবোটে তরকারি, ভাজী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আহার্য্য, রূপার বাটিতে মাংসের কালিয়া, কারি, ইত্যাদি বহুবিধ দেওয়া হইল। স্বতন্ত্র ডিসে, কাটলেট, চপ, শ্লাইস, মামলেট, থরে থরে সজ্জিত হইল। রূপার গ্লাসে বরফ মিশ্রিত জল, অন্য ডিসে নানাবিধ মিষ্ট সামগ্রি সারি সারি থালার পাশে পাশে রক্ষিত হইল। খানসামা গিয়া কান্তি বাবুকে খপর দিলে, কান্তি বাবু ও ভুবন বাবু সকলকে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। কুমুদনাথ বলিলেন "মাপ করবেন, আমার এমন সময় খাওয়া অভ্যাস নাই।" কান্তি বাবু ছাড়িবেন কেন কহিলেন, "তা, হবেনা। আমার অনুরোধে, আপনাদের একবার বসতেই হবে, মিষ্টি মুখ না করলে, ছাড়বোনা। কুমুদনাথ কান্তিবাবুর অনুরোধ ঠেলিতে পারিলেন না, বন্ধুগণকে লইয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন। বন্ধুগণ এতক্ষণ কুমুদনাথের মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন. সকলেই গিয়া হাস্যমুখে আহার করিতে বসিলেন। কুমুদনাথ দেখিলেন আয়োজন মন্দ নয়; এই অল্প সময়ের মধ্যে এত রকমের জিনিষ তৈযারি করান সহজ নয়। কান্তিবাবু খুব কার্য্যকুশল ব্যক্তি সন্দেহ নাই। আহার সমাপন হইলে সকলে বৈটকখানায় গিয়া বসিলেন। পান তামাক চলিতে লাগিল, বাটীর দাস দাসীদিগকে যথোচিত বকশিশ দিয়া, কুমুদনাথ গাত্রোত্থান করিলেন। এদিকে বাটীর ভিতর গিয়া বিভাকে কে কি কথা বলিয়াছে, বিভা রঞ্জিত করিয়া বলিতে লাগিল। মহামায়া মেয়ের বড় ঘরে বিবাহ হইতেছে সে জন্য মনে মনে বিশেষ ফুলিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন

"বিভার ভাসুরের বিভাকে খুব পছন্দ হয়েছে, তাই হিরের ইয়ারিং দিয়ে মুখ দেখে গেলেন। দাসীরা অমনি মুনিবের মন রাখিয়া কহিল, "আহা! আমাদের দিদিমনীকে কেমন দেখতে নাগচে. ঠিক যেমন পটের পতিমা ঠাকরুন। ঢের? নোকের ঘরে মেয়ে দেখলাম, আমাদের দিদিমনীর মতন এমন ছিম ছাম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাদেরও ময়ে দেখলাম না।" পরিচারিকাগণের তোষামোদ বাক্যে মাহামায়া একবারে গলিয়া গেলেন এবং বলিলেন, "সুন্দর না হোলে কি বড় লোকের পছন্দ হয়? তারাতো আর টাকা কড়ি চায়না, কেবল একটী সুন্দর মেয়েই চায়।" আর কিঞ্চিৎ মিছামিছি বাড়াইয়া বলিলেন, বিভার ভাসুর নাকি বলিয়াছেন যে, ঢের মেয়ে দেখিয়াছেন বিভার মতন একটী মেয়েও দেখেননি। মাতার কথায় কন্যা গলিয়া গিয়া ভাবিল তবে আমি যথার্থই ভাল দেখতে. তা না হোলে পরের পছন্দ হবে কেন?" সকলের আহারাদী হইয়া গেল। ভুবনবাবু, আনন্দময়ী ও লাবন্যকে লইয়া বাটী চলিয়া গেলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই, কান্তিবাবু প্রমোদনাথকে একটী হীরকাঙ্গুরীয় দিয়া মুখ দেখিয়া আসিলেন। কুমুদনাথও কান্তিবাবুকে যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন। 'কান্তিবাবু বিভা বেশ ভালো ঘরেও সৎপাত্রে পড়িল" ভাবিয়া, আনন্দসহকারে বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

—৮—

# পঞ্চমপরিচ্ছেদ।

## অন্তিম শয্যা।

সুষমার নিরুদ্দেশের পর অমরেন্দ্র বাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর দুরাদৃষ্টে সুষমাকে কিছুতেই পাইলেন না। অনুতাপে, রাগে, ক্ষোভে, এবং অপমানে জর্জ্জরীভূত ও স্ত্রীর বাক্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া, ঘৃণায় অমরেন্দ্র বাবু উদ্‌বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। গৃহিণী একেই কন্যার জন্য, ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন্মৃতা ছিলেন, তার পর তাঁর স্বামী আত্মহত্যা করিলেন। উপর্য্যুপরি বিপদে, আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া, শয্যা লইলেন। তিন মাস হইল অমরেন্দ্র বাবু ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার স্ত্রীর উত্থানশক্তি রহিত হইল; তাঁহার মুখে একবিন্দু জল দেয়. এমন কেহ ছিল না। কুমুদনাথ অমরেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর এই শোচনীয় অবস্থা অবগত হইয়া, দয়ার্দ্রচিত্তে একটী পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অমরেন্দ্র বাবুর পত্নি যখন যেমন থাকেন বাটীর পরিচারিকা গিয়া কুমুদনাথকে খবর দেয়। মন্মথ বাবুর বাটীর ডাক্তার দেখিয়া আসেন ও ঔষধ দেন, সেই ঔষধ পরিচারিকাটী নিয়মিত রূপে খাওয়ায়। যাহার মৃত্যু নিকট তাহার ঔষধ পথ্যে. ও আদর যত্নে কি ফল দর্শিবে! আয়ু শেষ হইলে. কাহার সাধ্য নাই রক্ষা করে; মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। স্বামী ও কন্যা হারাইয়া, সুষমার মাতা

কাত্যায়নীর আর এক দণ্ডও বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। পরিচারিকা ঔষধ পথ্য দিলে, তিনি তাহা উদরস্থ করেন না, পরিচারিকা একটুখানি সরিয়া গেলেই ফেলিয়া দেন। এমন অন্যায় করিলে আর কয় দিন চলে? ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর দিন কাটে না। পরিচারিকা গতিক মন্দ দেখিয়া, কুমুদনাথকে সংবাদ দিল। সংবাদে কাতর হইয়া, তৎক্ষণাৎ কুমুদনাথ ও তাঁহার মাতা ও ভগিনী সরোজাকে সঙ্গে লইয়া, অমরেন্দ্র বাবুর পত্নিকে দেখিতে উপস্থিত হইলেন। মানুষ রুগ্নাবস্থায়, অনাহারে, শূন্য প্রাণে, শূন্য গৃহে পড়িয়া থাকিয়া, কয় দিন জীবিত থাকিতে পারে মৃত্যু শিয়রে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে। আর বাঁচিবার উপায় নাই। সুষমার মাতা, কাত্যায়নীর আজ শেষ দিন বুঝিয়া, সকলে শেষ দেখা করিতে আসিলেন। অমরেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর, সরোজার মাতা, তাঁহার পত্নিকে যথেষ্ট দয়া করিতেন। তিনি সহজেই বড় দয়ার্দ্র হৃদয়া। কাহারো বিপদ আপদে সাহার্য্য ও সাধ্যমত উপকার না করিয়া, নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না।

কুমুদনাথ অমরেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর হইতে তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণ ভার নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন। সকল যত্ন ও ব্যয় ব্যর্থ হইল। অমরেন্দ্র বাবুর পত্নী পতিশোকে আত্ম সংবরণ করিতে পারিলেন না। জীবন-দীপ অসময়ে নির্ব্বাপিত হইল।

সকলে আসিয়া দেখিলেন, সুষমার মাতা কাত্যায়নী ছিন্ন বস্ত্রে, মলিন শয্যায় শূন্য প্রাণে," শূন্য গৃহে পড়িয়া আছেন।

তিনি স্বভাবতঃ কৃশ কায়া, তাহার পর রোগে একেবারে বিছানায় মিশিয়া গেছেন ; দেখিলে চেনা যায় না। চেহারা অতিশয় খারাপ, গৃহময় মৃত্যুর ছায়া যেন কার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

রোগিণীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কুমুদনাথ দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই ছিলি কি করিতে, যে সকল কাপড় দিয়াছিলাম তাহা কি হইল ?"

পরিচারিকা। আমি কি করিব উনি কাপড় ছাড়িতে বা সাফ বিছানায় শুতে চাহেন না।

কুমুদ। আমি যে ঔষধ দিতাম, তা তুই খাওয়াস তো ?

পরিচারিকা। (সভয়ে) খাওয়াইলে কি ফল হবে, মুখে লইয়াই তখনি ফেলিয়া দেন।

কুমুদ। এতদিন বলিস্ নাই কেন ?

পরি। আজ্ঞে আমি কি করিব, আমি গরীব মানুষ, পেটের দায়ে চাকরি করিতে আসিয়াছি, আমার কি দোষ বলুন ? ওনারি কাছে আমাকে দিবারাত্রি থাকিতে হয়, কাজেই ওঁর কথা আমাকে বাধ্য হোয়েই শুনতে হয়। আপনাদের উনি কোন কথা বলিতে আমাকে বারন করে দিয়াছেন, দিব্যি দিয়াছেন। আমি কি করিব। আমি দাসী, আমার কথা উনি আদপে শোনেন না।

কুমুদনাথের কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

সুষমার মাতা কাত্যায়িনী যে গৃহে, রুগ্ন শয্যায় শায়িতা

ছিলেন, তারি কাছে দাসী একখানা মাদুর আনিয়া বিছাইয়া দিল, সকলে তাহারি উপর বসিলেন।

আজ রোগীর ঘোর বিকার; কাহাকেও বড় ঠাহর হইতেছে না। পরিচারিকা রুগ্নার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "মা দেখ কারা এসেছেন।"

কাত্যায়নী একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না, আবার চক্ষু মুদিলেন, বিকারের ঘোরে কেবল বকিতে ছিলেন। তিনি ভাবিলেন বুঝি তার কন্যা আসিতেছে; মুদিত নেত্রেই কহিলেন," কেমা সুষমা আসিয়াছিস? বেশ বেশ আয়, বোস্ বোস্ তোকে ভাল কোরে দেখি।"

পরিচারিকা কহিল, "না মা, তিনি নয়। ভাল কোরে দেখ কে ওঁরা।" কাত্যায়নী ভাল করিয়া চক্ষু চাহিয়া সকলকে আবার দেখিলেন, কিন্তু তবুও চিনিতে পারিলেন না, বলিলেন "মা আমার। এতদিন তুই কোথায় ছিলি মা? আমি তোকে না দেখে মরিতে বসেছি, মা আমার! কথা শুনিয়া, সকলে অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। সরোজা বড় পরদুঃখকাত[illegible] সে সুষমার কথা ভাবিয়া, এবং তার মাতার কাত[illegible] শুনিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। কাঁদি[illegible] চক্ষু লাল হইল; রোরুদ্যমানা সরোজা কাত্যায়নীর [illegible] প্রলাপ বাক্যে যথার্থই প্রাণে বড় আঘাত পাইতে[illegible]. সে কাহার; কষ্ট দেখিতে পারে না; তাই সে চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসাইতেছিল। সুষমার রূপ, গুণ

মনে ভাবিয়া, তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল উপায়ন্তর নাই, নিরুপায় ও নিশ্চেষ্ট ভাবে জড় পদার্থের ন্যায় বসিয়া রহিল। সরোজার মাতা সরোজাকে বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন, সরোজ! তুমি এমন কোরে কেঁদনা। উনি তোমার কান্না দেখিতে পেলে, আরও কাতর হোয়ে পড়বেন, তাহলে রোগ বৃদ্ধি হবে।"

সরোজা মাতার অনুরোধ রক্ষা করিল বটে কিন্তু; নীরবে কাঁদিতে লাগিল। কাত্যায়নী অনেকক্ষণ পরে, বহু কষ্টে, ক্ষীণ বাহু তুলিয়া সরোজার মায়ের পায়ে স্থাপিত করিয়া, অতি করুন ও ক্ষীণ স্বরে কহিলেন," দিদি! তুমি বড় ভাগ্যিমানি। তোমার হাতে সুমনাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে মরব, এই আশাই আমি চিরদিন করিতাম, কিন্তু সে আশা মিটিল না বড় আশায় পরমেশ্বর বাদ সাধিলেন।" আমি পতি-পুত্রহীনা অভাগিনী, আমায় যে 'তোমরা আবার দেখিতে আসিবে এ আশা মনে কথন স্থান দিই নাই, কিন্তু তোমরা মানুষ নও, দেবতা! দেবতা বলিয়াই বিপন্নের প্রতি এত অধিক দয়া। সরোজার মা কাঁদিতে লাগিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। কত বার কত কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অশ্রুবারি সকল কথার গতিরোধ করিল। কাত্যায়িনীও কাঁদিতে লাগিলেন; চখের জলে মলিন শয্যা ও উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল। কান্নার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিলেন," বাবা, কুমুদ তুমি আমার সন্তানতুল্য, আমার কেহ নাই যে আমার গতি

করিবে। আমার শেষ অনুরোধ, তুমি আমার গতি করিও। বড়ই দুঃখ রহিল যে, স্বামীর ও কন্যার উভয়েরি অপঘাতে মৃত্যু হইল। দেখ বাবা, যেন আমার দেহটা শৃগাল কুকুরে না খায়। তুমি তার উপায় করো।"

কুমুদনাথ ছল ছল নেত্রে, বিনীত অথচ আশ্বাসের স্বরে কহিলেন, সে কথা কেন বল্‌ছেন, আমরা থাকিতে আপনি কিছু ভাবিবেন না। আমার দ্বারা যতদূর সাধ্য আপনার সদ্গতির ক্রটী হইবে না।

কাত্যায়নী। আর এক কথা, স্বামী তোমাদের নিকট ঋণ করিয়া মরিয়া গেছেন, আমার কিছুই নাই যে সে ঋণ পরিশোধ করিব। এই বাড়ীখানি ঋণ পরিশোধার্থে লইয়া আমাদের ঋণ মুক্ত করো।

কুমুদনাথ। যাক্, ওসব কথা এখন নয়। আপনার স্বামী ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মরিয়াছেন বলিয়া, আপনি বড়ই অনুতপ্ত। বাড়ীখানি দিয়া ঋণ মুক্ত হইতে চাহিতেছেন। এখন ওসকল কথা বলিবেন না। জগদীশ্বর করুন, আপনি বাঁচিয়া উঠুন, ভদ্রাসন ত্যাগ করিবেন কেন?

কাত্যায়নী। আর বাঁচিয়া কি হবে বাবা?

কুমুদনাথ। কখনও যদি আপনার কন্যাকে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ বাটীর প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী সেই।

কাত্যায়নী। হা কপাল্! সে কি আর জীবিত আছে যে ফিরে আস্‌বে?

কুমুদনাথ। আশ্চর্য্য কি! সে যে মরিয়াছে তারই বা নিশ্চিত কি?

বাঁচিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে। তার বিশেষ অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই, হয়তো মরিয়াছে, নয়তো বাঁচিয়া আছে, এই হয়তো নয়তোর মধ্যে কোনটাই নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। বাড়ী আমরা কোনমতেই নিতে পারিব না।

কাত্যায়নী এই কথায় অতিশয় ব্যথিত হইলেন। আশা ও উদ্বেগে তাঁর হৃদয় স্পন্দিত হইল। ভাবিতে লাগিলেন তবে কি সুষমা বাঁচিয়া আছে? সত্য না হয় সন্দেহ! ভুল! যে যায় সে কি আর ফিরে আসে না! এ আশা দুরাশা মাত্র। বহু কষ্টে আত্ম সংযম করিলেন। জোরে নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক পরে কহিলেন, বাছা তুমি না লও প্রমোদকে দিও। প্রমোদ আমার সুষমাকে ভালবাসিত। আমার বাকদত্তা জামাই. আমি তাকে দিলাম, সেও যদি নিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়, তবে তার ছেলে হলে তাহাকে দিও। ছেলে আমার পর হইবে না, সুষমারই ছেলে মনে করিব. গরীবের সামান্য ধন তাহাকেই দিও। আরও আমি মন খুলে বলছি যত শীঘ্র পারো প্রমোদের বিয়ে দিও। বাছা আমার ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে, তার উপায় আগে করিও।

কাত্যায়নী চুপ করিয়া একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিলেন। গৃহিণী নিকটেই বসিয়াছিলেন, তার যেন বোধ হইল; একটা গরম হাওয়া তাঁর গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল। কাত্যায়নীর মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। জল সিঞ্চনে ও পাখার হাওয়ায় শীঘ্র

জ্ঞান হইল। প্রমোদনাথের বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা আর সুষমার মাতাকে কেহই বলিলেন না, কি জানি, যদি তিনি শুনিয়া মনে মনে বেদনা অনুভব করেন। কাত্যায়ণী অশ্রু বিগলিত স্বরে, সরোজার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, সরোজা, মা, আমি তোমায় আমার বড় মেয়ের মতন ভাবি। বড় আনন্দই হোয়েছিল যে, সুষমা তোমাদের কাছে থাকবে, তোমরা তাকে বোনের মত ভাববে ও দেখবে আমি শুনে সুখী হবো। তা আর মা, আমার কপালে হলো না। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি মা আমার জন্মায়েস্ত্রী হও তোমার হাতের নোয়া, সিঁতের সিন্দুর বজায় থাকুক।" তাহার পর গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দিদি! আমার বড় সাধ ছিল তোমায় বেহান বলিব। সুষমাকে তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো, আহা! বাছার কোন সাধ মেটে নাই, কি করে হবে তাই ভাবিতাম, যদি সে তোমার বউ হয় তা হলে তার আর সুখ রাখতে স্থান হবে না।" কোনমতে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বর্ষাধারার ন্যায় ঝর্ ঝর্ করিয়া চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। সরোজাকে নিকটে ডাকিয়া, গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "মা! একবার আমার কাছে আয় মা!, আমি স্বর্ণপ্রতিমা অকালে বিসর্জ্জন দিয়াছি, আর আমার মা বলিতে এ জগতে কেহ নাই। এ অভাগিনী পর ভাবিয়া, তুই মা ঘৃণা করিস না, একবার কাছে আয় তোকে দেখে, প্রাণের কতক জ্বালাও শান্তি হবে, মা আমার!" কাঁদিতে কাঁদিতে সরোজা নিকটে গিয়া বসিল।

একজন মৃত্যুপথ অভিলাষিণী, অপরা মৃত্যু দর্শনে শঙ্কিতা ও ভীতা। সুন্দর করুণ দৃশ্য! পরের জন্য, পরে এতও কাঁদিতে পারে? জগতে সকলই বিদ্যমান, কেহ মানুষ হইয়া দেবতা, কেহ নর পশু। প্রকৃতি বৈষম্যে কার্য্য প্রণালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাত্যায়ণীর নাড়ী অতি ক্ষীণ ভাবে চলিতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিলেন! আর কোন আশা নাই বুঝিয়া, কোন ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া, ডাক্তার মুখ ভার করিয়া বাহিরে গেলেন। কুমুদনাথকে বলিয়া গেলেন, আর বাঁচিবার আশা নাই, হৃদযন্ত্র বড় আস্তে আস্তে বহিতেছে ও চলিতেছে, বড় জোর এক ঘণ্টা সময়; শিবের অসাধ্য রোগ, ডাক্তারে কি করিবে বলুন?" ভিজিট লইয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন। কুমুদনাথ ভিতরে আসিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, আর কি জিজ্ঞাসা করিবেন সবই বুঝিলেন। সকলে নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। কাত্যায়ণী, সরোজার হাত লইয়া নিজের বুকের উপর স্থাপিত করিলেন। বহু কষ্টে বলিলেন, "মা তোর হাতে জল খেতে সাধ হচ্ছে, একটু জল দেমা।"

সরোজা একখানা চামচে কোরে কাত্যায়ণীর মুখে একটু জল দিল। এইবার শেষ সময়, অতিকষ্টে নিশ্বাস বহিতে লাগিল। চক্ষুর তারা ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সরোজা কাঁদিয়া উঠিল; ভয়ে ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "একি হচ্ছে?"

কুমুদনাথ সব বুঝিলেন, সরোজাকে সরিয়া আসিতে বলিলেন। সরোজা আসিল না। ভাবিল, "যদি আমার মা হইতেন, তা হোলে কি এই অবস্থায় ফেলিয়া পলাইতে পারিতাম?" কাত্যায়নী সরোজার হাতে জল খাইয়া, অতি ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, "স—রো—জা—মা—আ—মার—এ—ক—বার—আ—মা—য়—মা—ব—ল্—মা—জ—ল্। সরোজা আবার জল দিল। এবার আর এক বিন্দু জলও গলাধকরণ হইল না, সমস্ত জলটুকু কস্ বাহিয়া, গণ্ডে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। আবার শ্বাস বহিতে লাগিল।

সরোজা আছাড় খাইয়া সুষমার মায়ের বুকের উপর পড়িল। কুমুদনাথ বলিলেন, "সরোজা ওকিও? উঠে এসো।" সকলে কাঁদিয়া উঠিলেন। পরিচারিকা নাসিকায় হাত দিয়া দেখিল আর নিশ্বাস বহিতেছে না। কাত্যায়নীর জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

---

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

## আশা ও নিরাশা।

সময় যায, আর আসে না; কিন্তু তা বলিয়া কয়জনকে সকল দিক বুঝিয়া কার্য্য করিতে দেখা যায়! আমরা শারদীয়া

মহোৎসবে মাতিয়া আনন্দোৎফুল্ল বদনে সকলের সহিত সাদর সম্ভাষণ করি, উৎসব শেষ হইয়া গেল ; প্রসন্ন বদন ম্লান হইল বটে, কিন্তু সকলেই মনে মনে আবার কবে এই উৎসব আসিবে, তাহার জন্য উৎসুক হইয়া থাকে। যে সময় গত হয় তাহা আর না আসিলেও সময়োচিত কার্য্য কলাপ এমন পর্য্যায়-ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, মনুষ্যকে ক্ষণস্থায়ী সময়ের বিষয় ভাবিতে দেয় না। গ্রীষ্ম অতীত, বর্ষা আসিল, শরৎ আসিল, তাই বলিয়া গ্রীষ্ম কি আর আসিবে না ? অবশ্যই আসিবে। আজ প্রাতঃকালে যে সূর্য্যকে পূর্ব্ব গগনে উদিত সৌর-কর-রশ্মি বিতরণ দ্বারা জীবগণের প্রীতিকর হইতে দেখা যাইতেছে, কাল আবার সেই ভাস্কর যথা সময়ে নিয়মিতরূপে সেই পূর্ব্ব গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া, জগৎ বিভাষিত করতঃ জীবসমূহের আনন্দদায়ক হইবে। সময় ফিরিয়া আসে না সত্য বটে, কিন্তু কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় না যে, সময় আর আসে না !

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পর প্রায় বৎসরাধিক অতীত হই-য়াছে। বৈশাখ মাস বসন্তের শেষ একদিন প্রাতঃকালে হাস্য মুখরিত নব বর্ষে হৃদয়ে নবীন আনন্দ লইয়া, অমর-পুরের ভুবনমোহন রায় বাহাদুরের বাটীর সংলগ্ন পুষ্পো-দ্যানে একটি সুন্দরী অনূঢ়া বালিকা আপন মনে ফুল তুলিতেছিল। নব বর্ষাগমে নদী যেমন কূলে কূলে ভরিয়া উঠে, বালিকার দেহ-লতিকাও তেমনি যৌবন সমাগমে কূলে কূলে ভরা। রূপ উথলিয়া উছলিয়া পড়িতেছিল। বালি-

কার বয়স অল্প হইলেও হঠাৎ তাহাকে দেখিলেই যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়।

বালিকার পরিধানে একখানি সুন্দর সাড়ি। গায়েও অলঙ্কার মন্দ নাই। দেখিলেই বালিকাকে রূপবতী ও ধন-বানের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। বালিকার রূপ অলৌকিক স্বর্গচ্যুতা অপ্সরা বিশেষ, নচেৎ এত রূপ মানবের সম্ভবে না।

বালিকা একমনে ফুল তুলিতেছিল, সে আজকে সকলের অগ্রে সে আসিয়াছে। তাহার সম-বয়সী সঙ্গিনীগণ এখনও আসিতে পারে নাই। সে প্রত্যহই মনে করে, সে সকলের আগে আসিবে, কিন্তু তাহার মাতা অত প্রাতে তাহাকে ছাড়িয়া দেন না, সুতরাং সে কোন মতেই সকলের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না।

আজ তাহার মন বড় উদ্বিগ্ন থাকাতে, তাহার মাতার অজ্ঞাতসারে সে প্রথমেই পুষ্পোদ্যানে আসিয়াছে। আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া কেবল একমনে সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিতে লাগিল। এই সময় বৃক্ষ শাখায় একটি চটুল কোকিল কুহু কুহু রবে ডাকিয়া উঠিল। বালিকা একবার উপর পানে মুখ তুলিয়া চাহিল, অমনি ভয়ে কোকিল উড়িয়া গেল। বালি-কার কিছু ভাল লাগিল না, একমনে চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তার পর চিন্তা, গভীর চিন্তা, চিন্তার ইয়ত্তা নাই, ভাবিতে ভাবিতে বালিকা তন্ময় হইয়া পড়িল।

সেই সময় ভুবন বাবুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া একটী যুবক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং যেখানে বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল ; তথায় অতি ধীরে ধীরে যাইয়া, মৃদু স্বরে কহিলেন "এখানে কি দেখিতেছ লাবণ্য ?"

বালিকা চমকিতভাবে একবার আগন্তুক যুবকের প্রতি চাহিয়া লজ্জায় মুখ নত করিল। বালিকার এই ভাবদর্শনে যুবক বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন। হর্ষোৎফুল্ল বদনে যুবক কহিলেন "লাবণ্য ! অন্যদিন আমাকে আসিতে দেখিলে দূর হইতে তুমি কত হর্ষপ্রকাশ কর, আমাকে কত কথা জিজ্ঞাসা কর, আজ তুমি আমাকে দেখিয়া মুখ নত করিলে কেন ? আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে তোমাদের বাড়িতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া, তুমি এইখানে আসিয়াছ জেনে, এখানে আসিয়াছি। রমেশ দেখিলেন, লাবণ্যের মুখ বড় বিমর্ষ ; সে বড় ভীত হইয়াছে। স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন "লাবণ্য ! একি তুমি এত বিমর্ষ কেন ? তোমার মুখ খানি নিতান্ত মলিন তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে।"

লাবণ্যের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল ; লাবণ্য কথা কহিতে পারিলনা। রমেশ ব্যগ্রতার সহিত লাবণ্যের হাত ধরিয়া, স্নেহ মাখা স্বরে, বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "লাবণ্য ! কি হইয়াছে আমায় খুলে বল, কিজন্যই বা তোমার মনে এত কষ্ট, যদি আমার নিকট বলিলে তোমার কোন ক্ষতি না হয়, তবে আমাকে বল। তোমার কি হইয়াছে, কেনই বা এরূপ শুকাইয়া যাইতেছ।

লাবণ্য কোন কথা কহিতে পারিলনা। চকিতা ও বিস্মিতা হইয়া রমেশের পদ প্রান্তে বসিয়া পড়িল। ক্ষণেক পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া লজ্জা নম্র মুখে কহিল, "বলিব, বলিবার জন্যই তোমাকে আসিতে বলিয়াছি। আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানি। কোন দিন কোন কথা তোমার নিকট গোপন করি নাই, আজও করিব না।" লাবণ্যের চক্ষু জল ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, কণ্ঠের স্বর অস্পষ্ট হইল; বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া, ধীরতার সহিত বলিতে লাগিল, "বিশেষতঃ এখন যাহা বলিব, তাহা বলিতে আমি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এই বলিয়া লাবণ্য কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল। লাবণ্যের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া রমেশের তপ্ত অশ্রু গণ্ড বহিয়া, মুক্তা শ্রেণীর ন্যায় লাবণ্যের হস্তে ঝরিয়া পড়িতেছিল। লাবণ্যও কাঁদিল; উভয়ের অশ্রু জল, উভয়ের হস্তে পতিত হইয়া, যেন গঙ্গা যমুনা সঙ্গম হইল।

ক্ষণেক পরে, লাবণ্য আবার বলিতে লাগিল, "রমেশ! আমাদের বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তি, কিন্তু তোমার যেরূপ নির্ম্মল, পবিত্র, উচ্চ ও প্রেমময় হৃদয়; সেরূপ হৃদয় তোমাকে আমি দিতে পারিব কি? আমাকে নিলর্জ্জ ভাবিও না, ক্ষমা কর। আমার হৃদয় দুর্ব্বল, ও অন্যে অনুরক্তা। এই অনুচিত ভাব মনে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তোমার পত্নী হইতে পারিব না। এখন তোমাকে সমুদয় খুলিয়া বলিলাম—আমারও হৃদয়ের ভার কতক পরিমানে লাঘব হইল। ভরসা করি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে যাহাকে হৃদয় দিয়াছি তাঁর চরন ধ্যান করিয়া, বর্ত্তমান দুর্ব্ব-

লতা কালে দূর করিতে পারিব।” রমেশ ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,” সেই অনুরক্তির পাত্র কে?” লাবণ্য লজ্জাবনত মুখে বলিল, “প্রমোদ”।

রমেশ কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন কি চিন্তা করিলেন, তাঁহার প্রশান্ত বদন যেন কি এক স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইল। ধীরে ধীরে লাবণ্যের হাত ধরিয়া, অতি স্নেহময় স্বরে বলিলেন “লাবণ্য! ভগিনী, আজ আমি তোমাকে কয়টা কথা বলিব স্থির চিত্তে শোন, যখন তুমি আমাকে সহোদরের ন্যায় ভাল-বাস, আমিও তোমাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর মত স্নেহ করি, তখন আমাদের মধ্যে অন্য সমন্ধের প্রয়োজন কি? ভাই ভগিনীর চেয়ে প্রিয়জন এ জগতে আর কে আছে বোন? আমার বিবেচনায় যেখানে ভাই ভগ্নী ভাব, সেখনে পতি পত্নী ভাব স্থাপন করা অন্যায়। তাহাতে পূর্ব্ব সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। আমার নিকট ভাইও বোনের চেয়ে অধিকতর মধুর অন্য কিছুই বোধ হয় না, বিশেষতঃ এই কয়েক দিন যাবত যতই আমি বিবাহের বিষয় চিন্তা করিতেছি, ততই যেন বোধ হইতেছে, সংসারাশ্রম আমার প্রবৃত্ত উপযোগী নহে। অনাশক্ত ভাবে ভগবানের সেবাতেই জীবন নিয়োগ করার জন্য কে যেন আমার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে বলিয়া দিতেছে। তোমার প্রাণে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায়, আমি এতদিন কোন স্থির সঙ্কল্পে উপনিত হইতে পারি নাই, এখন আমার সংকল্প স্থির হইল; তুমি সুখি হইবে আমারও বিবেক প্রদর্শিত পথ উন্মুক্ত হইবে। ইহাপেক্ষা

আমার পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ? আর এক কথা। প্রমোদ, আমার আদরের বন্ধু তুমি আজ হইতে আমার সহোদরাধিক ভগ্নী হইলে, হৃদয়ের একধারে প্রমোদকে এবং মধ্য ভাগে সেই ভগবানকে রাখিয়া, আমার আনন্দের ও শান্তির সীমা থাকিবে না।' এই বলিয়া রমেশ অধিকতর উত্তেজনার সহিত লাবণ্যকে বলিলেন, "ভগিনী" লাবণ্য এসো, একবার পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে রমেশ দাদা, বলিয়া ডাক, আমি শুনিয়া সুখী হই।"

লাবণ্য রমেশের অমানুষি উচ্চতা দেখিয়া, এবং স্নেহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।

অনেক ক্ষন কিছু বলিতে পরিল না, পরে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইলে বলিল, "রমেশ দাদা তুমি দেবতা।"

রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রমোদ তোমার মনোগত ভাব অবগত আছেন কি ?"

লাবণ্য যে জন্য ডুবিয়া মরিয়া ছিল যেরূপে বাঁচিয়া ছিল, যেরূপ ভাবে প্রমোদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া ছিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে রূপ মনোভাব প্রমোদের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল, সমুদয় আদ্যোপান্ত রমেশের নিকট বিবৃত করিল। রমেশ. লাবণ্যের চিবুক ধরিয়া হাসি মুখে কহিলেন, "লাবণ্য ? বোন, উপযুক্ত পাত্রে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ। আমি যাহাতে শীঘ্রই তোমাদের উভয়ের মিলন হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব। রমেশ চলিয়া গেল। ক্ষুন্নমনে, অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লাবণ্য ফুলের মালা প্রদোষচন্দ্রকে

উপহার দিল। প্রদোষ চন্দ্র আনন্দের সহিত, 'লাবণ্য দিদির প্রদত্ত পুষ্পাহার সাদরে গ্রহণ করিল। যথা সময়ে রমেশ ভুবন বাবুকে সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। ভুবন বাবু শুনিয়া বিস্মিত ও তুঃখিত হইলেন। সমস্ত বুঝাইয়া বলায়, তিনি বুঝিলেন রমেশের পরামর্শই উত্তম যুক্তি অখণ্ড। ভুবনবাবু আনন্দময়ীকে সময় মত সমস্ত কথা জানাইতে ভুলিলেন না। অনন্দময়ী লাবণ্যের ভবিষ্যত ভাবিয়া আকুল হইলেন।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

---

### পরিচয়।

ভুবনবাবুর সংসারে থাকিয়া, লাবণ্যময়ীর আর একটী লাভ হইল; এবং ইহা তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তির কারণ হইয়া উঠিল। রমেশচন্দ্র লাবণ্যের সুহৃদ ও জীবনের একমাত্র শান্তির কারণ হইলেন। এখন জিজ্ঞাস্য রমেশ কে? রমেশ-চন্দ্র অমর পুরের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান; রমেশের পিতা মাতা কেহই বর্ত্তমান ছিলেন না। মা অনেক দিন হইল মরিয়াছেন। পিতা মরিবার সময়, ভুবনবাবুর হস্তে রমেশচন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষনের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। সেই অবধি ভুবনবাবুও রমেশকে পুত্রের ন্যায় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, এবং পুত্রাধিক আদর যত্ন করেন। ভুবনবাবু স্থির করিলেন রমেশের হস্তে লাবণ্যকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত

হইবেন। তাহা হইল না। ঘটনাচক্রে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল, মনুষ্য কাযের প্রস্তাব করে ঈশ্বর কার্য্য সম্পন্ন করেন ইহাই বিশ্বনিয়ন্তার কার্য্য কৌশল, এবং কর্ম্ম নৈপুন্যতা। রমেশ শান্ত প্রকৃতি ও গম্ভীর। বাল্যকাল হইতেই তাহার চিত্তে চঞ্চলতা বা দুর্ব্বলতা ছিল না। বাল্যকাল হইতেই স্থির ও শান্ত স্বভাব। বাল্য হইতেই তাহার ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ। দেখিলে বোধ হইত যেন তাহার হৃদয় অসার সংসার সুখের জন্য উন্মুক্ত নয়; যেন জগতের কোন অনুদ্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সচরাচর মানুষ যে সুখের জন্য লালায়িত, সচরাচর মানুষ যাহা সংসারের একমাত্র অবশ্য সম্পাদনীয় বলিয়া মনে করে, কিন্তু রমেশের হৃদয়ের গতি অন্যরূপ। হৃদয় প্রশস্ত, উদার ও মহৎ। কল্পনার দাস হইলেও, রমেশ সমাজ সংস্কারের জন্য বদ্ধ পরিকর। কি করিলে দেশের উন্নতি হইবে, কি করিলে সমাজ মার্জ্জিত ও সংশোধিত হইবে, বাল্যকাল হইতেই রমেশ চন্দ্র সেই সকল মহৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকিত। সমাজের প্রতি তাহার আন্তরিকটান। সংসার বিরাগী হইলেও, সমাজকে তিনি বড় ভাল বাসেন। সমাজের মঙ্গল সাধনে আপন প্রাণ ব্যয় করিতেও প্রস্তুত। দেশের আবাল বৃদ্ধ, সকলেরই স্থির বিশ্বাস, কালে রমেশচন্দ্র একজন প্রতিভাবান মহৎলোক হইবেন।” নির্ম্মল হৃদয়, সচ্চরিত্র যুবক লাবণ্যকে ভগিনীভাবে ভাল বাসিয়াই সুখি ছিল। এক্ষণে উভয়ের এক পবিত্র বন্ধন হইল। উভয়ে উভয়কে ভাই ভগিনী ভাবে পাইয়া, বিশেষ সুখী হইলেন।

ভ্রাতা ভগিনীসম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া উভয়ের অন্তরূপ শ্রী ফিরিল — যেন কি এক পবিত্রতা মহান উদ্দেশে দুটী হৃদয় অভিন্ন হইয়া মিশিল। রমেশচন্দ্রের হৃদয় নব বল সঞ্চারিত হইয়া জগতকে নূতন রূপে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়-কন্দরে, পবিত্র ভ্রাতৃভাব হৃদয়কে উন্নত ও উজ্জ্বলিত করিল।

ভুবনবাবুর সংসারে আর একটী দৃশ্য বড়ই মধুর। রমেশ ভুবনবাবুর পত্নী আনন্দময়ীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মা সম্বোধন কি মধুর; যে করে তারও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। যে শুনে তারও কর্ণবিবর শীতল হয়। যে মা বলিতে না পাইল তাহার জন্ম বৃথা, জীবন অন্তঃসার শূন্য। আশৈশব রমেশচন্দ্র আনন্দময়ীকে মায়ের মতই ভক্তি করেন। আনন্দময়ীও পুত্রের ন্যায় স্নেহ মমতা করেন। আনন্দময়ী স্বভাবতই সন্তান-বৎসলা। কখন কখন দেখা যাইত, আনন্দময়ীর কোলে মাথা রাখিয়া সন্তানের ন্যায় রমেশ তাঁহার পদপ্রান্তে শুইয়া গল্প করিতেছে। প্রদোষ মায়ের গলা জড়াইয়া অন্য পাশে হেলিয়া শুনিতেছে। আনন্দময়ী রমেশের এই ব্যবহারে, একেবারে গলিয়া যাইতেন।

পরের সহিত পরের ছেলে এতদূর করিতে পারে, ইহা বিশেষ গৌরবের কথা। আপনি অমানুষ হইলে, নিজের ছেলে পর হইয়া যায়, নিজের গুণে পরের ছেলে আপনার হয়! সংসারে সবই আশ্চর্য্যের কথা। ভুবনবাবুর সংসার উদ্যান স্বর্গের আদর্শ, সকলকে সুশীতল মলয় সমীরণে স্নিগ্ধ করিতেছিল। এই সুন্দর উদ্যানে, অলক্ষিতভাবে কীট প্রবেশ

করিল; সেই কীট, উদ্যানের সৌন্দর্য্য অপরিস্ফুট কুসুম-কোরক লাবণ্যকে অল্পে অল্পে ম্লান করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে, মৃদুগতিতে লাবণ্যের মনে একপ্রকার চাঞ্চল্য আসিয়া উপস্থিত হইল। লাবণ্য প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। যখন বুঝিল, নানা ভাব আসিয়া তাহার হৃদয়কে যুগপৎ আক্রমণ করিল। তাহার হৃদয় দিন দিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। লাবণ্য প্রমোদনাথকে ভালবাসিত, সেই ভালবাসা কি যেন কি এক নূতন ভাব ধারণ করিয়া আরোও গাঢ়, আরও চিত্তাকর্ষণকর করিয়া তুলিল। লাবণ্য বালিকা,—চেষ্টা করিয়াও সে ভালবাসর বেগ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। লাবণ্য রমেশকেও ভালবাসিত, কিন্তু সে ভালবাসা, সহোদরের প্রতি ভগিনীর যে ভালবাসা! দেবতার প্রতি ভক্তের যে ভালবাসা। লাবণ্য রমেশকে দেবতা বলিয়া জানিত। অন্য ভাব তাহার মনে স্থান পায় নাই। সাধ্যমতে লাবণ্য রমেশের সম্মুখে যাইত না, লাবণ্য জানিত, ভুবনবাবু রমেশের সহিত তাহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন, সে মনে মনে স্থির করিল "অদৃষ্টে যাই থাকুক, ভুবনবাবু রমেশের মনে কখনই কষ্ট দিবে না।" এই সকল ভাবিয়াই, লাবণ্য নির্জ্জনে ডাকাইয়া রমেশের নিকট পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত আপনার সমস্ত কথা ব্যক্ত করিল। উন্নতমনা দেবপ্রকৃতি রমেশও লাবণ্যের যাহাতে ভাল হয়, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

## বিবাহ-উৎসব।

কান্তিবাবুর একমাত্র কন্যা বিভার আজ বিবাহ। বৈশাখ মাস, ধরিত্রী নব ফুলে সজ্জিত। নব মল্লিকার গন্ধে দিক আমোদিত। বিবাহ উৎসবে, ফুল গন্ধে ও আনন্দে সমস্ত পুরী হাস্যমুখী। আজ ভারি গোল। চারিদিকে হই হই রই রই শব্দ। সকলেই বর দেখিতে ছুটিতেছে। কেহ ছাদে উঠিতেছে,কেহ বারাণ্ডায় যাইয়া ঝিলমিলির মধ্যদিয়া বর কোথায় বসিবে তাহাই দেখিতেছে। দাসদাসীরা সদর দরজায় ছুটিতেছে। আসর ফুল দিয়া সাজাইবার জন্য লোক নিযুক্ত রহিয়াছে এবং মনোমত করিয়া সাজাইতেছে। রাস্তার মাঝে মাঝে লতামণ্ডপ; মণ্ডপের কাছে কাছে চৌবে, দোবে, পাঁড়ে দ্বারবানেরা বুকের ছাতি ফুলাইয়া দণ্ডায়মান। গেটের মাথায় মাথায় লাল নীল নিশান পত্ পত্, ফর্ ফর্ শব্দে উড্ডীয়মান। বাটী প্রবেশের সদর রাস্তা, টুনি গেলাসের আলোয় আলোকিত। গৃহপ্রাঙ্গণ প্রভৃতি ঝাড় ও বেল লণ্ঠনের আলোয় উদ্ভাসিত। উজ্জল আলোকে ঝাড়ের কলমগুলি চিক্ মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঝাড়ের কলমগুলি হাওয়ায় দুলিতেছে, এবং কলমে কলমে ঠেকিয়া, ঠুন্ ঠুন্, ঝিনি ঝিনি, মধুর শব্দ শ্রুত হইতেছে। হলঘরখান উত্তমরূপে সজ্জিত। সেখানে বর আসিয়া বসিবেন, বর বসিবার স্থানের উপরে, বড় একখানা অয়েলপেণ্ট ঝুলিতেছে। মেজেয়, ভেলভেটের উপর

সল্‌মা চুমকির ফুল, পাতা, নক্ষত্র খচিত, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় মছলন্দ বিছানা তাহাতে আলোক পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, যেন নীল নভমণ্ডলে নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গৃহের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড বেলোয়ারী ঝাড়, বৈটকী সেজের বদলে বর যেখানে বসিবে তাঁহার সম্মুখে ইলেক্ট্রীক আলোর সেজ স্থাপিত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোর আভায়, ঝাড়ের রঙ্গিন কলমগুলি, চিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং চুনি পান্নার ন্যায় প্রতিয়মান হইয়া,দর্শকের চক্ষু ধাঁধাইয়া দিতেছে। আস্তাবলের উপর বৈদ্যুতিক আলো পড়িয়া, স্বর্গীয় আলোকছটা বাহির হইতেছে, যেন মেঘ অন্তরাল হইতে সৌদামিনী ক্রীড়াচ্ছলে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া হাসিতেছেন। দ্বারে দ্বারে সিল্‌কের পর্দ্দা দেওয়ালে বড় বড় বিদেশীয় ছবি বিলম্বিত। বরাসনের সম্মুখে একখানি প্রকাণ্ড দর্পন, সেই দর্পনের অপর দেওয়ালে দীর্ঘ অয়েলপেন্ট খানির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। প্রতিকৃতিখানি কান্তিবাবুর স্বর্গীয় পিতার সুন্দররূপে অঙ্কিত, হঠাৎ চাহিয়া দেখিলে, ছবি বলিয়া বোধ হয় না যেন সজীব মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া ভ্রম হয়।

কান্তিবাবু সৌখীন লোক; যেখানে যাহা রাখা আবশ্যক, তিনি তাহার ত্রুটি করেন নাই! নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা, বাড়ির গাড়ি, ঠিকা গাড়ি, কেহবা পদব্রজে, মধুমক্ষিকার ন্যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া জুটিতেছেন। গাড়ির ভিড়ে, পাল্কি প্রবেশের পথ নাই। বেহারাগণ "কঁড় কুছস্তি" করিয়া ঝগড়া করিতেছে, এবং কাঁধ বদলাইতেছে।

পাল্কীর সঙ্গের দ্বারবানগণ, ধমকে চমক লাগাইয়া, লোকের ভিড় কমাইতেছে। পাল্কি বেহারাগণ স্বাভাবিক স্বরে, "সড়া বড় ভারি, হুঁ হুঁ, ধুকুম ধাঁইরে, ধাই ধড়া ধড়্ বলিতে বলিতে পাল্কি বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে। বাবুর সুন্দর বন্দবস্ত; আমলাগণ ঠিকা গাড়ির ভাড়া চুকাইয়া দিতেছে, আইবড় ভাত আসার লোক বিদায় করিতেছে। নীচ প্রকৃতির লোকের এই সুবিধা—যেমন সুবিধা বুঝিতেছে ১৲ টাকা স্থলে ৩৲ লিখিয়া রাখিতেছে। আপনার আপনার লাভ অংশ, দস্তুরির বন্দোবস্ত লইয়া অনেকেই ব্যস্ত। আজ অবারিত দ্বার, বহুল রকমে, বহু ধন বিতরিত হইয়া বাবুর সুনাম প্রচারিত হইতেছে। কতক বা দান হইতেছে, কতক আত্মীয় স্বজন লুট করিতেছে। কান্তি বাবুর বাড়ির একজন প্রধান ভিয়েনকার ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার নাম শ্যামঠাকুর। তাহার উপর কান্তি বাবুর বড় বিশ্বাস তাঁহার ধারনা শ্যাম কখন কিছু চুরি করেনা। বিটলে বামুন, শ্যাম ঠাকুর চোরের সর্দ্দার, আপনি হাতে করিয়া কখন কিছু চুরি করিত না বটে, কিন্তু লোক দ্বারায় যত পারিত জিনিস লুট পাট করিত। বাবুকে দেখাইত সে বড় ভাল মানুষ; বাবুর বাড়িতে কখন সে প্রাণ থাকিতে চুরি করিতে দেয় না। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। কান্তি বাবুর স্ত্রী, শ্যাম ঠাকুরের চুরি, স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কিন্তু বাবুকে জানাবার উপায় নাই, কেননা শ্যাম ঠাকুর বাবুর অতি বিশ্বাসী, পাছে কিছু বলিলে বাবু গৃহিণীকে নীচ প্রকৃতি ভাবেন। সে বড় লজ্জার বিষয়; সেই ভয়ে গৃহিণী কেন

সকলেই শ্যাম ঠাকুরের চুরি দেখিয়াও বলিতে সাহস করিত না। আজ বিভার বিয়ে, শ্যাম ঠাকুরের একটী দাঁও, তার 'পোয়া বার'। বাবুর হুকুম, দশ হাঁড়ি পোলাও হবে, বিশ মোন জলপান হবে, শ্যামকে পায় কে? ছাতি ফুলাইয়া শ্যাম, দশ হাঁড়ির হুকুমে, কুড় হাঁড়ির ফর্দ্দ ধরিয়া লইল। সে জানিত গ্রীষ্মের দিন, কেহই পোলাও খাইবেন না, ছয় হাঁড়ি পোলাও তৈয়ারি করিয়া মজুত রাখিল, জলপান বিশ মোনের যায়গায় দশ মোন তৈয়ারি করিল মাত্র বাকি সরকারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া দাম আত্মসাৎ করিল। চুরির টাকা একলা নিতে পায়না, সকলকেই কিছু কিছু দিতে হয়, তা না হোলে সকলে ধরিয়া দিবে। চুরির ধন চিরকালই ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইতে হয়, সকলেরি মুখ বন্ধ। সাত চোরে মুস্কুরি বাঁটীয়া নিতেছে। বাটীর অনতিদূরে নহবৎখানায় নহবৎ বাজিতেছে। রোশনচৌকিওয়ালা সুন্দর সুন্দর রাগরাগিনী আলাপ করিতেছে। ভাট বাহ্মণের জয় জয় ধ্বনি উঠিতেছে। অন্দরে নিমন্ত্রিত রমণীগণ, নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। গৃহিনীর আত্মীয়ারা বিবাহের একমাস পূর্ব্বে আসিয়া অন্ন ধ্বংসাইতেছেন। নিমন্ত্রিত নবীনার দল, কেহ বরকে বিদ্রূপ করিবারি অভিলাষে ঢিল পাটকেল পুরিয়া পান সাজিতেছেন, কেহ কৃত্রিম খাবার তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত, আবার কেহবা লোককে নিজ সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের পায়ের মলের ঝম্ ঝম্, পাঁইজোড়ের ঝুমুর ঝুমুর শব্দে পাড়ার বেয়াড়া

ছেলেরা "পান পান," "জল জল," করিয়া মিছামিছি অন্দরে ঢুকিয়া যুবতীদিগের রূপসুধা পান করিয়া পলাইতেছেন। সেই অবসরে কোন কোন রূপসীরা আড়ঘোমটা টানিতে টানিতে একটু মুচকি হাসিয়া, নয়নবাণে অপরিচিত যুবকদিগের মস্তক ঘুরাইয়া দিতে ছাড়িতেছেন না। ঠাকুর দালানে কন্যা সম্প্রদান হইবে। যাহা কিছু দানসামগ্রী দেওয়া কর্ত্তব্য তদতিরিক্ত বহুতর জিনিস কান্তিবাবু দিয়াছেন। তৈজষপত্রে ঠাকুর দালান ভরিয়া গিয়াছে। ভুবনবাবু, আনন্দময়ী, প্রদোষচন্দ্র, লাবণ্যময়ী সকলেই নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। লাবণ্য আজ অতিরিক্ত সাজিয়া আসিয়াছে, পরিধানে একখানি মিহি বেনারসী ডুরে সাটি ও জরির কাজ করা জামা। গাত্রে আনন্দময়ীর নানাবিধ বহুমূল্যের জড়োয়া অলঙ্কার। লাবণ্যের রূপ আজ শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়া যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। এত সাজিয়াও লাবণ্য হর্ষিত নহে, তাহার মুখে বিষাদের ছায়া। নলিনী যেমন সন্ধ্যাসমাগমে ম্লান হইয়া আসে লাবণ্যের মুখকমল আজ সেই দশাপ্রাপ্ত, ক্রমেই মুখমণ্ডল মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া, রূপমাধুরি নিষ্প্রভ করিয়া দিতেছে। শঙ্কিতা লাবণ্য বহুকষ্টে মনেরভাব চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু মনের আগুন নিবাইয়া রাখিতে তাহার সাধ্য নাই। বিভা যে গৃহে কনে সাজিয়া, নিমন্ত্রিতা রমণীমণ্ডিত হইয়া বসিয়াছিল, ম্লানমুখি লাবণ্য ধীরে ধীরে সেই গৃহের একপাশে গিয়া বসিয়া পড়িল।

বিভা আজ নূতন সাজে সুজ্জিতা আজ তার প্রাণে আনন্দ, অধরে হাসি ফুটিয়া পড়িয়া বিকশিত শতদলের ন্যায় মুখখানি

চল চল করিতেছে। রজনী জ্যোৎস্নোময়ী, চাঁদের অলোয় ফিনিক ফুটচে। ঘরে চাঁদ, বাহিরে চাঁদ, পাতায় চাঁদ, লতায় চাঁদ, ফুলে চাঁদ, অঙ্গনে চাঁদ, প্রাঙ্গনে চাঁদ, বিভাব মুখে চাঁদের আলো পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। বিভার মুখের কাছে আজ চাঁদ বেচারাও হীনপ্রভা। গাছে গাছে, পাতায় পাতায় সকল স্থানে জ্যোৎস্না পড়িয়া পৃথিবী সমুজ্জ্বলা, প্রকৃতি সমুজ্বলা। চাঁদের আলোয় জগৎ হাসিতেছে। গাছে গাছে ফুল ফুটিয়া সুন্দর শোভা ধারন করিয়াছে। মৃদু মন্দ সমীরণে প্রাণ মাতোয়ারা; কেবল দিনকর বিহনে নলিনী হীন প্রভা জগৎ হাস্য মুখারিত! সকলই সুন্দর, সকলই স্নিগ্ধ, নয়ন তৃপ্তি কারি এবং আনন্দময়।

বিভা চন্দনে চর্চ্চিতা; ফুল মালায় বিভূষিতা। পরিধানে বেনারসী সাটী, গাত্রে হীরার গহনা; অঙ্গস্থিত গহনায় আলো পড়িয়া, তাড়িতালোকের ন্যায় জ্যোতি বাহির হইতেছে, আলোকচ্টা, ক্ষন প্রভার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

বিভার পায়ে আজ শুধু মল নহে আজ তাহার চারু চরণ প্রান্তে অলক্তের সহিত নুপুর, তাহার কি মধুর রুনু রুনু, ঝুমুর ঝুমুর শব্দ। বিভা আজ গহনার ভারে এমন কি নড়িতে চলিতে পারিতেছেনা, একেই গরবিনী, তাহাতে আজ তাহার আনন্দ গর্ব্বিত বক্ষস্থল, আরো স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। আজি চলনের ভঙ্গিমাই স্বতন্ত্র, মেয়েকে হীরার গহনা দেওয়া হইয়াছে, মহামায়া অহঙ্কারে ফুলে উঠেছেন, হাঁকে বাড়ি ফাটাইতেছেন। সকলকে শুনাইয়া নানা প্রকার বড় মানসী

ছড়াইতে ব্যস্ত। তোষামোদ কারিণীগন, বিশেষ পযোক্তা করিতে ব্যস্ত। আনন্দময়ী নীরব; ননন্দার এইরূপ ব্যবহারে তিনি আন্তরিক চটা। লাবণ্য ময়ীর কথা ভাবিয়ায় আকুল তিনি তাহাকে বাটীতে একা রাখিয়া আসা অসম্ভব; কাজেই সঙ্গে আনিতে হইয়াছে, লাবণ্যের মলীন মুখের প্রতি চাহিতেও তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কি করিবেন আজ তাঁহার হরিষে বিষাদ! আত্মীয়ের শুভ কর্ম্মে যোগদান না করিলে চলে না আবার নিজের ভালবাসার পাত্রির কষ্ট; স্বচক্ষে দেখাও কষ্ট। সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও চাপিয়া রাখিতে হইতেছে বিষম সমস্যা। তিনি সামান্য সাজে সজ্জিতা। আনন্দ উৎসবে সকলেই উল্লাষিত। কেবল আনন্দময়ী বিষাদ ময়ী। তাঁর অন্তরে অণুমাত্রও সুখ নাই। লাবণ্য! কনক প্রতিমা লাবণ্য! আজ বিষাদ প্রতিমার ন্যায় মলিনা, তাহার মুখ ক্রমেই শুকাইতেছে দেখিয়া আনন্দময়ী মনে মনে ভিত হইতেছিলেন।

আনন্দ ময়ীর শঙ্কার সীমা নাই যদি প্রমোদ নাথ লাবণ্যকে কোন রূপে চিনিতে পারে তা হইলে একটা কাণ্ড ঘটিবে, কি সর্ব্বনাশ!" লাবণ্যকে কেমন করে স্থানান্তর করবেন ভাবিয়া আকুল। শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হইলেই বাড়ি প্রস্থান করিবেন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া রাখিলেন।

বিভা আজ চন্দ্রমার ন্যায় নক্ষত্র মণ্ডিত হইয়া বসিয়া আছে। নক্ষত্রের মালা নবীনার দল, এক একবার অঙ্গ দোলাইয়া, আপন আপন বসন ভূষণ ঠিক করিয়া লইয়া

বসিতেছেন। লাবণ্যময়ী একধারে কাষ্ঠপুত্তলীর মত নির্ব্বাক নিস্পন্দ বসিয়া আছে। বিভা আপনার রূপের আলোকে, আপনিই বিভোর, রূপ গরিমার বশে কেবলই ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছে। এক একবার এপাশ, ওপাশ বদলাইয়া বসিতেছিল। বিভার চঞ্চলতা দেখিয়া একজন নবীনা বলিলেন বিভা, তোমার কি বোসে থাকিতে কষ্ট বোধ হচ্ছে।" তদুত্তরে বিভা মৃদুস্বরে কহিল, "অনেকক্ষণ এক যায়গায় বোসে থাকা আমার অভ্যাস নেই সেইজন্য বড় পা ধরিয়াছে, আরও চন্দনে বড় কপাল চচ্চড় করিতেছে। নবীনা বলিলেন, "তুমি একটু বেড়াওগে যাও।" বিভা এতক্ষণ উঠিবে কিনা ভাবিয়া ইতঃস্তত করিতেছিল, নবীনার নিকট অভয় পাইয়া বড় আনন্দ হইল ও সে সকলের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। উঠিতে পাইয়া যেন স্বর্গ হাতে পাইল। বিভাকে বেড়াইতে দেখিয়া একজন আত্মীয়া ( বিভার দূর সম্পর্কে ভগিনী ) বিভাকে কহিল বিভাদিদি! তোমার কান্না পাচ্ছে না? কাল তোমায় শ্বশুর বাড়ী চলে যেতে হবে, এখানে আর আটদিন আসিতে পাবে না।" বিভা হাসিয়া কহিল, বেস্‌তো নাই বা এলুম। বিভার বিদ্রূপকারিণী ভগিনী বুঝিল বিভাদিদির খুব বর পছন্দ হইয়াছে তাই বোধহয় শ্বশুরবাড়ী যাইবে বলিয়া দুঃক্ষু নাই। প্রদোষচন্দ্র সেইখানে দাঁড়াইয়াছিল, বিভার কথা শুনিয়া বালক প্রদোষচন্দ্রও হাসিয়া ফেলিল। বিভা মৃদুমন্দ গমনে গৃহের মধ্যে বসিল। এমন সময় 'বর আসিতেছে, বর আসিতেছে' গোল উঠিল, নবীনা প্রবীনা সকলেই দৌড়াদৌড়ি

গিয়া ছাদে উঠিলেন,কেহ কেহ ছাদে উঠিতে অক্ষম, ঝিল্‌মিলির বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। ঝি, চাকরেরা ছুটাছুটি করিতে লাগিল। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। সকলেই বলিল এমন ধুম কোরে কোনও বর আসিতে দেখি নাই, কান্তিবাবুর মেয়ের কল্যানে আজ দেখিলাম। আহা! মেয়েটীর আজ জন্ম সার্থক, আমাদেরও চক্ষু সার্থক হইল।" কান্তিবাবুর বাটির গাড়ি বারান্দা এবং ছাদ লোকের ভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে-ছিল। খুব সমারোহ করিয়া বর আসিতেছিল। ইংরাজি ব্যাণ্ড, রোশনচৌকি, ইটালিয়ান লেডির ব্যাণ্ড। দোধারি খাস গেলাসের বাঁধা রোশনাই, আশা শোটা ধারি অগণিত দ্বারবান বরের সম্মুখে সম্মুখে ময়ূরপঙ্খি, তাহার উপর নাচ হইতেছে। নানাবিধ কৃত্রিম সং, যথা—হাতির উপর হাওদা, সাহেব বিবির নাচ, ঘোড়া, উঁট, বাঘ, বানর, হনুমান, বৃহৎ বৃহৎ রাক্ষস, রাক্ষসী, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুতর পরিচ্ছদ পরিহিত অসংখ্য বরযাত্র শ্রেনী, পিপিলিকা শ্রেণীর ন্যায় চলিয়াছে। এইবার বরের গাড়ি দেখা গেল। চারটী শ্বেত অশ্ব যোজিত বৃহৎ ফিটন গাড়িতে বর সমাসীন। বরের পরিধানে, কারু-কার্য্যময়, বহুমূল্যের ভেল্‌ভেটের পরিচ্ছদ। মস্তকে, হীরা পান্না বসান শিরপ্যাঁচ যুক্ত মোগলাই পাগড়ি। দশ অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরী। গলায় মুক্তার শেলি এবং পান্নার কণ্ঠি শোভা পাইতেছে। গাড়ির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, দুইজন বালক চামর ঢুলাইতেছে। ঘোটক চতুষ্টয়ের সাজ সজ্জা সোনার ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সহিস, কোচম্যান, দ্বারবান, সকলেই

জরির পোষাক পরিয়া, গোঁফে চাড়া দিয়া, গাড়ির আশে পাশে বরকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, যেন তাহারাই এক একজন বর। দলবল বাড়ির নিকট হইতেই, সকলে অগ্রসর হইয়া গেলেন। সর্ব্ব অগ্রে ভুবনবাবু কুমুদনাথকে অভ্যর্থনা করিয়া, উপরে লইয়া আসিলেন। তাহার পরে বরের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল; কান্তিবাবু ও প্রদোষ চন্দ্র বরের হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইলেন। অন্য অন্য লোকে বরযাত্রিদিগের অভিবাদন অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। সকলে হলে গিয়া বসিলেন। বরের একহাত কান্তিবাবু ও অপর হস্ত প্রদোষচন্দ্র ধরিয়া উপরের হলে আনিয়া বসাইলেন। অমনি চারিধারে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি হইতে লাগিল। লোকের কোলাহলে, বাড়ি মাতাইয়া তুলিল। স্ত্রীলোকগণ ক্রমাগত হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। বরের একজন বন্ধু এই বিবাহ উপলক্ষে একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন, ছাপার কাগজ সকলকে এক একখানি উপহার দিতে লাগিলেন। কবিতাটী এই :—

"আজি শুভদিনে বহিছে মলয়, গাহিছে বিহগদল।
চাঁদের কিরণে উজলে গগন, উজলে ধরনীতল।
সহকার কোলে দোলে মাধবিকা নবীন প্রণয় ফুটিছে।
হরষে বিভোর নয়নযুগল, কপোলে কিরণ পড়িছে॥
এস এস সখা, এস দুইজনে, নয়ন জুড়ান মনি।
দেখিয়া দেখিয়া জুড়াক নয়ন, আনন সুধার খনি।
প্রণয় বাঁধনে বাঁধিয়াছ হিয়া দুজনে পরশ পরে,
চিরদিন তরে কাটাতে জীবন পরম হরষ ভরে।

প্রণয় রতন লভে যেই জন, সেই জন সুখি অতি,
প্রণয় ঘুচায় প্রণয় আঁধার, প্রণয় প্রাণের জ্যোতি।
হরষে আকুল প্রণয়ী যুগল, হরষে প্রাণ,
গাওরে বিহগ যে আছ যেথায়, গাওরে আনন্দ গান॥

কন্যার পক্ষ হইতেও, কবিতা রচনার ক্রটী হয় নাই। এক খণ্ড কাগজ বিতরণ করা হইল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

যুবক যুবতি পাশে,
প্রণয়-আলাপে ভাসে,
মধুর অনিল বহে—
প্রেম আকিঞ্চনে রে!
যুবতী যুবক সনে,
সুখ প্রেম আলিঙ্গনে,
মিলাইল সুধার প্রেম
আজি বিল্লবতী রে!
হাসিল তারকা মালা,
গগন করি উজ্জলা,
হাসিল অপ্সরা বালা
ললিত প্রেমেরি তরে॥"

ইংরাজি প্রথা দেখিয়া, কেহ কেহ হাসিলেন, কেহ বা কবিতা রচনা কারির প্রসংসাবাদ করিলেন। কন্যাপক্ষের লোকেরা, কেহ বরযাত্রদিগের গায়ে গোলাপজলের পিচকারি দিতে লাগিলেন, কেহ সোনালি তবকযুক্ত মিঠে পানের খিলি

ধরিতে লাগিলেন, কেহবা সকলের গলায় যুঁইফুলের গোড়ে মালা পরাইয়া দিতে লাগিলেন।

বিবাহের লগ্ন নিকটবর্ত্তী, পুরোহিত মহাশয় কান্তিবাবুকে ইঙ্গিতে কহিলেন, "বর লইয়া আসুন ; লগ্ন উপস্থিত। আবার গোল উঠিল, আবার অন্দরে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি হইতে লাগিল

যথানিয়মে বিবাহ আরম্ভ হইল ; নবীনা এয়োগণ, বরণডালা, শ্রী জলের ঘটি লইয়া, সাতপাক ঘুরিয়া শ্রীআচার করিলেন। কন্যা সম্প্রদান করিয়া কান্তিবাবু উঠিয়া গেলেন তখন সকলে উলু দিয়া, বরকন্যাকে বাসরঘরে লইয়া আসিলেন এবং বর ও কন্যাকে বসাইয়া, যৌতুক খেলা হইতে লাগিল লাবণ্য গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল ; দাস দাসীরা চীৎকার করিয়া উঠিল আনন্দময়ী ও মহামায়া ছুটিয়া আসিলেন। তাড়াতাড়ি জলের ঝাপটা দিতে লাগিল।

মহামায়া, ( ভ্রাতৃজায়ার প্রতি ) বউ, এ মেয়েটীর কি হিষ্ট্রীরিয়া আছে নাকি ?

আনন্দময়ী হয়তো হিষ্টীরিয়া ছিল, কিন্তু আমাদের বাড়িতে একদিনও হয় নাই। "মহামায়া মুখ ঘুরাইয়া, বৃহৎ মুক্তার নথ নাড়িয়া কহিলেন, "কোথা থেকে তুমি একটা মির্‌গিরোগা মেয়ে সঙ্গে আনিয়াছ। তুমি, ওটাকে ভাই আর কখন সঙ্গে আনিও না।

আনন্দময়ীর মুখ গম্ভীর হইল ; ভাবিলেন লাবণ্যকে আনিয়া ঝক্‌মারি করিয়াছেন। কিন্তু মহামায়ার কি অভদ্রতা।

উপায়ন্তর না দেখে রাগ সম্বরণ করতে হলো। একজন খানসামা, গোলাপজল আনিয়া দিল। আনন্দময়ী ও একজন পরিচারিকা লাবণ্যকে ধরাধরি করিয়া একটা নির্জ্জন ঘরে বিছানায় শোয়াইলেন। পরিচারিকা বাতাস করিতে লাগিল. আনন্দময়ী নিজের কোলে লাবণ্যের মস্তক লইয়া গোলাপ-জলে তাহার মাথা শিক্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার যত্নে, লাবণ্যেরা চেতনা সঞ্চার হইল। আনন্দময়ী ভাবিতে লাগিলেন ভুবনবাবু ও মহামায়ী এক মায়ের পেটের ভাই বোন কিন্তু উভয়ে ভিন্ন প্রকৃতির কেন হয়।

---

## নবম পরিচ্ছেদ।

### বাসর জাগা।

নবীনা ও প্রবীনাগণ, বাসর জমকাইয়া বসিয়াছে. সকলেই বর ও ক'নেকে লইয়া, ঠাট্টা তামাসায় নিযুক্ত।

লাবণ্য এতক্ষণ সঙ্গাশূন্য হইয়া আনন্দময়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়াছিল, জ্ঞান সঞ্চার হইলে চাহিয়া দেখিল নিকটে আর কেহই নাই, কেবল সেই জননী সদৃশা আনন্দময়ী, তাহার শিয়রে বসিয়া আছেন। লাবণ্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিল- এই সংসার, এই তো ভালবাসা! সব ক্ষণিক, সব

অলীক, ভালবাসা কুহেলিকা মাত্র; না হইলে প্রমোদ এত শীঘ্র সব ভুলিলেন কিরূপে? আদি অন্ত সমস্ত কথা স্মৃতি-পথে উদিত হইয়া লাবণ্যের চক্ষে জল বাহির হইল। অশ্রু-জল, অজানিতভাবে, আনন্দময়ীর পদপ্রান্তে পড়িল; আনন্দ-ময়ী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, লাবণ্যের বেদনা ক্লিষ্ট মুখখানি তুলিয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন, "ছি, মা, কেঁদনা, সব সহ্য করিবার জন্যই রমণীর জন্ম।"

আনন্দময়ীর কথা, লাবণ্যের বুঝিতে বাকি রহিল না। বহু কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া, নীরবে নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল।

বাসরঘরে স্ত্রীলোকেরা কথায় কথায় লাবণ্য কোথা প্রশ্ন করিল। নামটী প্রমোদনাথের বেশ লাগিল কার নাম তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেন—সফল হইলেন না। ভাবিলেন সুবিধামত স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবেন গভীর রাত্রে অন্যান্য সকলে চলিয়া গেলে বিভাকে বলিলেন "তুমি আমার সঙ্গে কথা কবে না? বিভার লজ্জা সরম কিছু কম—শিক্ষিত সমা-জের উপদেশ এবং আদর্শ অনুকরন। বিভা বলিল, "কি কথা কহিব?"

প্রমোদনাথ বুঝিলেন, বিভা বেশ একটু বেহায়া, তা' না হোলে, বিয়ের ক'নে কি এক কথায় কাথা কয়?" মনের ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা, ঐযে সকলে, লাবণ্য লাবণ্য করিতেছিলেন, লাবণ্য তোমার কে? কৈ তাঁকে তো দেখিলাম না।"

স্বামীর কথায় বিভা হাসিয়া ফেলিল, হাসিয়া কহিল, "কেন, তাহাকে কি দরকার ?

প্রমোদনাথ বিদ্রূপে অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, না, তা নয়, তিনি তোমার কে হন্ তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি !

বিভা হাসিয়া বলিল--তিনি আমার বোন !

প্রমোদ। তিনি তোমার কিরূপ বোন ?

বিভা। বোন আবার কিরূপ ?

প্রমোদ। বোন বুঝিলাম। কিন্তু কিরূপ বোন ? নিকট আত্মীয়, না দূর সম্বন্ধে বোন ?

বিভা। "কেন বল দেখি ? অত খবরে তোমার আবশ্যক কি ?"

প্রমোদনাথ বিভার বাচালতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন তথাপি কহিলেন, "জিজ্ঞাসা করিলেও কি দোষ হয়?"

বিভা বিরক্ত হইল। স্বামির মুখে অন্য রমণীর কথা কোন স্ত্রীরই বা ভালো লাগে ! কথা চাপা দিবার নিমিত্ত মান করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

প্রমোদনাথ মস্কিলে পড়িলেন, বিবাহের রাত্রিতে স্বামী স্ত্রীর মান অভিমান বড় অন্যায় ও বিসদৃশ। আসল কথার তত্ত্ব না পইয়া ফাঁপরে পড়িলেন। কি করিলে বিভা কথা কহে, ভাবিতে লাগিলেন।

স্বামী স্ত্রীর অভিমানে যাহা হয়, তাহাই হইল অভিমান ভাসিয়া গেল।

প্রমোদ সস্নেহে, বিভার মুখখানি তুলিয়া কহিলেন, "বিভা

তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ ?" বিভা স্বামীর আদরে সব ভুলিয়া গেল ; সোহাগে গলিয়া কহিল, আমি তোমার দাসী তোমার উপর কি আমার রাগ করা সাজে ?"

পরে বিভা কহিল, তুমি যা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, সে কথার উত্তর এখন দিই ?

প্রমোদ ( কৃত্রিম অভিমানে ) না, আর তোমার বলিয়া কাজ নাই, আবার তো মান করিবে ? তখন মান ভাঙ্গাইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে।"

বিভা স্বামীর মনোগত ভাব বুঝিল জিজ্ঞাসা না করিতে, আপনা হইতেই বলিল, "লাবণ্যকে মামা কুড়িয়ে পেয়েছেন সেই জন্য আমরা তাকে দিদি বলি।

পথিমধ্যে সর্প দেখিলে, পথিক যেমন স্তম্ভিত ও চমকিত হয়, বিভার কথায় প্রমোদনাথ তেমনি চমকাইয়া উঠিলেন যেন কোন দূর আশার প্রতিধ্বনি তাহার অন্তরে ধ্বনিত হইল ; আশ্বাসিত হইয়া ব্যাগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার লাবণ্য দিদিকে তোমার মামা কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছেন ?"

বিভা। মামা তাকে জল থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন।

প্রমোদনাথের মাথার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল ; অব্যক্ত যাতনায় হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। লাবণ্য যে কে তা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। "তথাপি সন্দেহ হইল !" যদি আর কেহ হয়। যতক্ষণ নিজের চক্ষে না দেখিতেছেন ততক্ষণ চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিতেছে না।

থাক্, আর সে কথা ভাবিয়া মন খারাপ করিবার দরকার কি। বার বার বিভাকে জিজ্ঞাসা করিলে সেই বা মনে কি করিবে। নানারূপ সন্দেহ হতে পারে। পরের কথা তুলিয়া, নিরপরাধী বেচারাকে কষ্ট দিয়া কি লাভ। প্রমোদের হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল; কিন্তু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। আপনার বাহুলতায়, নব বিবহিতা বিভাকে বেষ্টিত করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভুত হইলেন।

## দশম পরিচ্ছেদ।

### শ্বশুরালয়ে।

বিভা শ্বশুর বাড়ি আসিয়াছে। সকলের সঙ্গে বেশ আলাপ পরিচয় হইয়াছে। শশ্রূ ঠাকুরাণী বধূকে আন্তরিক ভাল বাসিয়াছেন। স্বামীর সহিত বিবাহের রাত্রেই পরিচয় হইয়া গিয়াছে। বিভা জানিয়াছে, স্বামী তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসেন। এরূপ ভালবাসা লাভ অন্যের ভাগ্যে হয় না।

প্রমোদ নাথ বিভাকে ভাল বাসিবেন তাহার বিচিত্র কি? পুরুষ ভ্রমর সকল ফুলের আস্বাদ লইবার জন্যই তাহার জন্ম। পুরুষ সকল ফুলেই অনুরক্ত। কমলের মধু লুটিয়াছে বলিয়া কি কুমুদের মধু পানে ক্ষান্ত থাকিবে। জলেতে কমল শুকাইলে, ভ্রমর কি চিরকাল কাঁদিয়া বেড়াইবে? কখনই নহে। কমল শুকায়, শুখাইয়া থাক কুমুদের মধু পানে ভ্রমর কেন বিরত থাকিবে। ভ্রমর কোন জবাবদিহির ধার ধারে না।

পুরুষ দশ জন রমণীর প্রেমে অনুরক্ত হইলেও পতিত হয় না, আর রমণী স্বামী ভিন্ন অপরের প্রতি চাহিলেও পতিত ইহাই কি বিধাতার নিয়ম ?

প্রমোদ নাথ বিভাকে ভাল বাসেন, কিন্তু সুষমা পত্নী হইলে যতদূর ভালবাসা হইত বিভাকে তত দূর ভালবাসিতে পারিলেন না।

বিভা বালিকা; সে স্বামীর ভালবাসা পাইয়া মুগ্ধ। পিত্রালয়ে থাকিতে, বিভার মনে রূপের গরিমা প্রবল ছিল, শ্বশুরালয়ে আসিয়া তাহার বিপরীত হইয়াছে। গুণবান স্বামীর সহবাসে ও আর আর সকলের সরল ব্যবহারে বিভার প্রকৃতি নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। তাহার উদ্ধতস্বভাব চলিয়া গিয়াছে। পিত্রালয় হইতে লইতে আসিলে, বিভা যাইতে চাহিত না, তাহার এক দণ্ডের স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। কখন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বাহিরে গেলে, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিত। বিভা জানিত না যে, তার মাথার উপর শাণিত কৃপাণ ঝুলিতেছে, কখন মস্তকে পড়িবে দাম্পত্য প্রণয়ে, পবিত্র ভালবাসার ভাগ বসিবে; প্রিয়তম বস্তু; অন্যের হইবে। আপনার সর্ব্বনাশ সে আপনিই করিয়াছিল, বিবাহের রাত্রে স্বামীর নিকট অকপটে হৃদয় দ্বার মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছে। অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, লাবণ্যের পরিচয় স্বামীর নিকট অকপটে বলিয়াছে। জানিত না যে, লাবণ্যরূপী কাল সর্প তাহাকেই দংশন করিবে। লাবণ্যকে ঘৃণিত, হেয় ও নীচ, প্রতিপন্ন করিবার জন্য, সত্য ঘটনাই

বলিয়া ছিল, সে বুঝিতে পারে নাই যে, সেই বিষলতা কে। স্বামীর হৃদয়ে প্রেমাঙ্কুর বপন হইতে না হইতেই তিনি অন্যের হইবেন, ইহাই তাহার অদৃষ্ট লিপি। প্রমোদনাথ, বিভার ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া, লাবণ্যের জন্য, লাবণ্যের ভালবাসা পাইবার জন্য লালায়িত। লাবণ্যের পরিচয় শুনিয়াই প্রমোদনাথের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছে। একবার চক্ষে দেখিলে সন্দেহ মীমাংসা হইবে কিন্তু কি রূপে দেখা হইতে পারে সেই ভাবনা প্রবল হইতে লাগিল। হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে, অন্তরস্থিত দেবতা যেন প্রমোদকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন অপেক্ষা কর, তোমার অসম্পূর্ণ বাসনা পূর্ণ হবে। কমলও সুন্দর, কুমুদও সুন্দর; তোমার হৃদয় সরোবরে, শীঘ্রই উভয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে। নিশ্চিত হও, আশা মানবের প্রাণ; আশায় মানব জীবিত থাকে।

একদা প্রমোদনাথ ও বিভা আপন গৃহে বসিয়া আছেন, হাসিতে হাসিতে বৌঠাকুরাণী তথায় উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহাকে গৃহের মধ্যে দেখিয়া, প্রমোদনাথ লজ্জিত হইয়া, বিভার নিকট হইতে সরিয়া বসিলেন, বিভাও দিদিকে মান্য করিয়া খোঁপার উপর একটু খানি বস্ত্রাঞ্চল তুলিয়া দিল। বিভাকে মাথায় কাপড় দিতে দেখিয়া, বৌঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন," ছোট বৌ, তোমার অমন ঘোমটা দিতে কে শিখাইয়াছে ভাই ?"

বিভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল "কেহই না।"

প্রমোদনাথ বলিলেন, "বৌঠাকরুন ওটুকু মাথায়

কাপড় দেওয়া, কেবল মাত্র তোমার মান্য রক্ষে, তুমি যদি রাগ কর, তোমায় অমান্য করিতেছে।

অত কথা বিভার যোগাইলনা, সে স্বামীর কথায় বিশেষ আনন্দিত হয়ে বড় জার হাত ধরিয়া বসাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু তিনি বসিলেননা। হাসিয়া বলিলেন, "না, থাকুক ঢের—হয়েছে ভাই, আর বসিয়া কাজ নাই; তুমি বসাইতেছ, আর একজন মনে মনে বোধ হয় চটিতেছেন।"

প্রমোদনাথ ভাতৃজায়ার অঞ্চল ধরিয়া কহিলেন, বসিবেনা কেন? আমাকে চটিতেই বা কখন দেখিলেন, আমি কি কিছু বলিয়াছি—

বৌঠাকুরাণী কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া কহিলেন, তবু ভালো যে এতো ভাব হয়েছে, কথায় বলে, "পড়লো কথা হাটের মাঝে যার কথা তাঁর গায়ে বাজে।" তোমার দেখছি যে তাই। তুমিই বা জানিলে কিরূপে যে, আমি তোমাকেই বলছি। বিভা বৌঠাকুরাণীর হাত ধরিয়া জোর করিয়া বসাইল, আপনিও বসিল।

বিভা "দিদি তোমার ভাই, সব কথায় আমায় অমন কোরে কি লজ্জায় ফেল্‌তে হয় ভাই? আমি ভাই তোমার ছোট বোন, আমাকে সব শিখিয়ে দেবে না, তুমি ভাই, ঠাকুরঝিদের দিকে হয়ে আমার নানা কথা বল, তাতে ঠাকুঝিরা হেসে গড়িয়ে পড়েন। মনে কর ভাই আমি— বিভার অভ্যাস সকল কথায় ভাই ভাই বলা, প্রমেদ নাথ সেই জন্য সব সময়েই ঠাট্টা করিতেন, সময় পাইয়া বলিলেন," বৌ-

ঠাকুরুণকে সব সময় যদি ভাই বলবে, তবে দিদি বলা কেন ?”

বোঠাকুরাণী হাসিতে লাগিলেন। বিভা নিম্নস্বরে বলিল আমি কখন আবার দিদিকে ভাই বলিলাম ?

প্রমোদ। “ভাই” শব্দের ছড়া দিলে।

বিভা রাগের ভাণ করিয়া যাও, সব কথায় অমন ধারা ভুল ধরলে আমি আর কারু সঙ্গে কথা কহি না।

প্রমোদনাথ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বিভা বড় সৌখীন ভাব এদিককার চুল ওদিক হইবার যো নাই। রাত্রিদিনই সাজ সজ্জা লইয়াই আছে। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। চুল একটু খারাপ হইলেই তৎক্ষণাৎ আরসি লইয়া সেটী ঠিক করিয়া লইতে ব্যস্ত হইত। আরসীর কাছে দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিত, কেমন দেখাইতেছে। কাপড় একবারের বেশী দুইবার পরিত না। সকলেই হাসিতেন, কিন্তু প্রমোদনাথ নিজে কিঞ্চিৎ সৌখিন, স্ত্রীর এইরূপ আচারে রাগ করিতেন কিম্বা হাসিতেন না। পাছে চুল খারাপ হয় এই ভয়ে বিভা মাথায় কাপড় দিতে বড় কুণ্ঠিত, কিন্তু কি করিবে শ্বশুর বাড়ী, তার বড় জা সর্ব্বক্ষণই মাথায় কাপড় দিয়া থাকেন, কাজেই অনিচ্ছাসত্বেও বিভার মাথায় কাপড় না দিলে চলে না। বাপের বাড়ীতে মাথায় কাপড় দেওয়া কাহারও অভ্যাস থাকে না, কেহ কেহ আবার বলেন মাথায় সর্ব্বক্ষণ কাপড় দিলে মাথা গরম হয়, কিন্তু শ্বশুর বাড়ীর কথা স্বতন্ত্র, শ্বশুর বাড়ীতে একটু মাথায় কাপড় না দিলে নয়, তাই দায়ে পড়ে কেবল মাত্র খোঁপার উপর সামান্য একটু

কাপড় থাকিত। বিভা রাগ করে বাহিরে উঠিয়া গেল।

প্রমোদ।- রাগ দেখলে বউ ঠাকরুণ! আমার উপর বড় চটিয়াছেন।

বউ ঠাকরুণ। ভয় হয়েছে নাকি? তবে না তুমি বল ভয় কর না! যাই বল্ল ভাই দেখছি বিভা বড় রাগি, এক কথায় চটে যায়। একি রকম, ঠাট্টা তামাসা বুঝে না। আহা সুষমার অনেক গুণ ছিল।

প্রমোদনাথের অন্তর ফাটিয়া চক্ষে জল দেখা দিল; বলি-লেন সে কথা তুলে কেন আর আমায় ব্যথা দাও। আমি বিবাহ করিতে চাহি নাই, তোমাদেরই অনুরোধে করেছি-এখন আর লজ্জা ও কষ্ট দিও না।

বৌঠাকুরাণী অপ্রতিভ হইয়া ভাবিলেন, সুষমার কথা বলা ভাল হয়নি। আমাদের অনুরোধেই বিবাহ করেছে। আমি মলে স্বামী কি বিবাহ করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন, তাকে ভাল বাসিবেন। অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন; ছোট ঠাকুরপো মনে কিছু কোর না, আমি না বুঝে বলে ফেলেছি তুমি ও কথাটা ভুলে যাও।

প্রমোদ। না বউ ঠাকুরুণ ওকি কথা সুষমাকে ভুলিতে পারিব না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অন্যের মনে কষ্ট দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে। ফল কথা তাহাকে ভুলিতে পারা আমার সাধ্য নহে, যদি কখন তাহার সঙ্গে দেখা হয়, তবেই এ ছার প্রাণের ভার কতক লাঘব হবে।

বৌঠাকুরাণী ক্রমশঃই বেশী অপ্রতিভ হতে লাগলেন এবং

কথা চাপা দিবার নিমিত্ত বলিলেন, ঠাকুরপো তুমি তবে বিভাকে ভালবাস না ?

প্রমোদ। বাসি।

বৌঠাকরুণ। বাসি কি রকম ?

প্রমোদ। "ঐ রকম, টাট্‌কা নয় বাসি।"

বউ। (হাসিয়া) এরি মধ্যে বাসি হয়ে গেল ?

প্রমোদ। (মৃদুস্বরে) হাঁ।

বিভা ফিরিয়া আসিল—বৌঠাকুরাণী আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বিভা রাগ করিয়া বাহিরে গিয়া ভাবিতেছিল কেন এলুম, দিদির কত গল্প হইল কিছুই শুনিতে পেলাম না। বেশীক্ষণ থাকা হলো না শীঘ্রই ফিরিল এবং প্রমোদকে জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ কি গল্প হইতেছিল ? অন্তরের ভাব গোপন করিয়া প্রমোদনাথ মান ভঞ্জন করিতে ব্যস্ত হইলেন।

মৃদু হাসিতে হাসিতে সরোজা আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিভা। ঠাকুরঝি যে, এখন হঠাৎ কি মনে করে ভাই ?

সরোজা। (হাসিতে হাসিতে) "কেন, আসতে নাই নাকি ?"

বিভা। (থতমত খাইয়া) না-না, তা নয়। হটাৎ কেন তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

সরোজা। দরকার আছে, তা নইলে কি আসি।

প্রমোদনাথ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দরকার সরোজা ?

সরোজা। (হাসিয়া) একটা সুখবর দিতে এসেছি।

প্রমোদ। কি খবর?

সরোজা। এমন কিছু নয়, ভাল কি মন্দ তাও জানিনে। কাল তোমাদের দুজনের এখানে খাওয়া বন্ধ।

বিভা। (বিস্মিতভাবে) "কেন?"

প্রমোদ। সরোজা! সত্যি না ঠাট্টা?

সরোজা। একসঙ্গে দুজনের কথার উত্তর কি করে দিই?

প্রমোদ। আর একজনের কথার উত্তরে দরকার নেই, আমার কথার উত্তর দাও।

বিভা। (অভিমানভরে) কেন, আমি কি দোষ করিলাম যে আমার কথার উত্তর দিতে বারণ করা হচ্ছে?

প্রমোদ। শ্বশুর নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন নাকি?

সরোজা। শ্বশুর নয়, শাশুড়ী।

প্রমোদ। শাশুড়ী আবার কখন এলেন? তিনিতো একা আসেন না।

সরোজা। শাশুড়ি নয়গো, শাশুড়ি নয়, মামী শাশুড়ি এসেছেন।

প্রমোদনাথ লাবণ্যকে দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া আনন্দ হইল। আনন্দ চাপিয়া কহিলেন, সরোজা মামী শাশুড়ী একা না সঙ্গে আর কেউ?

সরোজা। না একা নয়, সঙ্গে তাঁর ছেলে প্রদোষচন্দ্র।

প্রমোদ। কেন এসেছেন, কিছু শুনেছ?

সরোজা। শুনেছি, ওঁরা তোমাদের তো ওঁদের বাড়ী

নিয়ে জাননি, তাই একবার নিমন্ত্রণ কোরে তোমাদের দুজনকে নিয়ে যাবেন, তাই নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন।

বিভা। ঠাকুরঝি, তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়, মামীমা কখন এসেছেন! তিনি কি ভাবচেন, তাঁকে আমি এখন ও প্রণাম করতে যাই নি।

সরোজা। তিনি অনেকক্ষণ এসেছেন। মায়ের কাছে বসে আছেন। সেখানে বড় বউঠাকরুণ আর নীরজা বসে আছে, আমিও ছিলাম। সকলকে দেখে তোমার মামী তোমায় না দেখে বলিলেন সবাইকে দেখছি বিভাকে দেখছিনা কেন? বিভা কোথায়? তাই শুনে বড় বউঠাকরুণ তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

বিভা যাইতে প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় আইভরির ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রদোষচন্দ্র সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

---

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

## বিবাহিতে ও অবিবাহিতে।

প্রদোষচন্দ্রকে দেখিয়া, প্রমোদনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো প্রদোষবাবু! ভালত? প্রদোষচন্দ্র বালক হইলেও খুব চালাক চতুর, কেহ তাহাকে কথায় হারাইতে পারিত না।

সে হাসিয়া কহিল, যেমন রেখেছেন!

সরোজা অনিমিষ নয়নে প্রদোষকে দেখিতেছিল; প্রদোষচন্দ্র সুশ্রী যুবক, দেখিবার যোগ্য বটে। শৈশবে এত রূপ, না জানি যৌবনে রূপ কতই বৃদ্ধি হবে। প্রদোষ যেমন সুশ্রী, তেমনি সরল স্বভাব; সদাই হাস্যপ্রিয়। যেখানে আমোদ আহ্লাদ প্রদোষ সেইখানে, শোক দুঃখ স্থানে সে একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পারে না। আজ বিভাদিদির বাড়ী বেড়াইতে আসা; বেশ নব্য বাবুটী সাজিয়া আসিয়াছে। সামনে এফ, এ পরীক্ষা আসিতেছে এখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমোদ প্রমোদ করা উচিত নয় সে জানে, তবে একদিন মাত্র। ছেলেকে বাবু না বলিলে অমান্য করা হয়, কাজেই পিতার খাতিরে, আঁতুড় ঘর হইতেই ছেলেকে খোকাবাবু বলিয়া ডাকতে হবে। জগতের নিয়ম রাজাকে রাজা, ধনিকে ধনী, বড়লোককে বাবু বল, কিন্তু গরীবকে গরীব বলিতে পারে না। খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই, অন্ধকে অন্ধ বলিতে নাই। ভগবান যাহাকে হীন করেছেন, তাকে তাই বলিলে সে মর্ম্মে ব্যথা পায়। ভগবান যাহাকে বাড়াইয়াছেন, যাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া গড়িয়াছেন, যাহাকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাকে যত পার বাড়াইয়া বল। সত্য কথায় কেহ সন্তুষ্ট, কেহ অসন্তুষ্ট, সংসারে এই আশ্চর্য্য নিয়ম। আমাদের প্রদোষচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বাবু নামে অভিহিত। প্রদোষ আজ নামের মান রাখিয়াছে। রংটী নিখুঁত গৌরবর্ণ তাহাতে পরিচ্ছদ পারিপাট্যে রূপ দ্বিগুণ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রদোষের চুলগুলি স্বভাবতঃ কোঁকড়ান,

থাকায় মুখশ্রী বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছে। পরিধানে ফরেশডাঙ্গার মিহি কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে গিলে করা সুইসের পাঞ্জাবী, তাহার উপরে ফিকে বসন্তি রঙের সিল্কের চাদর। চাদরখানি উদাসভাবে গায়ে দেওয়া, কতক অঙ্গে আছে ও কতক ভূমিতলে লুটাইয়া যাইতেছে। পায়ে গোলাপী রঙের সিল্কের মোজা এবং বিলাতি পমসু, পকেটে সিল্কের ফুলদার রুমাল, বিশেষরূপে সুগন্ধযুক্ত—তাহা বাহির করিলেই মধুর গন্ধে দিক আমোদিত করে। শত শত সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম যেন কে ছড়াইয়া দেয়। হাতে আইভরির ছড়ি। ছড়ি গাছটি সাপের আকার সর্প চক্ষুতে কৃত্রিম চুনি বসান। ছড়িগাছটী নানাভঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রদোষচন্দ্রের চক্ষু দুটী অতি সুন্দর। ভ্রূ দুটী যেন তুলিতে আঁকা, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা অতি সরল ও সুগঠিত। অধর ও ওষ্ঠ গোলাপ কলির ন্যায়, দন্তশ্রেণী যেন মুক্তা দিয়া বাঁধান, হাসিতে লোকে আপনা ভুলিয়া যায়। অঙ্গুলিগুলি যেন চাঁপার কলি, তাহাতে হীরা পান্নাখচিত অঙ্গুরীয় শোভা পাইতেছে। প্রমোদনাথের ধারণা ছিল তিনি খুব সৌখীন, আজ বালক প্রদোষচন্দ্রের সৌখীনত্ব দেখিয়া বিস্মিত, ভাবিলেন এই বয়সেই এত, বয়সকালে কি হবে বোঝা ভার।

প্রমোদনাথ রহস্য করিয়া বলিলেন, "কার্ত্তিকচন্দ্র আজ বাহন হীন কেন ?"

প্রদোষ। ( রহস্য করিয়া ) বাহন, ভুলে গেছি।

প্রমোদ। কাহার জন্য এত ভাবনা হে ? যে বাহনের কথা ভুলে যাও।

প্রদোষ। আপনাকে ভাবতে ভাবতে আসছি।

প্রমোদ। "কেন?"

প্রদোষ। প্রয়োজন আছে।

প্রমোদ। কি প্রয়োজন?

প্রদোষ। ভয় পেলেন নাকি, তবে নিষ্প্রয়োজন।

প্রমোদ। সেই ভাল।

প্রদোষ। তা কেন। কাল আমাদের বাড়ি আপনার নিমন্ত্রণ।

প্রমোদ। কি আবশ্যক?

প্রদোষ। অতি আবশ্যক নিমন্ত্রণ আর কি।

প্রমোদ। তবু কি আবশ্যক?

প্রদোষ। আবশ্যক এই কলা আপনি আমাদের বাড়ী যাবেন খাবেন, হাসবেন, খেলবেন, গাওনা বাজনা করবেন আর ইচ্ছা করেনতো রাত্রিটাও থাকতে পারেন।

প্রমোদ। আর কি করিতে হবে?

প্রদোষ। আর পারেন তো একটু নাচবেন।

প্রমোদ। আমি নাচিতে জানিনে, তোমার বিভাদিদি সে কাজটা করবেন, আমি না হয় বাজাব।

প্রদোষ। তা হলে আপনি কি হলেন জানেন ত?

প্রমোদ। কি আবার হবো?

প্রদোষ। ভাল করিয়া ভেবে দেখুন।

প্রমোদ। বুঝেছি, আমায় ভেড়ুয়া বলছ।

প্রদোষ। ভেড়ুয়া কেন?

প্রমোদ। তবে কি?

প্রদোষ। বাজন্দার।

প্রমোদ। আমি কি ঢুলি?

প্রদোষ। ঐ এক রকম আর কি. যে বাজায় সেই তো বাজন্দার।

প্রমোদ। আচ্ছা আমি তাই স্বীকার করিলাম কিন্তু তোমার দিদি কি হলেন বুঝলে।

প্রদোষ। কিছুই না।

প্রমোদ। কিছুই না কেমন করে?

সরোজা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলিল তোমার দিদি তো বাইজীর মত গাইতে জানেন না যে বাইজি বলবো, নাচতে কতক মত জানেন, খেমটাওয়ালী হতে পারেন কেমন কিনা?

প্রদোষ। কেন! তা' কেন? আমার দিদি প্রতিমা প্রমোদবাবু ঢুলি, প্রতিমার সামনে গুণপণা দেখাবেন।

সরোজা। কি! মাটীর প্রতিমা?

প্রদোষ। কেন স্বর্ণ প্রতিমা।

সরোজা।' প্রতিমার যে বিসর্জ্জন আছে সে কেমন।

প্রদোষ। বিসর্জ্জন দিতে যাবো কেন! চিরকাল পূজা হবে, গৃহলক্ষ্মীকে কি কেউ বিসর্জ্জন দেয়?

প্রদোষচন্দ্রকে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারিল না বুঝিল প্রদোষ খুব বুদ্ধিমান, আর কোন কথা না বলিয়া সরোজা বিভার হাত ধরিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রমোদ প্রদোষচন্দ্রকে লইয়া বৈঠকখানায় গেলেন।

বিভা শশ্রুর নিকট উপবিষ্ট। মামিমাতাকে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া একাধারে বসিল।

আনন্দময়ী বলিলেন বিভা ভাল আছ। বিভা ঘাড় নাড়িল বুঝাইল হ্যাঁ।

মামিকে বাড়ীর সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিল না দেখিয়া গৃহিণী বধূর দিকে চাহিয়া বলিলেন, বোকা! মেয়ে মামিকে জিজ্ঞাসা করতে হয় কে কেমন আছেন? তা না চুপ করে রহিলে।

আনন্দময়ী গৃহিণীর কথায় হাসিয়া বলিলেন, বেহান তুমিও ভাই যেমন! বিভা শাশুড়ি পেয়ে সবাইকে ভুলে গেছে। বিভা খোজখবর লয় না বলেই ত আমাদের দুঃখ হয়। বধূর দোষ ঢাকিয়া শাশুড়ি কহিলেন ছোট বৌমা ছেলে-মানুষ খোঁজখবর নেবে কি করে, অপেক্ষা কর আগে ছেলে-পিলে হোক, গিন্নি হন, তবে খবর নিতে পারবেন। আনন্দময়ী হাসিয়া বলিলেন, বেহান আমি ভাই অনেকক্ষণ আসিয়াছি এইবার আমায় বিদায় কর।

গৃহিণী। ওমা, সেকি, কিছু জলখাবার না খেয়ে যাবে, সেকি হয়, তাহা হবে না ভাই।

আনন্দময়ী। না ভাই বেহান আজ মাপ কর, অন্যদিন যত পার খাইও, আজ আসি।

গৃহিণী। হ্যাঁ আর তুমি এঁসেছ, আচ্ছা তুমি না খাও ছেলেকে খেতে দাও, সে ছেলেমানুষ না খেয়ে যাবে কি?

আনন্দময়ী। ভাল তাকে একটু শীঘ্র করে খাইয়ে দিয়ে আমায় অব্যাহতি দাও।

গৃহিণী উঠিয়া গিয়া প্রদোষচন্দ্রকে খাওয়াইতে বসাইলেন যথারীতি আহার করিয়া প্রদোষচন্দ্র মাতার নিকট দাঁড়াইলেন। সেই সময় নিরজা আসিতেছিল; প্রদোষচন্দ্রের সম্মুখে পড়িয়া গেল, উভয়ে উভয়কে দেখিল। উভয়ের হৃদয় এক সময়ে কেমন আন্দোলিত হইল অন্য কেহ বুঝিল না। নিরজা বালিকা, আজ প্রদোষচন্দ্রকে একবার মাত্র দেখিয়াই কেমন হইল, লজ্জায় সেস্থানে আর দাঁড়াইতে পারিল না, ছুটিয়া পালাইল। প্রদোষও নিরজাকে দেখিয়া তাহার সুন্দর মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিল। দুটী প্রাণ মুহূর্ত্তের দর্শনে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া পড়িল। কেহ জানিল না, কেহ দেখিল না।

প্রদোষকে সকলেই ভাল বাসে, মনে মনে সকলে ইচ্ছা করেন আহা নিরজার সহিত বিবাহ হইলে কেমন হয়, মুখফুটে কেহ কিছুই বলেন না। সরোজা পান আনিয়া দিল। আনন্দময়ী বিদায় লইবার সময় বেহানকে বলিলেন, ভাই বেহান বিভাকে আর জামাইকে সকাল সকাল পাঠাইয়া দিও।

গৃহিণী। তোমাদের মেয়ে জামাই তোমরা জন্ম জন্ম নিয়ে যেও এত ভাই সুখের বিষয়।

প্রমোদনাথ তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও শাশুড়িকে প্রণাম করিলেন। বিভা স্বামীকে দেখিয়া মাথায় একটু কাপড় টানিয়া দিল। নরিয়া যাওয়া বোধ হয় শিক্ষিতা

দিগের নিয়ম নহে। সে কালের মেয়েরা শাশুড়ির সামনে স্বামীকে দেখিলে একগলা ঘোমটা টানিয়া দিয়া সেস্থান হইতে অদৃশ্য হইত, কিন্তু একালে বিশেষত শিক্ষিতা সমাজের নিয়ম অন্যরূপ, কাহাকেও বড় ভ্রুক্ষেপ করে না।

আনন্দময়ী প্রমোদনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাবা ভাল আছ?

প্রমোদনাথ অবনত মস্তকে, লজ্জানম্রস্বরে আজ্ঞে হাঁ বলিয়া উত্তর দিলেন। পরস্পর প্রণামাদী হইয়া গেল ও আনন্দময়ী "তবে আজ আসি" বলিয়া বিদায় লইলেন। গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া প্রদোষচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন প্রমোদ বাবু "গুড বাই"। প্রমোদের উত্তর দেওয়া হইল না, গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### মামাশ্বশুরের বাড়ী নিমন্ত্রণ।

প্রমোদনাথ মামাশ্বশুরের বাড়ীতে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। আনন্দময়ী আজ নানা কর্ম্মে বসিবার অবসর পাইতেছেন না। প্রমোদনাথ প্রদোষচন্দ্রের সহিত বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করিতেছেন বটে কিন্তু তাঁর মন বড চঞ্চল, কেবল অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে। বিভার নিকট শুনিয়াছিলেন লাবণ্য এখানেই আছে কিন্তু সাক্ষাৎ লাভ ঘটিবে কিনা কে বলিতে পারে?

লাবণ্যও আজ কিছু আনন্দিত সে প্রমোদনাথ যদিও আর তাহার নহে, এখন বিভার, তথাপি দেখিতে পাইবে বলে তার আনন্দ। লাবণ্য তাহার জীবন ঈশ্বরের পদে নিয়োগ করিয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিতেছে, আর তাহার মনে বেশী কষ্ট হয় না। কতকটা হর্ষিত অন্তরে সংসার সমুদ্রে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাই আজ বিভা ও তাহার স্বামী প্রমোদনাথকে দেখিবার আশায় আনন্দিত। আত্মহারা লাবণ্যের আজ নিজ হৃদয় উচ্চ ও নব বলে বলীয়ান তাই সে উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রণয়পাত্রের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইয়াছে।

বিভা লাবণ্যের কাছে বসিয়া শ্বশুরবাড়ীর গল্প করিতেছে। ছাদের উপর টবে করা নানাবিধ ফুলের গাছ ছিল তাহাতে বহুতর ফুল ফুটিত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা লাবণ্য ছাদের উপর বসিয়া বহু যত্নে বহু আশাতে সেই ফুলের মালা গাঁথিত মালাগুলি স্নেহ উপহার স্বরূপ প্রদোষচন্দ্রকে প্রদান করিত। লাবণ্য আজ দুই ছড়া মালা গেঁথে বিভা ও তার স্বামীকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিল এবং বিভাকে বলিল দেখ ভাই বিভা আমি মায়ের কাছে বেশ মিহি সুতার মালা গাঁথিতে শিখিয়াছি। আজ দুই ছড়া তোমাদের দিব এক ছড়া তুমি পরো এক ছড়া তোমার প্রিয়তমকে দিও। বিভা হাসিয়া কহিল, আমি কেন দিতে যাইব, তুমি দেও না!

লাবণ্য। আমি কি ভাই সাম্নে যাই যে দিব!

বিভা। (বিদ্রুপ সহকারে) তাহাতে দোষ কি!

লাবণ্য। দোষ! তোমার মাথা আর মুণ্ড।

বিভা। কেন, তিনিতো তোমার ভগ্নিপতি তাঁর সামনে বেরুতে লজ্জা কি?

লাবণ্য। না ভাই বিভা, আমি সামনে বেরুতে পারবনা।

বিভা। আচ্ছা বেরিওনা না, আড়াল হইতে গলায় ফেলিয়া দিও।

লাবণ্য। তাইতো, তোমার স্বামীর সঙ্গে মালা বিনিময় করিব না কি!

বিভা। ক্ষতি কি! করিলেই বা।

লাবণ্য। সত্যি, এত দূর!

না কাছেই, অতি নিকটে বলিয়া বিভা হাসিতে হাসিতে লাবণ্যের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল। বিভার সরল ব্যবহারে লাবণ্য বিস্মিতা হইয়া ভাবিল সেই বিভা আর এই বিভা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। যথার্থই আর তেমন গর্ব্বিতা নাই গুণবান স্বামীর সহবাসে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে এখন সরল প্রকৃতি এবং বিনিত।

লাবণ্যকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে দেখিয়া, বিভা বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া কহিল, যথার্থ লাবণ্য! একজনে মালা বদল হয় না, উভয় উভয়কে মালা পরাইয়া দিলে তবে মালা বদল হয়।

লাবণ্য সতী শিবকে মালা দিয়াছিলেন শিব দেন নাই।

বিভা। তা না হয় তিনি শিব আর তুমি সতী হবে।

লাবণ্য। দূর! সতীর কি সতীন ছিল!

বিভা। সতীর সতীন ছিল না তোমায় কে বলিল! কেন গঙ্গা, দেবতাদিগের হয় আর মানুষের কেন না হইবে! সতীর তিন সতীন ছিলেন, আমরা না হয় দুই সতীন হবো কি বল! এতে দোষ কি!

বিভার অলৌকিক বিদ্রুপে লাবণ্য ম্রিয়মান হইল। বিদ্রূপের হাসি শুনিল উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, তাহার কণ্ঠরোধ হইতে ছিল, কথা কহিতে পারিল না। ভাবান্তর দেখিয়া বিভা সতৃষ্ণ নয়নে লাবণ্যের প্রতি চাহিয়া রহিল। বিভার সরল ব্যবহারে লাবণ্য মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক বিভার মনে সে কষ্ট দিবে না। প্রমোদনাথকে পাইবার আশা আর হৃদয়ে স্থান দিবে না। আজীবন কষ্টভোগ করে সেও ভাল, না হয় চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিবে তথাপি নিজের সুখের জন্য, অপরের সুখের অন্তরায় হইবে না। লাবণ্যের চক্ষে জল দেখা দিল। বিভা অপ্রতিভ হইয়া ভাবিল তাহার ঠাট্টা করা ভাল হয় নাই। লাবণ্যের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়া থাকিবে, বড়ই অন্যায় হইয়াছে। অপ্রতিভের ন্যায় কহিল লাবণ্য দিদি। তুমি ভাই এতক্ষণ কি ভাবছিলে?

লাবণ্যের চমক ভাঙ্গিল তাড়াতাড়ি চোক মুছিয়া বলিল বিভা! তোমায় দেখিয়া অবধি ভাল বাসিয়াছি। এ ভালবাসা যে কিসে পরিণত হইবে, তাহাই ভাবিতেছিলাম। ভালবাসা আরও মূল হউক এই, প্রার্থনা করিতেছিলাম। বিভা স্বামীর ভালবাসার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এজন্য ঠাট্টা

করিতে দোষ বোধ করিত না। হায় অবোধ বালিকা লাবণ্যের ভাব গতিক দেখিয়া ও কথা বাত্রা শুনিয়া বিভা একটু লজ্জিত শঙ্কুচিত হইল। বিভার এখন মনে হিংসা দ্বেষ নাই, বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত সে নুতন জীবন পাইয়াছে। পরের প্রতি দয়া, মায়া, বিনয় ব্যবহার দেখাইতে শিখিয়াছে। পরের ব্যাথায় এখন ব্যথা বোধ করে ও পরের চক্ষে জল দেখিলে তাহার চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। বিভার এই সকল সুন্দর গুণ দেখিয়া প্রমোদনাথ মুগ্ধ হইতেন। সুশিক্ষার রীতিই তাই, অসৎ সৎ হয়, কুশিক্ষা ও কুসংসর্গে সৎ অসৎ হইয়া যায়, যেমন শিক্ষা কর্ম্মফল ও সেই রূপ হইবে। বিভা ক্ষণপরে লাবণ্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, লাবণ্য দিদি! আজ কাল আর তোমার পূর্ব্বের মত মুখে প্রফুল্লতা নাই কেন?

লাবণ্য। (কৃত্রিম হাস হাসিয়া) বিভা আমায় অপ্রফুল্ল কিসে দেখিলে। তোমরা এসেছ আজ আনন্দের দিন, কিন্তু কিরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতে হয় আমি জানিনে। আমায় তাই বলে দাও আমি তাই করি।

বিভা। আচ্ছা এই বলি; তুমি ভাই একটি গান গাও আমি শুনি।

লাবণ্য। এই কথা এতক্ষণ বলিলেই হইত। দেখ ভাই আমি একে গাইতে জানিনে, তার পর কেউ যদি শুনে ফেলে এই ভয়। সে বড় লজ্জার কথা হবে।

লাবণ্য। বিভার অনুরোধ এড়াইতে না পেরে গাইতে বাধ্য হইল।

যাহার হাসিতে হাসি ফুল ফুটে,
হাসিতে ফুটিত জোছনা রাশি :
যার হাসি দেখে হাসিত পরাণ
উজলিত চাঁদ তামসি নিশি।
যে হাসি ঝরিত চাঁদের কিরণ ;
যে হাসি ছুটাত মলয় বায়।
যে হাসি রাশিতে ফুটাইয়ে ফুল
লোলুপ মধুপে লুটাত পায়।
যে হাসি আঁকিত নন্দনের ছায়া
পাপীরে করিত মরম হারা ;
সেই সুধা হাসি না দেখি জগতে,
আঁধার পাথারে হয়েছি সারা।
নয়নের জল ফুরাবে কি আর
আর কি হাসিবে পরাণ মোর ?
আর কি ফিরিয়া আসিবে বসন্ত ?
জুড়ে যাবে ছেঁড়া প্রেমের ডোর
ছিন্ন ভিন্ন মম হৃদয়ের তার
আর কি বাজিবে তেমন করে।
বাজাবে শ্রবণ সে মধুর নাম
আরামে বিরামে পরাণ ভোরে।
বনের মাঝারে গাছের তলায়
পাতা পেতে বসি ধরিব তান।
মনের খেয়ালে প্রীতির হিল্লোলে

সরসে হরষে, গাব সে গান।
'তটিনী, নির্ঝর; বন তরুলতা
শুনিবে নীরবে প্রেমের তান।
পুরিবে সুরবে মধুরে মধুর
ভরপুর হবে সবারি প্রাণ।
রোদনে আমার কাঁদিবে যামিনী,
ফেলিবে নিহার নয়ন জল।
মম ব্যথা মরিবে বাজিবে মরমে;
পাইব তখনই কতই বল।
বিরলে বসিয়া মরমের দ্বার,
খুলিয়া দেখাবে প্রাণের ব্যথা,
সমাজের ছায়া কুটিল বাঁধুনি
কঠোর নিয়ম, নাহিক সেথা॥

গান সমাপ্ত হইলে, বিভা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, লাবণ্য দিদি! বাজাবে শ্রবণ সে মধুর নাম আরামে, বিরামে পরাণ ভোরে সেই নামটী কাহার ভাই বলনা। লাবণ্য অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, তা ভাই আমি জানিনে।

বিভা। আমার মাথা খাও বলতেই হবে।

লাবণ্য। (সহাস্যে) অত চুল শুদ্ধ মাথা আমি খেতে পারবো না।

বিভা। তোমার পায়ে পড়ি বলো।

লাবণ্য। তোমার হাতে ধরি মাপ ক'র।

বিভা। ছি! ভাই তুমি আমাকে এত পর ভা'ব।

লাবণ্য। না ভাই, তা নয় বিশেষ কারণ আছে আর আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রনা।

বিভা। তবে যাও বলোনা।

লাবণ্য। তবে যাচ্ছি বলব না।

সন্ধ্যা আগত প্রায়, গোধুলির লোহিত মেঘে ধরণী লোহিত বর্ণ ধারণ করেছে। মধুর সান্ধ্য সমীরণ, পুষ্প সমীরণ আহরণ করিয়া দিগদিগন্তে বিচরণ করিতেছে। মধুব মলয় বায়ু মানবকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। লাবণ্য চলিয়া গেল, পরে একটী সাজি হাতে করিয়া ছাদে উঠিল। টবের গাছে যে ফুলগুলি ফুটিয়াছিল সব তুলিয়া মালা গাঁথিতে বসিল। আজ মালা গাঁথিতে বড়ই আগ্রহ, অন্যদিনও যত্নপূর্ব্বক মালা গাঁথিত কিন্তু আজিকার ন্যায় মনোযোগ দিতে পারে নাই, মালাও আজ অতি সুন্দর হইতেছে। সযত্নে পাতি পাতি করিয়া ফুল বাছিয়া মানাইয়া মানাইয়া মালা প্রস্তুত করিল। আজ ফুলের মালায় প্রাণের টান বাহির হইয়া পড়িতেছিল। যেন প্রাণের ভিতর হইতে কে তাহাকে শিখাইয়াছে মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাহে হিয়া, সেই চরণ যুগল রাজিবে।"

এইরূপে লাবণ্য একমনে পুষ্পহার রচনা করিতে লাগিল। এদিকে প্রমোদনাথ আর কাহাকেও না দেখিয়া যেখানে বিভা একা বসিয়াছিল আস্তে আস্তে সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিভাকে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এবং লাবণ্যের কথা পাড়িবার উদ্দেশে বিভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভা! তুমি একলাটী কেন? বিভা স্বামীর মনোগত ভাব

বুঝিতে পারিল, রহস্য করিয়া কহিল দোক্‌লা কোথায় পাব! কাজেই একলা বসে আছি। রহস্য প্রমোদনাথ বুঝিয়াও বুঝিল না, প্রকাশ্যে কহিলেন কেন? একলা কেন? আর কেউ নাই?

বিভা। আবার কে থাকিবে?

প্রমোদ। কেন বাড়ীতে কি আর কেহ নাই যে তুমি একলাটী বসে আছ?

বিভা। কেউ কে?

প্রমোদ। (অপ্রতিভ হইয়া লাবণ্যের নাম করিতে কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল) কেন মাসিমা।

বিভা। তিনি আমার কাছে বসিয়া থাকিলে তোমায় খাওয়াবে কে? তিনি কাজে ব্যস্ত, বসবার তাঁর অবসর কোথায়।

প্রমোদ। 'কেন, তুমি যে তোমার লাবণ্য দিদির কথা' বলেছিলে তিনি কোথায়? তিনি বুঝি এখানে নাই?

বিভা। আছেন।

প্রমোদ। (সাগ্রহে) আছেন! তবে কোথায়?

বিভা। কেন?

প্রমোদ। (থতমত খাইয়া মাথা চুলকাইয়া) এমন কিছু নয়, তবে তুমি যে তাঁহাকে দেখাবে বলেছিলে কৈ দেখালেনা?

বিভা। হা বলেছিলাম বটে কিন্তু আমি কি করব বল "সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।" লাবণ্য দিদি তোমার সামনে কিছুতেই বেরুতে চান না।

প্রমোদনাথ তখন আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

ক্ষণেক বিলম্বে একথা সে কথার পর বলিলেন, তাঁকে একবার দেখতে আমার বড় সাধ, তোমার লাবণ্য দিদিকে আমার নিকট নিয়ে আসতেই হবে।

বিভা। তবে এক কাজ কর লাবণ্য দিদি ছাদের উপর বসে মালা গাঁথছেন, আমি যাবনা আমার সামনে তোমায় দেখে পালিয়ে যাবেন, তুমি হঠাৎ সেইখানে গিয়া উপস্থিত হওগে যাও, তাহা হইলে আর পালাতে পারবে না। প্রমোদ নাথ স্বীকৃত হইলেন। বিভা আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিল—খাল কাটিয়া কুমীর আনিবার পথ বলিয়া দিল"। চলুন সহৃদয় পাঠক পাঠিকা একবার প্রমোদনাথকে বুঝাইয়া দেখি একাজ হইতে বিরত হন কি না। তাঁহার বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমে কেহ না কণ্টক হতে পারে। আসুন আমরা বিধিমতে চেষ্টা করে দেখি। একবার সকলে সমবেত হয়ে অনুরোধ করে দেখা যাক, আমাদের সহিত বিভাও একবার বলুক "সাধ করে কেন সখা ঘটাবে গেরো? এই বেলা মানে মানে ফের সখা ফের"। প্রমোদনাথের চৈতন্য হইলে বিভার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। নচেৎ নিরুপায়। লাবণ্যের ভাগ্যে যা হয় হউক, তাহাতে কাহারো হাত নাই। বিধাতার নিয়ম একজনকে হাসাতে গেলেই আর জনকে কাঁদাতে হবে। এক সঙ্গে একসময়ে উভয়কে কখন হাসান কাঁদান যাইতে পারে না। প্রমোদনাথ লাবণ্যকে হাসাইতে ও বিভাকে কাঁদাইতে অগ্রসর। হতভাগিনী বিভা, তুমি কি কাঁদিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমাদের উভয়ের হাসি কান্না এক পাত্রে নির্ভর করিতেছে।

লাবণ্য তুমি অনেক কাঁদিয়াছ, এইবার তোমার সৌভাগ্য রবি উদিত ও বিভার সৌভাগ্য অস্তামত হইতে চলিল। অদৃষ্টের গতি নির্ণয় করা কার সাধ্য। কমলিনী ও কুমুদিনী দুই সহোদরা, উভয় ভগিনীর আশ্চর্য্য স্বভাব। দিনে কমলিনী হাসিলে কুমুদিনী কাঁদে, আবার নিশিতে কুমুদিনী হাসিলে কমলিনী কাঁদে। এই বিচিত্র ব্যাপার দেখিতেই কি প্রকৃতি সতী নিত্য নিত্য আসিয়া থাকেন? ইহাতেই কি তাঁহার প্রাণে তৃপ্তি লাভ হয়? হয় বই কি, নচেৎ তিনি উভয়কে হাসান বা কাঁদান কেন? প্রকৃতির নিয়মেই প্রকৃতি চিরদিন আবদ্ধ প্রমোদনাথ ও আজ প্রকৃতির অনুসরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রকৃতি সদৃশ যুগ্মপ্রসুন হৃদয়ে ধারণ করিতে সাহসি হইতেছেন। নির্জ্জনে ছাদের উপর লাবণ্য এক মনে মালা গাঁথিতেছে। তাহার মস্তকের অনাবদ্ধ কেশরাশি বাতাসে দুলিয়া উড়িয়া মুখের উপর পড়িতেছে, দেখিলে বোধ হয় ক্ষুধার্ত্ত ভ্রমর পাল সদ্য প্রস্ফুটিত কমলোপরি বসিয়া মধু লুন্টন করিতেছে, লাবণ্য মধ্যে মধ্যে বিরক্তি সহকারে কেশদাম সরাইয়া দিতেছে। দৃশ্য বড়ই মনোহর। গাছেই ফুলের শোভা, মালা গাঁথিলে কি আর তেমন দেখায়। ফুল যতক্ষণ টাটকা থাকে, ততক্ষণ লোকে মালার আদর করিয়া গলায় রাখে, ফুল শুকাইলেই মালা অনাদর করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। ফুলের অদৃষ্টে এইরূপ আদর অনাদর নিত্য নিত্য ঘটিয়া থাকে। তথাপি ফুলবালাগণ কি নিজ সৌরভ বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হয়? লাবণ্যরূপ ফুলটী পাইবার মানসে প্রমোদনাথ আজ উন্মত্ত।

একদিন বিভার জন্য বোধ হয় ঠিক এইরূপ হয়েছিল। বিবাহ করিতে যাওয়া—টোপর মাথায় দেওয়াই তাহার সাক্ষ্য।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### প্রেমালোক।

প্রমোদনাথ ধীরে সন্তর্পনে পা টিপিয়া টিপিয়া ছাদে উঠিলেন। লাবণ্য বিন্দু বিসর্গও কিন্তু জানিতে পারিলেন না, কেন না সে সিড়িরদিগে মুখ করিয়া বসিয়াছিল না। দূর হইতে লাবণ্যকে দেখিয়া প্রমোদনাথ স্তম্ভিত ও চমকিত হইলেন। মস্তক ঘুরিতে লাগিল, নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, ভাবিলেন এই কি সেই? না আর কেউ? এক রকমে ২ জন অনেক সময় থাকিতে দেখা গেছে। ক্ষণকাল দেখিয়া আর চিনিতে বাকি রহিল না। তথাপি সন্দেহ যদি সে না হয়, আশা মরিচিকা। সাহসে নির্ভর করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রমোদনাথ সম্পূর্ণ চিনিতে পারিলেন যে, তাঁহারই হৃদয়ের সরোবরের অফুটন্ত প্রসূন সেই সুষমা। সুষমাই যথার্থ তাঁহার সেই প্রণয় প্রতিমা সুষমা। বহু কষ্টে হৃদয়বেগ প্রতিরোধ করিয়া ধীরে.

ধীরে লাবণ্যের পশ্চাতে অতি নিকটে যাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্ষণপর হৃদয়ে বল সঞ্চিত করিয়া আস্তে আস্তে লাবণ্যের চক্ষু দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলেন। লাবণ্য একবার ভাবে নাই যে প্রমোদনাথ; তাই বা ভাবিবে কেন। যাহা স্বপ্নের অগোচর তাকি কেহ ভাবে? না ভাবিতে পারে! লাবণ্য ভাবিল বিভা ঠাট্টা করিয়া তাহার চোক চাপিয়া ধরিয়াছে; সেই জন্য সে বলিল "ছাড় বিভা রঙ্গ ছাড়" উত্তর নাই দেখিয়া লাবণ্যের ভয় হইল। পুনরায় বলিল "বিভা কথা কইছ না যে? সর হাত খুলে নাও। তবুও উত্তর নাই। হাত খুলিতে গেল, দেখিল পুরুষের হাত। হাত আপনি খুলিল লাবণ্য সম্মুখে প্রমোদনাথকে দেখিযাই একবার শিহরিল। পরে ভয়ে, বিস্ময়ে, সজ্ঞা শূন্য হইয়া ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় ভুমিতলে লুটিয়া পড়িল। প্রমোদনাথ ক্ষিপ্রহস্তে ধরিয়া ফেলিলেন ও নিজের কোলের উপর লাবণ্যের মাথাটী তুলিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবেই কাটিল; তাহার পর লাবণ্য চাহিল; তাহার প্রাণের ভিতর বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে স্তব্ধ হইয়া অনিমেষ নয়নে, উভয়ে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল।

বিদ্যুৎ হাস্যময়ী বর্ষা গিরিশিরে তাহার শিথিল নিবিড় কুন্তলজাল এলাইয়া দিলে যেমন জলধর-ধারাপাতে পর্ব্বত অঙ্গে শত সুপ্ত নির্ঝর বারিরাশি উচ্ছসিত হইয়া উঠে, তেমনই আজ প্রমোদনাথের মনে নানা চিন্তা উদিত হইতে লাগিল।

লাবণ্য উঠিয়া বসিল—বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। কেন কাঁদিল জানিনা, কিন্তু বড় যাতনা, নহিলে তেমন করিয়া কেহ কাঁদিতে পারে না। সেই সময় ম্লান সূর্য্যের ম্লান জ্যোতি উভয়ের মুখের উপর আসিয়া পড়িল, সেই ম্লান অথচ মধুর অস্পষ্ট আলোকে উভয়ের মুখ কেমন দেখাইতে লাগিল। উভয়ের অশ্রুপ্লাবিত নয়নে বোধ করি তাহা আরও এক ভাব দেখাইতে ছিল। হঠাৎ একবার বেগে বাতাস বহিল, সেই বাতাসে ফুলমালা কোথায় উড়িয়া গেল, কেহ দেখিল না।

প্রমোদ নাথ দেখিলেন "লাবণ্য কৈ, মিথ্যা কথা এযে তার চিরপরিচিত সুষমা! চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। প্রমোদনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "আর কখনও তোমার দেখা পাব সে আশা ছিল না।"

রুদ্ধ উৎস কতক্ষণ চাপা থাকে? লাবণ্য কাঁদিয়া ভাসাইল বাঁধ ভাঙ্গিলে জলস্রোত বহিতে বিলম্ব হয় না। শ্রাবণের ধারার ন্যায় অজস্র অশ্রুবারি নির্গত হইতে লাগিল। বেদনা জড়িত স্বরে লাবণ্য কহিল, "তুমি আসিয়াছ শুনিয়াছি, কিন্তু পাছে মন বিচলিত হয়, বা আপন অবস্থা ভুলিয়া যাই, এই জন্যই বিভার শত অনুরোধ ও তোমার সামনে বেরুতে চাহি নাই।"

প্রমোদনাথ মর্ম্মাহত, ব্যথিত, ভাবিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি নরাধম। আমি বিবাহ করিয়া সুখে সচ্ছন্দে রহিয়াছি! কাহার জন্য সুষমা অজ্ঞহতভাগিনী? কাহার জন্য সুষমা আজ সংসার সাগরের ভাসমানা ক্ষুদ্র তৃণ? আর কাহার

জন্যই বা সুষমা ডুবিয়া মরিয়াছিল? এ সকলেরই মূল কি আমি নহি! কি উপায়ে এখন এ সকল ঋণের শোধ হইবে সুষমাকে বিবাহ করিতে পারি না কি? তাহলে সুষমাকে বোধ হয় সুখি করিতে পারি। উভয়ে উভয়ের সম্মুখে সমাসীন। লাবণ্য প্রমোদনাথের পদপ্রান্তে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। প্রমোদও কাঁদিতেছিলেন। লাবণ্য প্রকৃতস্থ হইয়া, একে একে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা প্রমোদের নিকট বিবৃত করিল, শুনিয়া প্রমোদনাথ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, সুষমা বিশ্বাস কর বা না কর, তোমাকে একদিনের জন্য ভুলি নাই। বিবাহ করিয়াছি! তোমার অনুরোধে ও আত্মস্বজনের সন্তোষ জন্য।

লাবণ্য অশ্রুবিগলিত নেত্রে, বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিল, বিবাহ করিয়াছ তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই। আমিই তোমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। বিভাকে আমি ভগিনীর মতন ভালবাসি। আমি—আমি আর কিছু চাহি না, চাহি কেবল তোমায় নয়ন ভরিয়া দেখিতে।"

হৃদয়কে বিশ্বাস করিতে নাই। উন্মত্ত হৃদয়বেগ প্রশমিত করিতে না পারিলে সর্ব্বনাশ। সুষমা প্রমোদনাথের কাছ হইতে একটুখানি দূরে সরিয়া বসিল। প্রমোদনাথ দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "সুষমা ওকি? সরিয়া বসিলে যে?"

লাবণ্য। আমি অভাগিনী, অত সৌভাগ্যে আমার—"

আর আমি—"আমি কি অভাগা নয়! তা না হলে তোমা-

ধনে বঞ্চিত কেন ?" এই বলিয়া প্রমোদনাথ লাবণ্যের হাত ধরিয়া নিকটে আনিতে চেষ্টা করিলেন—আলুলায়িতকুন্তলা, লাবণ্য দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল এবং মধুর স্বরে কহিল. "কেন তুমি মুর্ত্তি হোয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারনার ?" স্বর মৃদু বীণাধ্বনিবৎ প্রমোদনাথের কর্ণে ধ্বনিত হইল। প্রমোদনাথ যত্নে অতি আদরে লাবণ্যের দক্ষিণ হস্তখানি আপনার বক্ষের উপর স্থাপিত করিয়া, তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "যতকাল রহিবে জীবন, যতকাল বহিবে ধমনী। ততকাল থাকিবে হৃদয়ে, তুমি মোর হৃদয়ের মণি।"

আত্মহারা লাবণ্য কাতর কণ্ঠে কহিল, "আমি তোমায় ভালবাসি সত্য, আজীবন ভালবাসিব। ভালবাসিয়াই মরিব। তুমি আমায় ভুলিয়া যাও। আমাকে হৃদয়ের মধ্য হইতে অন্তরিত কর, আমাদের এজন্মে মিলন হইল না, হইবে না। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন হয়।"

প্রমোদনাথ তাড়িৎবেগে বলিয়া ফেলিলেন, "এ জন্মেই হবে।"

লাবণ্য। না, এ জন্মে আর তাহাতে কাজ নাই, আমি চির দুঃখিনী, আমার অদৃষ্টে সুখ সহিবে না। আমার ভাঙ্গা ঘরে জোছনার আলোয় কাজ নাই, আমি যেমন আছি এই ভাল; আমার কোনও কষ্ট নাই, আমি কিছুই চাই নাই।

প্রমোদ। (নিরুৎসাহে) "আমাকেও না ?"

লাবণ্য। "তোমায় চাহিনা! কেবল তোমায় দেখিব, এই চাই।"

প্রমোদ। কেন?

লাবণ্য। "(ক্ষীণ হাসি হাসিয়া) জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন তোমায় চাহি না, তুমি এখন পরের সামগ্রী, পরস্বোপহরণ মহাপাপ।

প্রমোদনাথ ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইলেন, ভগ্নোৎসাহে হতাশের নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "ছি ছি সুষমা! তোমার এই কথা? পূর্ব্বে আমাদের গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ, মালা বিনিময় হইয়া আমরা স্বামী স্ত্রী হইয়াছি।

লাবণ্য। গন্ধর্ব্বমতে যে বিবাহ হইয়াছিল তাহার সাক্ষী কে? সে বিবাহের কথা কেহই জানে না।

প্রমোদ। (সোৎসাহে) সাক্ষী ভগবান। তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই, অন্য সাক্ষীর আবশ্যক কি?

লাবণ্য। (বিদ্রূপ করিয়া) সে সাক্ষীর জোরে আমায় লইতে পারিবে? অপর লোকে কিছু বলিবে না।

প্রমোদ। (সাগ্রহে) "পারি কিনা তাই দেখ।"

লাবণ্য। আমি বিভাকে ভালবাসি; আমার সুখের জন্য তাহার প্রাণে ব্যথা দিতে পারিব না; আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক। যাঁদের আশ্রয়ে আছি, তারাই বা কি মনে করিবেন? এ ভয়ানক দুষ্কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না।

প্রমোদ। "তোমার কিছুই করিতে হবে না, যাহা কিছু করিতে হয় আমিই করিব। আর কষ্ট দিও না, মিনতি করি আর নিরাশ করিও না!

প্রমোদনাথের অনিন্দ সুন্দর মুখখানি দেখিয়া লাবণ্য সমস্ত ভুলিয়া গেল; আত্মহারা হইয়া পলকবিহীন নয়নে চাহিয়া বলিল; বিভা কি মনে করিবে?

প্রমোদনাথ হাসিয়া কহিলেন, কি মনে করিবে? কেন পুরুষে কি দুই বিবাহ করে না?

লাবণ্য। তাহাতে সুখ নাই, শান্তি নাই।

প্রমোদ। সুখ অসুখ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে, স্থায়ী অস্থায়ী করিবার সাধ্য মনুষ্যের নাই। তুমি সম্মত কিনা তাহাই শুনিতে চাই?

লাবণ্য। সম্মত হইতে পারি, যদি বিভার মত থাকে।

প্রমোদ। (হাসিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে) "সতিন হউক, এ বাসনা কে করে সুষমা? এমন নির্ব্বোধ কে আছে যে, আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিবে?

লাবণ্য। তবু—

প্রমোদ। বিভা বিবাহ করিতে অনুরোধ করিবে ইহা অসম্ভব। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা বা মত লওয়া "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" দেওয়া মাত্র।

লাবণ্য। বিভার অমতে সেও কি হয়। কতদিন হইল মনোহরপুরের কিছুই জানিনা. কে কেমন আছেন? আমার মা কেমন আছেন?

প্রমোদনাথের কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল, অতি কষ্টে অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে কহিলেন. "সে কথা শুনিলে তোমার বড় কষ্ট হবে।

লাবণ্য। অদৃষ্টে যাই থাক, কষ্ট হউক বল শুনিব।

প্রমোদ। তুমি ডুবিবার কয়েকমাস পরেই তোমার পিতা মাতার কাল হইয়াছে।

উভয়ে নীরবে অশ্রুজল ফেলিতে লাগিল। প্রমোদ ক্ষণপরে স্বীয় বস্ত্র দ্বারা লাবণ্যের মুখ মুছাইয়া দিল।

এদিকে প্রমোদনাথকে উপরে যাইতে বলিয়া ক্ষণপরে প্রমোদ ও লাবণ্য কি করে দেখিবার মানসে বিভা ধীরে ধীরে উপরে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল। প্রথমতঃ স্বামীর ব্যবহারে সে বড়ই রাগ করিয়া ছুটিয়া ছাদে যাইতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু পরক্ষণে সুষমার নাম শুনিয়াই চুপ করিয়া রহিল। সুষমা সংক্রান্ত সমস্ত কথা বিভা প্রমোদনাথের বাটীতে শুনিয়াছে। এ লাবণ্য তবে আর কেহ নয়, সেই স্বামীর পূর্ব্ব পরিচিত সুষমা—পরক্ষণেই গন্ধর্ব্বমতে বিবাহের কথা শুনিল।

বিভা এখন আর সে গর্ব্বিতা রমণী নহে – স্থিরভাবে বিবেচনা করিল, বুঝিল, স্বামীর কোন দোষ নাই, এখন তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিলে কোন ফল নাই। কেবল নিজের শান্তি ও সুখ নষ্ট করা মাত্র, সুষমা বিহনে স্বামী কখনই বিভাকে প্রাণ ভরে ভাল বাসিতে পারিবে না, বরং তাঁহাদের মিলন করিয়া দিলে উভয়েই তার কাছে চিরবাধ্য থাকিবে। সুষমা স্বামীর ঈশ্বর সম্মুখে, ঈশ্বর সাক্ষে পরিনীতা স্ত্রী, তাহার জোর আছে, স্বামী তাহার দিকে সুতরাং মধ্যে হইতে সে কেন আপনার নীচতা প্রকাশ করিয়া জন্মের মত সুখে বঞ্চিতা হয়। সে

সানন্দে উভয়ের সমক্ষে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত হইল এবং তখনি উভয়ের হস্ত নিজে এক করিয়া বিবাহের পূর্ব্ব বন্ধন করিয়া দিতে উদ্যত হইল। লাবণ্যের কথা সমস্ত শুনিয়া তাহার কিছুমাত্র তাহার উপর রাগ বা দ্বেষ হইল না।

যখন প্রমোদ লাবণ্যের মুখখানি ধরিয়া নিজ বস্ত্রে তাহার চক্ষু মুছাইতে ব্যস্ত, ধীরে ধীরে বিভা নিকটস্থ হইয়া স্বামীর হস্ত ধরিয়া বলিয়া উঠিল, স্ত্রীলোকে যেমন শান্তনা জানে পুরুষে তাহা পারে না, তুমি সর আমি ভগিনীর সেবা করিতেছি। প্রমোদ ও লাবণ্য চমকিত হইয়া দূরে যাইতে অগ্রসর হইলে বিভা দুই হাতে দুইজনের হাত ধরিয়া বলিল, ভয় বা লজ্জার কোন কারণ নাই, আমি দূরে থাকিয়া সব শুনিয়াছি, সব দেখিয়াছি, আমার কোন কষ্ট নাই আমি অতি আদরে সুষমাকে (এখন আর লাবণ্য বা লাবণ্যদিদি বলিব না) আপনার অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিতেছি, পূর্ব্বে একা স্বামীসেবা করিয়া মনে হইত বোধ হয় সব হইল না, সমস্ত পারিলাম না, এখন দুজনে করিব। (স্বামীর প্রতি) তুমি এতদিন আমাকে বলনাই কেন, বলনাই তার ফলও পেয়েছ, এতদিন বৃথা কষ্ট পেয়েছ বিবাহের রাত্রে লাবণ্য নাম শুনিয়া যখন তুমি পাগল হও তখন থেকেই আমার কেমন সন্দেহ ছিল, এখন এস আমি যা করি চুপ করিয়া দেখ।

বিভা, প্রমোদ ও লাবণ্যকে টানিয়া প্রমোদনাথের হস্তের উপর লাবণ্যের হস্ত স্থাপিত করাইল, তাহার পর আপনার গলার ফুলের মালা গাছি খুলিয়া লইয়া, উভয়ের হাত দুখানি

বাঁধিয়া দিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারে প্রমোদ ও সুষমা ( লাবণ্য বলিয়া কি হবে ) স্তম্ভিত হইলেন। বিভা উলু দিল, শাঁক বাজাইল; একাই স্ত্রীআচার শেষ করিল। তাহার পর লাবণ্যের অবগুণ্ঠন সরাইয়া চারিচক্ষের মিলন করাইল। উভয়ে পুঁতুলের মত নীরবে বিভার অলৌকিক কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। সুষমা লজ্জায় মৃতপ্রায় হইল; বিভা টলিল না, দমিল না, হাস্যমুখে সমস্ত সম্পাদন করিল। সুষমার দুই চক্ষু দিয়া আনান্দাশ্রু গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। বিভার চক্ষে জল নাই, সে হাসিতে হাসিতে লাবণ্যকে জোর করিয়া স্বামীর কোলে বসাইল। ভয়ে ও বিস্ময়ে সুষমা প্রমোদনাথের কোল হইতে নামিয়া দূরে বসিল; বিভাতো হাসিয়াই আকুল, প্রমোদনাথের পক্ষে সে হাসি বড় তীব্র; বড় বেদনাজড়িত বলিয়া বোধ হইল।

আনন্দে বিভা সুষমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল, এবং স্নেহ বিগলিত স্বরে কহিল, "কি ভাই তুমি অত কুণ্ঠিত কেন। লজ্জা কি? আমরা উভয়ে ভগিনী, ভগিনীকে কি কেহ কখন লজ্জা করে? আজ হইতে আমি দিদি! তুমি ছোট্ট বোন। আমরা দুজন, সাবিত্রী আর গায়ত্রী, আর উঁনি ( স্বামী ) ব্রহ্মা। বেশতো একা ছিলাম, পরমেশ্বরের কৃপায় দুজন হইলাম। একাকী স্বামীর সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিলাম না, এখন দুইজনে সেবা করিব, তাঁর কোন কষ্ট থাকিবে না। বিভার হাত ধরিয়া সুষমা সজল নয়নে, কাতরকণ্ঠে, মৃদুস্বরে কহিল, "তুমি দেবী না মানবী?"

বিভা। (হাসিয়া) "তোমার কি বোধ হয়?"

সুষমা। "তুমি দেবী!"

বিভা। "তবে ভাই, তোমার কথায় দেবী হইলাম।"

প্রমোদনাথ আর থাকিতে পা... ... ...

বিভার হস্ত ধারণ করিয়া কি বলিতে গে... ... হইয়া

গেল, মুখের কথা বাহির হইল না। ... ...ই

বাহু পাশে বদ্ধ করিলেন।

বিভা হাসিতে লাগিল। আজি হইতে ...

ভাগ বসিল। পাছে একজনকে আদর

দুঃখিতা হয় ভয়ে, প্রমোদনাথ উভয়কেই

ভগবান পুরুষের হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত ক...

দের হৃদয় ফাটেনা, ভাঙ্গেনা, চটেনা, গলেন

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। পুরুষ ...ক্ষয় আ...

দের সাহস আছে, বল আছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

বুদ্ধি আছে সবই আছে, তারা সেচ্ছা করিয়া

...রের কষ্ট দেখিবার সময় কেমন অন্ধ। ...

প্রমোদ আজ কি করিল দেখুন। আ...

অবলা জাতি ভ্রান্তি বশতঃ যদি কোন কাজ...

...তীর লাঞ্ছনা গঞ্জনার শেষ নাই। প্রমোদনা...

নার একপ্রকার পরিণয় সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু

শুনিবে কেন, যথারীতি লোক জানান বি...

প্রকাশ্যে বিবাহ চাই। আবার টোপর মাথায় দি...

তলা, বাসরঘর সবই চাই। কাজেই বিভা আ...

ঘটনা মামা ও মামীর নিকট ব্যক্ত করিল। তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন; বিভার ব্যবহার দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

প্রমোদনাথের হৃদয়মধ্যে দুইখানি মুখ ভাসিয়া উঠিতেছে একখানি সুষমার অন্যখানি বিভার। বিভা সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বিদ্যুদ্বেগে উদ্ভাসিত করে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরাইয়া ফেলে, আর সুষমা হৃদয়ে চাঁদিনীর শুভ্র কিরণ ছড়াইয়া দেয়, একটী সূর্য্যো-ত্তাপ অপরটী চন্দ্র কিরণ। বিভার দাহ আছে, আলো আছে উত্তাপ আছে, শরীর পোষনোপযোগী পদার্থও আছে, সে আলো না থাকিলে, প্রাণ ধারন কঠিন, কিন্তু নাই কেবল স্নিগ্ধতা। আর সুষমা স্নিগ্ধতা ও আলোয় পূর্ণ। প্রমোদনাথ স্থির করিলেন চন্দ্র সূর্য্য উভয়ের কিরণই মানুষের প্রয়োজন. নচেৎ জীবন ধারন অসম্ভব।

প্রমোদনাথের গমনের পরেই সকলে দেখিল, ভুবন বাবু আনন্দময়ী পালিতা লাবণ্য নাম্নী বালিকা আর কেহই নন মনোহর পুরের অমরেন্দ্র বাবুর কন্যা যাহার প্রমোদনাথের সঙ্গে বিবাহ এক প্রকার স্থির হয়েছিল। ক্রমে প্রকাশ হইল যে প্রমোদনাথ আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক এবং বিভা এ বিবা-হের ঘটকালী করিতেছে। সকলে বিভাকে ধন্য ধন্য করিল বাস্তবিকই বিভা ধন্যবাদের কাজ করিয়াছে।

---

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

## সুখ সম্মিলন।

যথা সময় প্রমোদনাথ সুষমাকে বিবাহ করিয়া বাটীতে লইয়া আসিলেন। সুষমাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। বিভা মহৎ অন্তকরণ দেখাইয়া, স্বামীর এবং সপত্নির মুখে মধূ দান করিল। কেহ সুখ্যাতি করিল, কেহ বা হাসিল কেহ নিন্দা করিল। বিভার ভ্রূক্ষেপ নাই, স্বামীকে নিজ হৃদয়ের মহত্ব দেখান তাহার ইচ্ছা। বিভার অমানুষিক ব্যবহার দেখিয়া, সরোজা হাসিতে হাসিতে কহিল, ছোট বৌঠান তোমার খুব সহ্য ভাই। বেশ হাস্‌তে হাস্‌তে স্বামীর ও সতীনের মুখে মধু দিলে, তোমার একটুও দুঃখ হোলনা? আমরা কিন্তু অমন সহ্য করিতে পারি না। বিভা কোন প্রতিবাদ করিল না, মর্ম্মান্তিক যাতনা হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া একটু হাসিল। সরোজা বিভার মুখের দিকে চাহিল। তখন বাহিরে দূরস্থিত হর্ম্মমালার উপর হইতে স্বর্ণকিরণ নামিয়া যাইতেছে কক্ষ মধ্যে সামান্য অন্ধকার বোধ হইতেছে। ভাল দেখা যায় না। সরোজার বোধ হইল যেন বিভার নয়নে একটু জল দেখা দিয়াছে। সুষমাকে পাইয়া সকলেই আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত হইলেন। গৃহিনীই একবার সুষমার মাতার জন্য কাঁদিলেন

সুষমার সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিল, একেই বলে বিধাতার ভবিতব্য, যার সঙ্গে যার অদৃষ্টের লেখা, তার সঙ্গে দুহাত এক হবেই হবে।" বিভার সহিত সুষমার অত্যন্ত প্রীতি জন্মিল, যেন এক মার পেটের দুই সহোদরা। তাহাদের মধ্যে ঈর্ষা দ্বেষ নাই বিভা সুষমাকে সাজাইয়া, স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিত ও স্বামীর সহিত সপত্নির আমোদ আহ্লাদ, আদর, সোহাগ আড়ি পাতিয়া শুনিত। প্রফুল্ল বদনে সপত্নিকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিত। সুষমাও বিভাকে সপত্নি মনে করিত না, উভয়েই উভয়ের গুণে মুগ্ধা। সুষমাও আবার বিভাকে সাজাইয়া স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিত। পরস্পরের এই অলৌকিক ব্যবহারে বাড়ীর সকলেই সুখ্যাতি করিতেন। প্রমোদনাথ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, দুই সপত্নিতে অকৃত্রিম সৌহৃদ্য দেখিলে, সকলেই সুখি হয়; স্বামীর পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। বিভার সতী-নের সঙ্গে ভাব শুনিয়া বিভার মা, মেয়ের উপর হাড়ে হাড়ে বিরক্ত: অন্য কাহাকে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না কেবল অসাক্ষাতে আনন্দময়ীর নিপাত কামনা করিতেন, আনন্দময়ীর আনন্দের সীমা নাই। বিভা ও সুষমায় হরিহর আত্মা; বিভা সুষমা বলিতে অজ্ঞান, সুষমাও বিভার গুণে বশীভূত। এরূপ সপত্নি সদ্ভাব অল্প সংসারেই দৃষ্ট হয়। দুই বিবাহে প্রায় সকল স্থানেই বিষময় ফল হয়। স্বামী পত্নিদিগের জ্বালায় অস্থির হইয়া, শেষে অজস্র অনুতাপ করেন। প্রমোদ-নাথ উভয় পত্নির গুণে, আপনাকে সুখী জ্ঞান করিতে লাগি-

লেন। বিভার এখন আর রূপের গরিমা নাই, তাহার রূপের গরিমা, ভূরুর ভঙ্গিমা, অতল জলে ভাসিয়া গেছে। বিভা রমনীরত্ন -যথার্থ নিস্বার্থ ভাব সেই শিক্ষা করেছিল রমনী না করিতে পারে কি--সহিতে, দহিতে জগতে নারীর জন্ম। বিভার মতন রমনী জগতে কয়জন হইবে একেবারেই দুর্লভ। বিভার হৃদয়ের মহত্ব জগৎ সংসারের আদর্শ হইবার যোগ্য।--- আত্মত্যাগ কাহাকে বলে স্বামীর সুখ সম্পাদন করিতে যার ইচ্ছা সে কি না করিতে পারে। আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করি—বিভা সুখে থাকুক—রমনী সমাজের মুখোজ্জ্বল করুক।

---

# উপসংহার।

সুষমার বিবাহের কয়েকমাস পরে, নিরজার সহিত প্রদোষচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে। শাশুড়ি, শ্বশুর নবপুত্রবধূকে খুব স্নেহ করেন, প্রদোষচন্দ্রের ত কথাই নাই, নিরজার উপর আগেথেকেই কিছু টান ছিল, বিবাহে যারপর নাই সুখ অনুভব করিল। সুষমার একটী পুত্র হইয়াছে বিভার পুত্র কন্যা কিছুই হয় নাই, কিন্তু বিভা তাহাতে দুঃখিত নহে। আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে সুষমার ছেলেটীকে লালন পালন করিতেই ব্যস্ত।

যথা সময় অমরেন্দ্র বাবুর বাড়ীখানি সুষমা পাইল। মাতা

বড় কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন স্মরণ করিয়া বাড়ী খানিতে সাধারণ লোকের উপকারার্থে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিল। প্রমোদ তাহার ব্যয়ভার বহন করিবেন স্বীকার পাইলেন।

বড় বউঠাকুরাণী আর সংসারের কিছুই দেখেন না। সুষমার উপরই সংসারের সমস্ত কার্য্য দেখিতে হয়। সুষমা তাহাতে বিশেষ সুখী। সুসংগিনী এখন ছয় বৎসরের হয়েছে; আর সে আধ আধ কথা নাই।

কুমুদনাথ ভ্রাতার দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন, পাছে সংসারে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা হয় বা কোন অসুখের কারণ হয়। দুই ভ্রাতৃবধুর সৎব্যবহারে দেশে ধন্য ধন্য শুনিয়া কুমুদনাথ বড়ই প্রীত হইতেন ও সময় সময় মাতার নিকট ভ্রাতৃবধুদিগের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া বলিতেন বাড়ীখানি যেন আনন্দের উৎস হয়েছে, শুভক্ষণে গুণবাণ সহোদর ও বধুমাতাগণকে পেয়েছি।

প্রমোদনাথের হৃদয় সরোবরে, বিভা ও সুষমা, যুগ্মপ্রসূন ফুটিয়া উঠিল। সকলে সুখে সচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। পাঠক! অসুন আমরা অভিবাদন করি।

আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল

---

সম্পূর্ণ।